UNIVERSITY LIBRARY ADVANCEMENT

[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

খনা।

[illegible] অনেক কৌতুকাবহ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল গল্পের [illegible] নহে। বৃটভলায় অপর সাধারণের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে [illegible] গল্পে খনার সহিত (বরাহ) মিহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটিত [illegible] খনার জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা, তথা হইতে এদেশে ছাগ পলায়ন, [illegible] কর্ত্তৃক তাঁহার হত্যা ছেদন প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনা [illegible] হইয়াছে। এই সকল গল্পের মূল ও খনা সম্বন্ধে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা [illegible]

দীনেশবাবু প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক বহু পরিশ্রমজাত উপাদেয় গ্রন্থে খনা সম্বন্ধে দুই চারি কথা আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (২য় সং ৬৭ পৃঃ), [illegible] রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া [illegible] না। ইহাতে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি সাধারণের [illegible] ধর্ম্ম যে অবশ্য পালনীয়, তাহা অনেক স্থানে নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু একটিবারও [illegible] দেবতার নাম লইবার সূত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই [illegible] এই সব বচন মাণিক চাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ [illegible]

পরন্তু (৬৯ পৃঃ) দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সব বচন রচিত হইয়াছিল।"

দীনেশবাবু যে সকল খনার বচন লক্ষ্য করিয়া উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, [illegible] করিয়া তিনি সে সকল বচন স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করেন নাই। বচনগুলি কোন কাব্যের [illegible] প্রক্ষিপ্ত নহে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন (৭০ পৃঃ), "কোন ব্যক্তি বিশেষের [illegible] সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত প্রাচীনকালে দেশের [illegible] মাত্রেই অজ্ঞাতসারে উহাদের বচনার সাহায্য করিয়াছে।" যদি তাহাই হয়, [illegible] অর্থে ৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দমাত্র বুঝিবার কারণ কি? কালিদাস এখনও [illegible] হইয়া থাকেন, খনাও তেমনই এখনও নূতন বচন সৃষ্টি করিতে পারেন।

দীনেশবাবু কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বটতলায় প্রকাশিত খনার বচন নামও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত ১৪টি বচনের মধ্যে কেবল দুইটি বচনে খনার নাম এবং সেই দুইটি বচনও কৃষিবিষয়ক উপদেশ। যদি কিম্বদন্তীর কিছু মূল্য থাকে, তাহা খনাকে জ্যোতিষ বচনের কর্ত্রী বলিয়া জানি। বটতলায় প্রচারিত পুস্তকের উপর করিয়া গুণ দোষ বিচার করিলে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। আমার নি উক্তবিধ একখানি "খনার বচন" আছে। কিন্তু সেই সকল বচনের মধ্যে কোন খনার এবং কোন্ গুলি নহে, তাহা বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। এস্থলে পুঁথিতে লিখিত বা উদ্ধৃত খনার বচন অনুসন্ধান করা প্রথমে আবশ্যক। বচনগুলি পাইলে, তাহাদের রচয়িতা, বচনাকাল, দোষগুণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলা চলে। যাঁ প্রাচীন বঙ্গভাষা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে

প্রথমেই বলা গিয়াছে যে, বঙ্গদেশের কোন কোন জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশকেরা সম্বন্ধে অনেক অসঙ্গত হাস্যকর কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলে এই সকল ক বিশ্বাস করে না বলিয়া কোন কোন প্রকাশক খেদ প্রকাশও করিয়াছেন। তাঁহারা ভ্ যান, খনার বচন বাঙ্গালা, সংস্কৃত নহে; বরাহমিহির এক ব্যক্তির নাম, পিতাপুত্রের ন এবং বরাহমিহিরের যে সকল গ্রন্থ আছে, সে সকল গ্রন্থোক্ত জ্যোতিষের সহিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য নাই। খনা নাম্নী কোন রমণী ছিলেন কি না, তাহারই প্রমাণ প যায় না।

যে সকল পণ্ডিত জ্যোতিষী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রজাপতিদাস ও রামদাসকে খনার বচন উদ্ধৃত করিতে দেখি। প্রজাপতিদাস বৈদ্যকুলে ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম পঞ্চস্বরা। তিনি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে বাঙ্গালা খনার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুস্তকের সহিত খনার বচন ওড়িয়ায়, যুক্তপ্রদে দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে, সেই সকল প্রদেশের ভাষাভেদে বাঙ্গালা বচনের ন্যূনা রূপান্তর ঘটিয়াছে *

প্রজাপতিদাসের পঞ্চস্বরা অপর নাম গ্রন্থসংগ্রহ। তিনি ভূমিকায় বরাহকৃত ধরিলেও রামের নামের জ্যোতিষ হইতেই অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছে অথচ তাহার গ্রন্থকে নরপতি-জয়চর্য্যা-নামক স্বরোদয় গ্রন্থের তুল্য বলিতে পারা যায়। নরপতিজয়চর্য্যা খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। উহারও পূর্ব্বে তান্ত্রিক জ্যো বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। নরপতি নিজেই যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃ বিষয়, সে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্ত। নরপতিজয়চর্য্যা যেমন প্রসিদ্ধ, রাম রাজপেয়ী সমরসারও কলিতবেদীর তেমনই আদরণীয়। সমরসার খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচি প্রজাপতিদাস খনা ব্যতীত সোমসিদ্ধান্ত, বরাহ, রাজমার্ত্তণ্ড, জ্যোতিঃসার, এবং, রঘুনন্দ

* যথা, ওড়িয়ায়, মঙ্গল উষা যুগে পা। যেতেইটা তেলে যা।

[illegible]ওয়ের নাম করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্যোতিষ হইতে বুঝা যাইতেছে, জ্যোতিষ ১৩৯৯ শক বা ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে ছিলেন। কারণ জ্যোতিষে ঐ শকে [illegible] কিছু পরে বর্ষিত। এক্ষণে বরাহমিহিরের কত পরে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইঁহার সম্বন্ধে শতাব্দী মনে করা যাইতে পারে। অতএব খনার নামের যে গুলি বচন অদ্যাপি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে পাওয়া যায়।

পরম্পরা হইতে কয়েকটি খনার বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। এই সকল বাক্যের অর্থ কথা আপাতত প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তবে, ভাষার প্রতি অবশ্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বর্ষশুভাশুভ,—

সাত পুত খেতর পাপ অহার এড়ান্ নাহিবে বাপ।
বাপে পেলে না করে ভিনা অবশ্য হংসাদিক পয়না॥

নিদাঘ চক্র,—

[illegible] বার যদি মঙ্গল বৈসে লিখিলা যদি দশ শূন্য সাইসে।
সে মঙ্গল হয়ের বৎসর গণা সেই বৎসর মরণ কহে খনা।
সোমাদি ছয় শূন্য সাইসে অন্তে চারি মঙ্গল বৈসে।
[illegible] লিখে গুরু বাধো করি ছয় মাহ আদিত্ত ধরি।
[illegible] সাত মঙ্গল পায় সেই বৎসর পৃথিবী না যায়।
[illegible] ভিন বুধ লিখিয়া বুঝ।
[illegible] পাত্র
[illegible]

মৃত্যু [illegible],—

[illegible] লিখিবেক দিবা গণ।
[illegible] আয়ুঃপ্রমাণে জানিবে সে।

অন্যত্র,—

[illegible] তিথিনক্ষত্র বারে গুণ।
[illegible] আয়ুঃপ্রমাণ সেই পাই।
[illegible] জন্মনক্ষত্র কর সার।
[illegible] জীবন যায় দিন।

---

* কলিকাতা রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রকাশিত পুস্তক হইতে খনাবাক্যগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। [illegible] অনেক ভুল আছে। [illegible] পয়না—হংসা (প্রাণ) সবে পয়না হইবে। [illegible] সাত পুত খাইলে নাহি। কিন্তু [illegible] নিষেধ থাকা নিবারিত হইলে পর পুত্র কিরূপে [illegible]

অন্য ত্রিপাপচক্র ফল,—

রবি বৎসর শূন্য ফল শিরঃশূল গায়ে জ্বর।
ঘর পোড়ে মানুষ মরে অনেক বিঘ্ন রবি করে।
বুধের বৎসর যবে হয় ভ্রমণ মরণ তাহার হয়।
ছেদ পীড়া স্ত্রীপুত্র রোগ মরণ খায়ে পাত্র।
শোক বন্দি থাকে অর্থে ধন সর্ব্বস্ব নাশে বুধে।
শনিমঙ্গল ভূমিসুত তোমার বৎসর যমের দূত।
ঘর পোড়ে দস্যুতে মারে যথাসর্ব্বস্ব রাজায় হরে।
বাহুর বৎসর ভাঁড়ুকা * পায়ে নানা দুঃখ অবশ্য পায়ে।
হাতে পায়ে নাই গোটা স্থানভ্রষ্ট নাই পোষ্টা।
শনির বৎসর শূন্যভোগ বন্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ।
শিলার স্তম্ভ খসে পড়ে খড় অর্জ্জে সব হরে।

উদ্ধৃত খনা বাক্যের কোন কোন শব্দ আধুনিক বঙ্গীয় প্রকাশক হয়ত্ত বৎকিঞ্চিৎ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কর্ণ সেমিকোলন দ্বারা বাক্য ভাগ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তথাপি দেখা যাইতেছে, খনার ভাষা তত পুরাতন নহে। ভাঁড়ুকার ন্যায় এক আধটা শব্দ পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু রচনা ভঙ্গী তত পুরাতন বোধ হয় না। ভাষা বিচারে আমি আদার বেপারী, এজন্য জাহাজীদিগকে জাহাজের খবর লইতে বলিয়া নিরস্ত হইতেছি।

উপরি উদ্ধৃত একটি বাক্যে 'শ্বশুরা' পদ আছে। বটতলায় প্রকাশিত 'কোন খনার বচন' নামক পুস্তকে 'শ্বশুরা' শ্বশুররূপ ধারণ করিয়াছে। শ্বশুরাই হউক, শ্বশুরই হউক, ইহা হইতে বরাহ খনার শ্বশুর হইয়া পড়িবেন। বলা বাহুল্য, শ্বশুর সম্বোধনে কিঞ্চিৎ রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। সে কালের গ্রাম্য রসিকতায় এরূপ সম্বোধন বিরল ছিল না। যে গ্রামে বর্ত্তমান সভ্যতাগ্নি প্রবেশ করিয়া পুরাতন অসভ্যতা দগ্ধ করে নাই, সে গ্রামে ব্যক্তি বিশেষকে শ্বশুর সম্বোধন অদ্যাপি চলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী পাটী সম্বোধনগুলে কুটসমালোচকদিগের নিকটে ভাস্করের কন্যা স্ত্রী প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

উদ্ধৃত খনাবাক্যের ভাব দেখিলে কেবল গণনার সহিত উহার অধিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়; অবশ্য খনা নূতন জ্যোতিষিক গণনা আবিষ্কার করেন নাই। বরাহাদির গণনার পরে অন্যপ্রকার গণনা প্রবর্ত্তিত হয়। বরাহ সমুদয় গণনা লগ্নাশ্রিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনিও পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট ঋণী ছিলেন। তদনন্তর খৃঃ ৯ম—১২শ শতাব্দীর সময়ে স্বরোদয় মতে গণনায় তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়। স্বরোদয় মতে গণনা কেবল কালজ্ঞ,

* খল্লতা? ভাঁড়ুকা বা ভাণ্ডুকা শব্দ এখন কোথাও চলিত আছে বলিয়া শুনি নাই।

রল নামজ, ফিথা কালজ নামজ। অর্থাৎ পুরাতন ফলিত জ্যোতিষের সহিত স্বর
ত হইয়াছিল। তন্ত্রের প্রভাব সময়ে কেরল গণনার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।
রলীতে কেবল অক্ষর দ্বারা গণনা হইয়া থাকে। অক্ষরচূড়ামণি এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ
চীনগ্রন্থ। পঞ্চ পক্ষী গণনা কেরলীরই রূপান্তর। কেরল দেশ (মালাবার) হইতে
গত বা কেরল দেশে জ্ঞাত বলিয়া কেবলী নাম হইয়াছে।

খনাবাক্য প্রধানতঃ কেরলী বলিয়া বোধ হয়। অক্ষর গণনা দ্বারা শুভাশুভ জয়পরাজয়
ভৃতি প্রশ্ন গণনা কেরলের প্রধান লক্ষণ। নিম্নোদ্ধৃত খনাবাক্যে কেরলী গণনা
লক্ষণ আছে,—

(১) অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা।
নামে নামে করি সমতা॥
তিন দিয়ে হরে আন।
তাহে মরা বাঁচা জান॥
একে শূন্য মরে পতি।
দুই রহিল মরে যুবতী॥

(২) সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।
নয়ে এক হাতে হাত॥
কি কর্বে ছটে চটে।
কার্য্যনাশ দুয়ে আটে॥

অক্ষর গণনা বা অক্ষর প্রশ্ন ব্যতীত খনার নামে চলিত কোন কোন বচনে অন্যরূপ
জ্যোতিষও আছে। কিন্তু যেরূপ গণনাই থাকুক, তাহা কাকবার্ত্তার ন্যায় শাকুন তুল্য।
গ্রাদি ফল গণনার বরং কিছু ভিত্তি আছে, কেরল গণনার ভিত্তি মনুষ্যের ভবিষ্যৎভেদ
ষ্টার কল্পনামাত্র। এই গণনায় লগ্ন, ভাব, গ্রহবিচারণ আবশ্যক হয় না; প্রশ্ন বাক্যের
ক্ষর দ্বারা গণনা সমাধা হয়। †

বোধ হয়, খনার গণনায় কেরলী ছিল বলিয়া খনার সহিত রাক্ষসের সম্বন্ধ কল্পিত
য়াছে। বীরলাভকৃত জ্ঞানতিলক নামক রাক্ষস কেরলী গ্রন্থই আছে। বীরলাভচূড়ামণি
হইতে স্বপ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকের সহিত মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত বা পৈশাচিক ভাষায়
কব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বীরলাভের সহিত প্রজাপতিদাসের তুলনা করা

---

* ছয় ও চারি। ছয়ে চৌঠে ?

† যথা, গর্গমনোরমায়, প্রশ্নকর্ত্তা প্রাতঃকালে পুষ্পের, মধ্যাহ্নে ফলের, সায়ংকালে নদীর এবং রাত্রিতে কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে। সেই পুষ্প ফল নদী দেবতায় বর্গ বর্ণ স্বর গুণ করিলে যে পিণ্ড হইবে, তাহা হইতে প্রশ্নের উত্তর কল্পনা করিতে হইবে।

যাইতে পারে। প্রজাপতিদাস সংস্কৃত লিখিতে লিখিতে বাঙ্গালারূপ প্রাকৃত আনিয়াছেন, বীরলাভও সংস্কৃত লিখিতে লিখিতে প্রাকৃত আনিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

সুস্থে চিত্তে ধাতু লিবন্ধেহসুস্থে চিত্তে ধাতুবিনাশঃ॥ তস্মাৎ সুস্থং চিত্তং পালনীয়ং সুস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সঙ্গচ্ছন্তে। উঅ বিসঅ পরিকথন্তো বিঅ বন্ধুপ্পচণ্ড ধঅলো সিদ্ধিং অকুথ। ভাবিঅ সবামি তুলামি আশীসো দহি ফলং তদ্‌যোগো সকুথো আলো লোলই ইহ সমু। সিদ্ধিং। ইত্যাদি

দুঃখের বিষয়, আমি 'বীরলাহেণ ভনিঅং' শাস্ত্র বুঝিতে অশক্ত। নচেৎ খনার সহিত বীরলাভের ঐক্যানৈক্য বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। তবে, বোধ হইতেছে, খনার প্রশ্নগণনা কেরলীমতের সাদৃশ্য ছিল। কেরল প্রশ্নজ্ঞানের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে,

বর্ণঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা মাত্রা কার্য্যা চতুর্গুণা।
নামদ্বয় সমাযোগাৎ রামাঙ্কেন বিশেষয়েৎ॥
একে ভূক্তে পতিং হন্যাৎ যুগাঙ্কে যুবতীং তথা।
অগ্রে পৃষ্ঠে বিজানীয়াৎ দম্পত্যোর্মরণং ধ্রুবম্॥

খনার 'অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ' মাত্রা ইত্যাদি এই শ্লোকের অবিকল অনুবাদ।

বরাহমিহিরের নাম এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিতে না পারিলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সামান্য জ্যোতিষ গ্রন্থকারগণ অনাদর আশঙ্কা করিতেন। প্রজাপতিদাস স্বরোদযাদি নানা শাস্ত্র হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে বসিয়া প্রথমেই বরাহের নাম করিতেছেন,—

বরাহকৃত সূত্রেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ময়া।
জ্যোতির্বিদঃ প্রপশ্যন্তু গ্রহাণাং সুবিচারকাঃ॥

অথচ তিনি বরাহ হইতে অত্যল্পই লইয়াছেন; এবং যাহা লইয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ ভাবে নহে। এমন বরাহের সহিত খনার নাম যোজিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

খনার নাম খনা হইল কেন? তিনি স্খলনবাক্ ছিলেন বলিয়া এই নাম, কি ক্ষণ সম্বন্ধীয় বচন রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণ স্থানে খন নামে অভিহিত হইয়াছিলেন? খন শব্দের প্রথম অর্থে বাঙ্গালা ও উড়িয়ায় চলিতেছে। ভূত পিশাচ নাকে কথা কয় ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু খনা নাম হইতে রচয়িতা পুরুষ কি স্ত্রী, তাহা বুঝা যায় না। স্বভাবতঃ বঙ্গদেশের কোন খনা * ভট্টাচার্য্য খনা বাক্যের কর্ত্তা ছিলেন। স্ত্রীজ্যোতিষীর পক্ষে খনা

* ওড়িয়াতে খনা পুংলিঙ্গ, খনী স্ত্রীলিঙ্গরূপ।

ন্যায় সমাদর প্রাপ্তি সুলভ হইত না। অন্য কোন স্ত্রীজ্যোতিষীর নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে শুধু খনাই যে জ্যোতিষিক বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। খনার সহিত তুলনা দিতে গেলে ষষ্ঠীদাসকে মনে পড়ে। ইনিও খনার ন্যায় বাঙ্গালায় কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক হিসাবে ষষ্ঠীদাস প্রজাপতিদাসের অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রজাপতিদাস বঙ্গদেশের বাহিরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, ষষ্ঠীদাস বঙ্গদেশেই কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে লুক্কায়িত আছেন। *

ষষ্ঠীদাস অম্লানবদনে লিখিয়াছেন,—

যদি ইচ্ছসি সার্ব্বজ্ঞ্যং কলিকালে বিশেষতঃ।
ষষ্ঠীনামেতি গ্রন্থস্য ক্ষিপ্রমধ্যয়নং কুরু॥

যাহা হউক, ইনি মধ্যে মধ্যে নিজে সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। যথা,

লগ্নমানে,—

ষষ্ঠী বলে কেনে ব্যস্ত।
চয়া খাইয়া সাতে অস্ত॥

বেলাজ্ঞানে,—

একুশ অঙ্গুলি করিয়া কাঠি।
বেলা দেখিব উজান ভাটি॥
ভাঙ্গিলে মাথায় ছায়া যত।
ষষ্ঠী বলে বেলা তত॥

---

* ষষ্ঠীদাস অসম্পূর্ণ আকারে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অসম্পূর্ণ বলিবার কারণ এই যে, কিছু দিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পত্রিকা সংস্কার বিষয়ক বাদ প্রতিবাদে কোন হস্তলিখিত ষষ্ঠীদাস পুঁথি হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সে সকল শ্লোকের অনেক গুলি মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

ইহা ষষ্ঠীদাসের নিজের, কোন সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ নহে। এইরূপ শ্লোক ওড়িয়া পুস্তকেও আছে।

বিশ অঙ্গুল কর কাঠি।
তাকে ভাঙ্গি কত লাটি।
যত অঙ্গুল তত দণ্ড।
কিস (কি) করিবে পোথা (পুঁথি) খণ্ড॥

এই বাঙ্গালা শ্লোক কিরূপে ওড়িয়াতে আসিল, তাহা বলিতে পারি না। ষষ্ঠীদাস ওড়িশার অধিবাসী। ষষ্ঠীদাসের ভণিতাযুক্ত ওড়িশার শ্লোক নাই। বেলাজ্ঞানের নিয়মটিও কৌতুকাবহ। ২১ অঙ্গুল এক খণ্ড কাঠি রৌদ্রে সোজা করিয়া ধরিবে। উহার যে ছায়া পড়িবে, কাঠির মাথার দিকে ভাঙ্গিয়া বা বাঁকাইয়া সেই ভগ্নখণ্ড ছায়ার সমান করিবে। ইহা যত অঙ্গুল হইবে, পূর্ব্বাহ্নে হইলে বেলা তত দণ্ড হইয়াছে, এবং অপরাহ্নে হইলে তত দণ্ড বাকি আছে। [illegible] পড়ু (perpendicular) = ২১ অঙ্গুলীকৃত হইয়াছে।

পুনশ্চ,—

তিন প্রশ্নে এক কবিয়া ঠিক দিলে যত।
তিন অংশে হয় বেলা এই ষষ্ঠীর মত॥

তিথিজ্ঞানে,—

মাসে বাজে যত পাবে পাঁচ পুরিলে যত হবে।
পাঁচ ঘুচিলে যত রয় আধা তিথি ষষ্ঠী কয়॥
মাসে বাজে দেখি ছয় তবে তিথি শুক্লা হয়।
তার উর্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষ কর ষষ্ঠী ফল ঐক্য॥

রাশিজ্ঞানে,—

জন্ম মাসে অমা দিয়া তিন দুই করিয়া তিথি খুইয়া।
জন্ম তিথি পড়ে যথা কর ষষ্ঠী রাশি তথা॥

নিজের বচন ব্যতীত ষষ্ঠীদাস খনার বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

তিথির তিথি ফেলিয়া নক্ষত্র করিয়া মেলা।
শুক্লপক্ষে সপ্তম ঘর কৃষ্ণপক্ষে সারা॥

এখানে খনার নাম করিয়াছেন। অন্যত্রে মতান্তর বলিয়া সারিয়াছেন। যথা,—

কি খণ্ডর মনে গণ।
লগ্নমান কর দুন।
দণ্ডে পল পলে বিপল।
চাইয়া দেখ লগ্ন সকল।
পিণ্ডাঙ্কমেকোনং কৃত্বা সপ্তভির্হরেৎ।
তচ্ছেষে চৈব যল্লব্ধং সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্॥
নাথ জন্মস্থা গ্রহতিথিভানি।
শুক্ল ও মাসে বেদযুতানি॥
অবীক্ষ্য মাসপ্রতিপাণি।
তিথি শুক্ল মণ্ডলে পুত্র কবাণি॥
বাপের হয় ন মেল জন্ম গণিয়া কর সার।
সমে পুত্র বিষমে কন্যা যদি না হয় যার॥

ষষ্ঠীদাস বন্দ্যঘটীয় শ্রীবৈদ্যনাথ বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার উপনাম আশ্রমবাগীশ এবং নিবাস মাঝিগ্রাম ছিল। তিনি অধিক লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি কত বিষয় লিখিয়াছেন স্বসময় ব্যক্ত করেন নাই। তিনি চণ্ডেশ্বর, [illegible], চন্দ্রিভাজক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। রামসত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। চন্দ্রিরাজের জাতকাভরণ জানা আছে, কিন্তু তাহাও অনেক অজ্ঞাত। তাঁহার পুত্র

গণেশকৃত তাজিকভূষণ আছে। ঢুণ্ডিরাজের জাতক তাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। তিনি প্রায় ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ছিলেন। ঢুণ্ডির অপেক্ষা নীলকণ্ঠের তাজক বিখ্যাত। নীলকণ্ঠ ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাজক প্রণয়ন করেন। যাহা হউক, ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাইতে হইতেছে না। ষষ্টীদাসও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়িতেছেন। প্রশ্নচণ্ডেশ্বর ও হর্ষনদীপক নীলকণ্ঠের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া বোধ হয়। অন্য প্রমাণের অভাবে ষষ্টীদাসকে খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন মনে হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহার বাঙ্গালার সহিত খনার বাঙ্গালার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।

১৭৭৫ শকাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় অপর কয়েকটি খনার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।—যথা,

তিথি গণনা,—

খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা
মিথুনে পুরিয়া বেদা
সিংহে বসু কর কি বসে
আর সব পুরিবে দশে।

নক্ষত্র গণনা,—

মাস নামতা তিথি যুতা
ভা (২৭) দিয়া হরবে পুতা
আদ্ধাবে দশ আলোতে এগার
ইহা দিয়া নক্ষত্র সার।

মৃত্যুগণনা,—

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে
কথা কহে ঊর্দ্ধ নয়নে
খিবে পৃষ্ঠে বুকে হাত
সেই দূতে পুছে বাত
কুটে ছিড়ে কবে খাই
খনা বলে ফুরাল আই।

চন্দ্রগ্রহণ,—

যে যে মাসের যে যে রাশি।
তাহার সপ্তমে থাকে শশী॥
সেই দিন যদি হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥

দুই তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে দেখিতে হয়॥

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা,—

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ।
পেটের ছেলে গণে আন॥
নামে মাসে করে এক।
সাতে হবে সন্তান দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
তবে নারী পুত্রবান॥
দুই চারি ছয় অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত তবে নারীর গর্ভপাত।
গ্রাম গর্ভিনী ফলে যুতা। তিন দিষে হব পুতা॥
একে সুত দুয়ে সুতা। তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা॥
একথা যদি মিথ্যা হয়। সে ছেলে তার বাপের নয়॥

দম্পতীর মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু পরীক্ষা :—"অক্ষর দ্বিগুণ" ইত্যাদি।

পীড়িতের শুভাশুভ গণনা,—

অশুভ বার্ত্তা যে জন ভনে।
তাহার মুখে যে জন শুনে॥
তিথি বার কব্যে এক।
সাতে হব্যে পরমায়ু দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ।
যমঘর হৈতে টেনে আন॥
দুই চারি ছয়।
অবশ্য তার মৃত্যু হয়॥

যাত্রায় শুভাশুভ,—

আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের মত দিন, ইত্যাদি।

যাত্রার শুভক্ষণ,—

দ্বাদশ অঙ্গুলি কবি কাটি।
সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিটি॥
রবির চৌদ্দ সোমের ষোল।
পঞ্চদশ মঙ্গলের ভাল॥

বুধ গতে ও ২ আঠারো।
তেরো পনি বারো বারো।
এ যাত্রায় যে যেন যায়।
সম্বৎসরে ফল একাদনে পায়॥
উঠি বৃষ্টি পড়ে যায়।
সত্যভাষে সত্য হয় তায়॥

নক্ষত্রাশ্রিত বিষয়ে,—

... ... হলে দক্ষিণে যাবে।
... ... না করে পুনা।
... ... ছাড়ে না আশ্রমে॥

... ... —

... ... পঞ্চম মেষা।
... ... হয় পুরুষা।
... ... তুলে।
... ... বলে॥

... ... —

... ... ২ মুখ যুগা।
... ... মকর দক্ষিণা।
... ... তুলা।
... ...

... ... —

... ... ভরিতে যায়।
... ... ডাকে যায়॥
... ... যদি ধরিতে যায়।
... ... ফিরে চায়॥
... ... তুলে চায়।
... ... কাঁদে যায়॥

ইত্যাদি

এইরূপ ২৮ম অঙ্কের নামেও আছে। ১৭৮০ শকাব্দের বোম্বে মুদ্রিত পঞ্জিকায়,

* এখানেতে ভুল আছে। বোধ হয় শেষের দুই পংক্তি এইরূপ হইবে, ককট বৃশ্চিকা মীনা উত্তরা। সিংহ তুলা ঘট পশ্চিমা। বরাহে এইরূপ সূত্র আছে।

সন্তান পরীক্ষা,—

বয় মাসের গর্ভ নারীর নাম য অক্ষর।
যয় জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
এতে পুত্র পরে কন্যা জানিহ নিশ্চয়॥
হরিতে সকল অঙ্ক যদি রহে সাত।
বরাহমিহিরে বলে হয় গর্ভপাত॥

এখানে বরাহমিহিরের নাম করিয়া রচয়িতা শ্লোকের সম্মান বাড়াইতে গিয়াছেন। বত্রিশের ঘর পুরণের ভাষাও খনার ন্যায়।*

চন্দ্রনেত্র সমুদ্র বাণ। পৃষ্ঠে নব করি বুঝহ সন্ধান॥
যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা।
কুম্ভ পদে পদে ভাগ সমাধা।

এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' শুভঙ্করীর আর্য্যা সম্বন্ধে একটি কথাও পাইলাম না। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' গণ্ডা গণ্ডা সত্যনারায়ণের পুঁথির সংবাদ শুনাইতেছেন, কিন্তু শুভঙ্কর সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। শুভঙ্করীর ভাষা খনার বচনের ভাষার সদৃশ বোধ হয়।

খনার বচনের সহিত ডাকের কথার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় খনার বচন জ্যোতিষিক, ডাকের কথা সাংসারিক। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে খনাতে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার পূজার ব্যবস্থা আশা করা যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, খনার বাক্যে ও ডাকের কথায় ঠাকুর দেবতার নাম নাই বলিয়া খনা ও ডাককে 'বৌদ্ধযুগের' অনুমান করিতে পারা যায় না। ডাক অর্থে শব্দ ও প্রবাদ বুঝি। এখন দেখিতেছি (পৃঃ ৬৮), ডাকিনীর পুংলিঙ্গ ডাক। ডাকিনী যোগিনী অসুর-নাশিনীর সঙ্গিনী বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি ইহা ডাক, এক ডাকের পথ, চৌকীদারের ডাক প্রভৃতি বহুপ্রচলিত প্রয়োগে ডাক অর্থে শব্দ ভিন্ন অপর কিছু বুঝি না। 'ডাকে বলে' বা 'ডাকের কথায় আছে' বলিলে 'প্রবাদ বা কথা আছে', ইহাই বুঝি †

---

* উপরি উদ্ধৃত বচনের ভাষা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা অপেক্ষা পুরাতন বোধ হয় কি? প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাসের জন্মশক সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। দীনেশবাবু ঐতিহাসিক প্রমাণে অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস খ্রীঃ ১৪৪০ অব্দে কি তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসও লিখিয়াছেন,—

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

অতএব তিনি মাঘ মাসের শেষ দিন রবিবার শ্রীপঞ্চমী দিনে জন্মিয়াছিলেন। দেখা যায় ১৮১৫ শকে ৩০ মাঘ রবিবার পঞ্চমী ষষ্ঠী ছিল। সেইরূপ ১৩৫৯, ১৩৭৮ শকেও ছিল। ১৩৫৯ শক=১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

† ওড়িয়াতেও ডাকের বচন আছে। তাহা 'ডাক ঋষিমাতা' নামে প্রসিদ্ধ। ডাকিনী শব্দ সংস্কৃত। উহার পুংলিঙ্গে ডাক, না ডাকী হইবে?

দীনেশবাবু বলেন, খনার বচন ও ডাকের কথা বৌদ্ধযুগে সৃষ্ট। বৌদ্ধযুগ নাম শুনিলে প্রথমেই মনে হয়, উহা এমন সময় যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবল ছিল। কিন্তু দীনেশবাবু ঐ যুগকে খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই কালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল কি? বরং মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নস্তূপে তন্ত্রমন্ত্র বলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইতেছিল। যদি গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইলে বৌদ্ধযুগ বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যুগের যবনিকা অদ্যাপি হয় নাই।

এই যুগে রাজা টীকে 'জ্যোতিষে অচলা ভক্তির' নিদর্শন পাইয়া দীনেশবাবু দুঃখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পাড়াভিতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যে অগ্রসর বা নিরুপণ করিত।" ইত্যাদি

কিন্তু উহা কি বঙ্গদেশে 'বৌদ্ধযুগের' লক্ষণ? কিম্বা বঙ্গীয় বীরেরই লক্ষণ? যে কাল ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধ নামে খ্যাত করিয়াছেন, সে কালেও কাকবাস্তা ছিল। এমন কি, কর্ম্মঠ বৈদিক ঋষিগণ শাকুনশাস্ত্রের আদর করিতেন এবং ঋগ্‌বেদে তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় বীর নহে, ক্ষত্রিয় বীর, যুদ্ধে প্রয়াণের পূর্ব্বে তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা জয়লাভ নিশ্চিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। যুদ্ধে জয়লাভের আশায় খ্রীঃ ৮০০ হইতে ১২০০ শতাব্দীর মধ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যুদ্ধজয়ার্ণব, নরপতিচর্য্যা, যুদ্ধ কৌতুক, যুদ্ধজয়োদয়, যুদ্ধরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেশ বিদেশে রচিত হইয়াছিল। দিগ্‌বিজয়ের পূর্ব্বে কালিদাসের ন্যায় ব্যক্তিগণের নীরাজনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় উৎসন্ন যাইতে হস্তপদবিমূঢ় হইতেন। বস্তুতঃ আধুনিক বঙ্গবীরেরা যে সকল পুরাতন ঋষির গৌরব করিয়া আপনাদিগের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতে লোলুপ হন, সেই সকল পূর্ব্বতন মহাত্মাগণ তাঁহাদিগের অধম বংশধরের নিমিত্ত হাঁচি টিকটিকির ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমূর্ত্তি [illegible] সরটপ্ররোহণ ফল লিখিতে ভুলেন নাই।

ভাষার শব্দ সকল করিয়া তাহার প্রচলনকাল নির্দ্দেশ করা, কিম্বা এই শব্দ এই সময়ে চলিত ছিল, সেই সময়ের পরে চলিত ছিল না, বলা দুরূহ। নচেৎ দীনেশবাবুর ন্যায় বঙ্গভাষার ঐতিহাসিক এত বিভ্রান্ত হইতেন না। তিনি বৌদ্ধ যুগের কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৮৫ পৃঃ)। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক শব্দ অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গে চলিত আছে, কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের চলিত গুড়িয়া শব্দ। যথা অবুধ (=অ-বুধ, অবুঝ),

---

[illegible] শব্দটির এরূপ অর্থ বাঞ্ছনীয় কি? পাঁচ বৎসরের [illegible] হইতে পারে, কিন্তু বয়স নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

[illegible] অঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে যদি আনুতনুজা? কিন্তু ইহার অর্থ লগ্নে [illegible] নীচ অর্থাৎ ভালমন্দ হয়।

আপ্ত (আপন), খোচা (কাঁটা খোঁচা), ভাঙ্গ (গুঁড়ি ভাঙ্গ), সাব (সেসা সাবা) সীম (সংস্কৃত, অর্থ বিযুক্ত), ঢলমল (ঢলমল), পশ্চিম বঙ্গে অজ্ঞাত নহে। ছামুর (সম্মুখ), নিন্দ (নির্দ বা নিদ্রা), পোখরি (পুষ্করী), বুন্দা (বিন্দু)—শব্দগুলি অদ্যাপি ওড়িষাতে চলিত আছে। এইরূপ, দীনেশবাবু গৌড়ীয় যুগের যে সকল শব্দ অপ্রচলিত ভাবিয়াছেন, (২২২, ২২৯ পৃঃ) তন্মধ্যে অনেক শব্দ অদ্যাপি চলিত আছে। যথা, বাউরি, টুই, (ধান টুট—ক্রটি ?), পাকনা (জমিতে পাকনা দেওয়া), ফাণ্ড বা ফাগ, সোয়াস্তি, পাতীয়াস (বকলায়), সহিলা বা সইলা, ধাই, অথাউল (বিপদ), মেথানি, নীচে (ভাবে), চোখা (মুখ ? মুখে মুখে চোপা করা), বাও (বাও বাড়িল), যা কাড়া (কথা কহা), নুলে (বেড়ায়), উল্টাইল ইত্যাদি। সেতেকে (যেতিকি), তেতেকে (তেতিকি), পোখা, পক্ষা, মোহর (আমার), বাহুড়ি ইত্যাদি চলিত ওড়িয়া। কিসক = ওড়িয়া কিল্ = বাঙ্গালা কিসকে = কেন। জোহার (নমস্কার) এখনও ওড়িষ্যার বাজগণ অন্যের নিকট পাইয়া থাকেন। কৃত্তিবাসের 'ঘরকে গমন' বাক্যে সবিশেষ চলিত আছে। এককে যাইতেছি, এরূপ প্রয়োগ সাধারণ।

অনেক চলিত ওড়িষা শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় ছিল, এখন চলিত নাই। অধ্যক্ষের নিকট কতকগুলি ওড়িষা শব্দ বরিশাল অঞ্চলে এখনও চলিত আছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইরূপ গঞ্জামের অনেক ওড়িয়া শব্দ বালেশ্বরে চলিত আছে, কটকে চলিত নাই। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, দুই দূরবর্তী প্রদেশে একই বা সদৃশ শব্দ চলিত রহিয়াছে, কিন্তু মধ্যবর্তী প্রদেশে নাই। কোন কারণ বিশেষে তাহাতেও দুই দূরবর্তী স্থানের ভাষার শব্দের ঐক্য বহুকাল থাকে। যেমন নীলদের—"বাধিয়া দিমু বল্লে ছাড়ে কোথা। পিপাসার কালে দিমু পানি।" এতে দিমু, কোথা, করিমু, খাইমু ইত্যাদি ওড়িয়া শব্দের সদৃশ শব্দ পূর্ববঙ্গে আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নাই।

আর একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। [illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৪৩ পৃষ্ঠে আছে, "প্রাকৃত বর্ণের [illegible] 'ড়' বাঙ্গালা 'র'কারে পরিণত হয়। [illegible] সচরাচরই 'ড়'তে পরিণত হয়। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যাদেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রমাণ পাইবেন।" কিন্তু এই দীর্ঘ কাল তথায় বাস করিয়াও প্রতীতি জন্মে নাই। এই ভ্রান্ত ওড়িয়া উচ্চারণ সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালীর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। কেরী, দীনেশবাবুও সেইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ ওড়িষার কোথাও 'ণ'কারান্ত ব। 'ড়'তে পরিণত হইতে দেখি না। 'ণ'এর উচ্চারণ 'ড়' নহে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি [illegible] উচ্চারণ কৃষ্ট, বিষ্ট, আছে। এই উচ্চারণের সহিত ওড়িয়া উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে। [illegible] ওড়িয়া ও মারাঠিতে দুইটা 'ল' আছে। একটীর উচ্চারণে 'ড়' কারের আমেজ আছে। কিন্তু শাস্ত্রের 'ললয়োরভেদঃ' পূর্ব্বে বুঝিতাম না। দুই 'ল'কারের উচ্চারণ শুনিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়।

[illegible] সাহিত্যিকগণ জাহাজের খবর লইতে যাওয়া আমার পক্ষে [illegible] পাছে ভাবার তরঙ্গে জাহাজ ডুবিতে ডুবিতে রক্ষা হওয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উহা [illegible] শব্দগুলি দারা ইহার ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি। মাণিকচাঁদের ভাষা হইতে খনার [illegible] অনেক বেশী হয়। ডাকের কথার উৎপত্তি বহুকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকিবে [illegible] জ্যোতি [illegible] যে বহুকাল। উৎপন্ন হইয়াছিল, একথা বলিতে প্রমাণ আবশ্যক। [illegible] খনার ভাষা অতি সহজ, ইহার পুরাতন বোধ হয় না। খনার দুই একটা পদ [illegible] বলে হইতে পারে। [illegible] মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ প্রেরণের দিনেও বলিতে [illegible] ভাষার [illegible] পরিবর্ত্তন এত নহে। খনার বচনের ভাবে দেখা গিয়াছে [illegible] আছে; এবং কেবল মতের উৎপত্তি যখনই হউক, সে মত [illegible] পাইয়াছে অথবা সময় লাগিয়াছিল। কেহ কেহ মতে স্বরোদয়ের প্রভাব অল্প নহে, [illegible] স্বরোদয় বিজ্ঞান এত [illegible] খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। প্রত্নপাতভাদ [illegible] উক্ত খনার বচনে [illegible] আছে। অতএব খনা যত পুরাতনই হউন [illegible] খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী [illegible] প্রজাপতি দাস ও বষ্ঠীদাসের সময় হইতে [illegible] পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে বোধ হয়, খনা [illegible] মনে ছিলেন। খনাকে অন্ততঃ দীনেশবাবুর গৌড়ীয় [illegible] পড়ি না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ত্রপুষ ও ভল্লিক।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৯ সালের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

বৌদ্ধসাহিত্যে ত্রপুষ ভল্লিক নামক দুই বণিক্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা বারাণসীর [illegible] এই দুই ভ্রাতা রামগণ্ডল রাজের পুষ্পবতী নগরে [illegible] শিক্ষালাভ করেন। রামগ্রামগুলি কোথায় প্রবন্ধে দেখা যাউক। সিংহলের মহাবংশের [illegible] সপ্তম বর্ষে কর বর্ষায় তদীয় রাজ্যাভিষেকের সপ্তদশ বৎসরে (খৃঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে) [illegible] পুত্রের আশোকারাম বিহারে সমবেত সাঙ্ঘ্যাপ তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতি (বা "ধর্ম্মসম্মেলন") নিষ্ঠিত হইয়া চলে। অনন্তর প্রত্যন্তদেশসমূহে [illegible] প্রেরিতগণের [illegible] অধিবেশন হইয়াছিলেন। সুবর্ণভূমিতে যে ছয় স্থবির গমন করেন, তাঁহাদের নাম সোন ও উত্তর।

---

5 Upham's Rajavali. 1833

বর্জেস্ বলেন—১১৭৬ খৃষ্টাব্দকালীন শেকুর কল্যাণ লিপিলিপি সমূহে, মহাবংশে [illegible] সেইরূপ সিংহলিদের উত্তরণ ও ধর্ম্মপ্রচারের কথা বর্ণিত হইয়া অদ্যিকন্তু কথিত আছে—"সম্বসম্বুদ্ধের ২৩৬ পরিনির্ব্বাণে এই রূপ ব্রহ্মদেশে দুই থের দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল" (Indian Antiquary, March, 1901).

পাদরি বিগাণ্ডেট্ বলেন—ব্রাহ্মণ্যভাষায় অর্হৎ সোম ও উত্তর যবদ্বীপ দেশের অন্তর্গত সৌবন ভৌমি অভিহিত থতন বিষয়ে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত আসিয়াছিলেন। থতোন বা সৌবন ভৌমি, শ্রমণীণ্ ও সিভন্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ (Life and Legend of Gaudama vol II. p 143.).

রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর বলেন—ত্রিপুরার লিখনে এবং রঙ্গনের (অবকনের) উহুরে রমণীয় দৃশ্যের ভূমি রম্য (সংস্কৃত—রম্য) দেশ [illegible] (J. A. S. B. 1898, I. 2), [illegible] যাইতেছে রম্যমণ্ডল দক্ষিণ ব্রহ্মায় সংস্থিত এবং পণ্ডিতবর রম্যমণ্ডলকে পণ্ডিত দিকে কিঞ্চিৎ টানিয়া আনিয়াছেন। ব্রহ্মবাসী [illegible] রমামণ্ডল পূর্ব্ববর্ত্তী নগরে [illegible] করিয়া বিষম গোলযোগ বাধাইয়াছেন। [illegible] পৌরাণিক ভূগোলের বাঙ্গালা [illegible] শ্রীনন্দলাল দের "Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India" গ্রন্থে ইহার সংস্থানাদি দৃষ্ট হইবে। [illegible] পুষ্করাবতী নগরে [illegible] ভবিষ্যের জন্ম ও শিক্ষা হইয়াছিল একপ বিবেচনা করিবার অবকাশ আছে; [illegible] নিকার নাম থাকলেও এবং মাতার নাম [illegible] ভিন্ন' (J. A. S. B. 1859, p 47) বলিয়া [illegible] দেবদত্ত পালি ভাষায় [illegible] এবং সংস্কৃতে শাকল্য হইবে। "অজ্জুন" = অর্জ্জুন। "পুক্কুস" = পুষ্কর। [illegible] শব্দ দ্বারা বিবেচনা হয়, উহা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, উপাধি মাত্র। [illegible] কোথায় অবস্থিতি করিতেন হইতে যিনি বা যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়াছিলেন, তিনি শাকল্য। [illegible] পুষ্করাবতীতে জন্ম হউক বা না হউক তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বদেশে, সম্ভবতঃ মগধে, আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। [illegible] নদীটির নাম পপ্পাবতী, যথা—ইরাবতী। এই ব্রাহ্মণ ও নদীর নামকরণ করিয়া [illegible] কিরেন—এই অনুমান করিতে সাহসী হইতেছি ভারতের বাহিরে এই, অন্য কোন দেশে এই প্রত্যন্ত দেশে কিরূপ সংস্কৃত নামকরণ করা হইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

যবদ্বীপের পুঁথির অনুবাদ পুস্তক, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণকারীদের লিখিত পুস্তক পাঠে জানিতে পারি, রেঙ্গুণের প্রসিদ্ধ "সুবে ডগোন" বা "সুবর্ণযজ্ঞোপবীতধারিণী সুবর্ণধাতুগর্ভস্তূপ" আদি নির্ম্মাণ বিষয়ক কিংবদন্তীর সহিত [illegible] বর্ণিত [illegible] আছে—যাহা জানিতে পারি, সিংহলিদের নিদানকথোক্ত জনপ্রবাদের সহিত ঐ বাক্যের "উপোসথ" ও "পাতিমোক্ষ" এই নাম ব্রেঙ্গুণের এক প্রাচীন [illegible] উল্লিখিত রহিয়াছে, যখন জানিতে পারি বর্ত্তমান

দেশের ইরাবতী নদীর পরিসরবাসিগণ ঐ বণিক্‌দ্বয়ের কথা বিশেষরূপে জানেন, তখন বগাণ্ডেটের ন্যায় আমরাও বুঝিতে পারি, তাঁহাদের সহিত ঐ দেশের চিরসম্বন্ধ ছিল।

কর্ণেল্ ফেয়ারের বেঙ্গুনের সুহ্রে ডগোন পগোডার (১) ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধে কথিত আছে— বণিকপুত্র তপ ও পউ নামক দুই ভ্রাতা পশ্চিমদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া জন দুই মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত এক জাহাজ তণ্ডুল ঐ দেশে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়া যথাকালে গঙ্গামুখের তট বলিয়া অনুমিত ঐ দেশের শাভূমিতে নঙ্গর করিলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা এক দিনে বন্দোবনগরে গেলেন— খানে পঞ্চশত শকট ভাড়া করিলেন ও শকট সকল সঙ্গে লইয়া জাহাজে প্রত্যাগমন রলেন—শকট সমূহে চাউল বোঝাই দিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। * * অনন্তর নাট (২) বহুদিন ব্যাপিয়া পথপ্রদর্শন করিলে, দুই ভ্রাতা, যে স্থানে গৌতম লেন, সেই স্থানে নীত হইলেন (J. A. S. B, 1859, p. 473.)

প্রবন্ধলেখক বন্দোর কোথায় স্থির করিতে না পারিয়া হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। "বন্দোর" পাঠ ভ্রান্তিমূলক, উহা বন্দর হইবে। মেদিনীপুর জেলার বকেশ্বর ও শিলাই নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরনামক এক গ্রাম আছে—সম্ভবতঃ এ বন্দর গ্রীকদের "বন্দোর" নহে; তাম্রলিপ্তির বন্দর বন্দোর হইতে পারে।

মহাবগ্গে কথিত আছে—ত্রপুস্‌স ও ভল্লিকনামক দুই বণিক্ উক্কল (উৎকল) হইতে আসিয়াছিলেন। নিদানকথানুসারে দুই বণিক তপস্‌স্‌ু ও ভল্লুক উক্কল হইতে মঝ্‌ঝিমদেসে (৩) পাঁচ শত শকটসহ গিয়াছিলেন।

বিগাণ্ডেট্ উক্ত বর্ম্মকূদের পুঁথিত্রয় অনুসারে বলেন, তপুস ও পলেকৎ মিৎসিম (৪) দেশের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ তাঁহাদের জন্মস্থান ওক্কলব (৫) নগর হইতে পোত আরোহণ করিয়া জৈত্ত (বা এদ্‌জৈথ) বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; অনন্তর সুরম (৬) নামক স্থানে শকট বাহিত করিবার নিমিত্ত পঞ্চশত শকট ভাড়া করিয়াছিলেন এবং গন্তব্যস্থানে যাইবার পথে উরৌবেল (৭) বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

(১) পগোডা—ধাতুগর্ভের অপভ্রংশ ডগোব, ইহার অপভ্রংশে ইংরাজী—pagoda.

(২) "নাট"—"নট", "নথ", দেববোনি বিশেষ।

(৩) মঝ্‌ঝিম দেশ—মধ্যদেশ। মহাবগ্গে ইহার পঞ্চসীমা—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল নগর (হিউএং সঙ্গের "জঙ্গর"), তার পর মহাসালা; দক্ষিণ পূর্ব্বে সলললবতী নদী; পশ্চিমে ব্রাহ্মণ নগর ও থুণ বিষয়; দক্ষিণে কজিক নগর; উত্তরে উসীরধ্বজ পর্ব্বতশ্রেণী।

(৪) মিৎসিম—পালি মঝ্‌ঝিম শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(৫) ওক্কলব—পালি উক্কল বন্দর। সংস্কৃত উৎকল বন্দর। ইহার সংস্থান পরে বলিব। বিগাণ্ডেট বলেন যখন যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন বা বৌদ্ধশাস্ত্রচয়ের আলোচনা করেন, তৎকালে দেশ নিবেশের চলিত নামের সহিত একযোগে পালিনাম দিবার নিমিত্ত তাহারা পেপিয়া

(৬) সুরম—সুহ্মদেশ।

(৭) উরৌবেল—পালি উরুবেলা, সংস্কৃত উরুবিল্ব। বর্ত্তমান বো

সিংহলীরা বলেন—বণিক্‌দ্বয় উত্তর হইতে কিরপলু বনের দিকে আসিয়াছিলেন এবং তদনন্তর বুদ্ধের নিকটে আগমন করেন (Hardy's Manual of Buddhism, p. 182).

ললিতবিস্তর অনুসারে—তথাগত সপ্তম সপ্তাহে তাবায়ণ (১) মূলে ধ্যান ও সমাধি করিয়া বিহার করিতেছিলেন, তৎকালে উত্তরাপথগামী দুই ভ্রাতা ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক বণিক্‌-দ্বয়, যাঁহারা পণ্ডিত এবং নিপুণ এবং বাণিজ্যে যাঁহাদের মহালাভ লব্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহাজনসমূহ এবং সুপরিপূর্ণ পঞ্চশত রথ যাইতেছিল।

তস্মিংশ্চ কালে ত্রপুষশ্চ ভল্লিকো ভ্রাতৃদ্বয়ং বণিজগণেন সার্দ্ধম্।
শকটানি তে পঞ্চ ধনেন পূর্ণাঃ সম্পুষ্পিত শালবনে প্রবিষ্টাঃ॥

তাঁহাদের সুজাত ও কীর্ত্তিনামক দুই যানবাহক বলীবর্দ্দ ছিল। ইহারা বহন করিতে যান আটকাইবার ভয় ছিল না। অন্য বলীবর্দ্দসকল যে স্থানে বহন করিতে পারিত না সে স্থানে এই দুই বলদকে যোজনা করা হইত। যদি অগ্রে ভয় থাকিত, তাহা হইলে ইহার কীলকদ্বারা বন্ধের মত থামিত—প্রতোদের দ্বারা বা পদ্মের ডাঁটার দ্বারা বা মালতীর রজ্জু দ্বার তাহাদিগকে চালাইতে পারা যাইত না। তারায়ণ সমীপে ক্ষীরিকা বন নিবাসিনী দেবতার অধিষ্ঠানহেতু বণিকগণের শকট সমূহ আটকাইয়া গেল, চলিল না। বরত্র আদি শকটাঙ্গ ছিন্ন হইল; শকটচক্রসকল নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বপ্রযত্নদ্বারা ঐ শকট সমূহকে চালাইতে পারা গেল না। ত্রপুষ ও ভল্লিকাদি বণিক্‌গণ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। "কারণ কি? আমার স্থলশকট সকল যদি আটকাইল, এ বিকার কিসের?' সুজাত ও কীর্ত্তি এই দুই বলীবর্দ্দ যোজিত হইল—উৎপলহস্ত ও সুমনোদামক দ্বারা ইহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করা হইলেও ইহারা টানিল না।

তাঁহাদের মনে হইল—নিঃসংশয় অগ্রে কিছু ভয় আছে, তাহাতেই এ দুটাও টানিল না তাঁহারা অশ্বারূঢ় দূতদিগকে অগ্রে পাঠাইলেন। দূতেরা প্রত্যাগমন করিয়া বলিল কিছু ভয় নাই। দেবতাও স্বরূপ দেখাইয়া আশ্বাস দিলেন—ভয় নাই। ঐ বলীব দুইটা যে স্থানে তথাগত অবস্থিত ছিলেন, তথায় শকটসমূহকে টানিয়া লইয়া গেল তাঁহারা বৈশ্বানরের ন্যায় প্রদীপ্ত, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ দ্বারা সমলঙ্কৃত, অচিরোদিদিনকরের ন্যায় শ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান তথাগতকে দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তে খড়্গহস্তাঃ শরশক্তিপাণয়ো বনে মৃগং বা মৃগয়ন্ ক এষঃ।
বীক্ষন্তঃ শারদচন্দ্রবক্ত্রং জিনং সহস্রাংশুমিবাভ্রমুক্তম্॥

ইনি কাষায় বস্ত্র দ্বারা সংবৃত, অতএব নিশ্চয়ই ইনি প্রব্রজিত

ইহা হইতে আমাদের ভয় নাই" বলিয়া তাঁহারা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর এইরূপ বলিলেন—"ইনি প্রব্রজিত, নিশ্চয়ই ইনি যথাকালে ভোজন করিয়া থাকেন। কিছু আহার আছে—মধুতর্পণ ও ইক্ষুলিখ্যাতক (১) আছে।" বণিক্‌গণ এই দুই আহার গ্রহণ করিয়া তথাগতের নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, করুণাত্মা ভগবান্ সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিবা কিছুই পান ভোজন করেন নাই। বণিক্‌গণ দর্পত্যাগ করিয়া জিনকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিলেন।

এই সময়ে ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের প্রত্যন্ত কর্ব্বটে (২) গোযুথ প্রতিবসতি করিতেছিল। এই গাভী সকল হইতে সর্পিমণ্ড (৩) দোহন করা হইতেছিল। গোপালেরা সর্পিমণ্ড গ্রহণ করিয়া যেখানে ত্রপুষ ও ভল্লিক বণিক্‌দ্বয় ছিলেন, তথায় গিয়া জানাইল—"ভট্টা! আপনারা জানিবেন, সকল গাভী সর্পিমণ্ড দিতেছে—ইহা ভাল কি মন্দ?"

লোলুপ ব্রাহ্মণেরা বলিল—"এটা অমঙ্গল্য—ব্রাহ্মণদের দ্বারা মহাযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে শিখণ্ডী নামক ব্রাহ্মণ বণিক্‌দিগকে গাথা দ্বারা অভিভাষণ করিলেন—

পূর্ব্বে তোমাদের প্রণিধিরতন
পূর্ণ বোধি প্রাপ্ত হৈলা তথাগত।
মোদের ভোজন খাঞা ধর্ম্মচক্র
ঘুরাবেন (৪) তিনি ভোজ্য তাঁরে দাও॥
সুমঙ্গল দিন সুনক্ষত্র আজি
গাভীদের সর্পি করাও দোহন।
পুণ্যকর্ম্মা ঋষি এ তাঁর অনুভাব (৫)
তাইতে গাভীরা সর্পি করে দান॥
এত বলি সার্থে শিখণ্ডী তখন
গেলেন আপন ভবনে ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া ত্রপুষ ভল্লিকাদি সবে
উদগ্র মানস হৈলা বণিক্‌গণ॥

---

(১) মহাবগ্গে এই দুই আহারের স্থলে তণ্ডুলপিষ্টক ও মধুপিণ্ড উক্ত হইয়াছে।

(২) প্রত্যন্ত কর্ব্বট—বৃহৎ গ্রামের নিকটস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ। এতদ্দ্বারা মগধে বণিক্‌দের যে বসতি স্থান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(৩) সর্পিমণ্ড—প্রচুর নবনীতযুক্ত ঘনদুগ্ধ।

(৪) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা ধর্ম্মচক্র ঘুরান—ধর্ম্মপ্রচার।

(৫) জাতক কথ বন্নন (Birth Stories) গ্রন্থে 'পায়পান' নামক ভোজ্যের উল্লেখ আছে। তৎ টীকাকার উহা দুগ্ধ, তণ্ডুল, মধু, শর্করা ও ঘৃত সংযোগে সাধিত হয় বলিয়াছেন। মহাভারত সভাপর্ব্বে—সাজ্যেন পায়সেনৈব মধুনা মিশ্রিতেন চ।

বণিকেরা গোসহস্রের অশেষ ক্ষীর আনাইয়া এবং তাহা হইতে অগ্র ওজঃ (সার) তুলিয়া লইয়া গৌরবের সহিত ভোজ্য সাধন করিলেন এবং শত সহস্রৈক পল মূল্যবান্ বিমল রত্নময় পাত্র ঐ ভোজ্যদ্বারা সমতীর্থিক (কানায় কানায় পরিপূর্ণ) করিলেন। বণিক্দ্বয় মধু ও রত্নপাত্রী গ্রহণ করিয়া তারায়ণ মূলের নিকট গিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন—"ভক্তদ্বয়কে প্রতিগ্রহ করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন এবং প্রণীত ভোজ্য ভোজন করুন"। ভগবান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্ব্বাশয় জানিয়া এবং অনুকম্পা করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন এবং ভোজন করিয়া পাত্র আকাশে ক্ষেপণ করিলেন।

তথাগত এই বেলায় ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের এই সংহর্ষণা করিলেন,—

"দিশাং স্বস্তিকরং দিব্যং মাঙ্গল্যং চার্থসাধকম্।
অর্থাঃ বঃ সন্তু তাঃ সর্ব্বে ভবত্বাশু প্রদক্ষিণাঃ॥
শ্রীর্বোঽস্তু দক্ষিণে হস্তে শ্রীর্বো বামে প্রতিষ্ঠিতা।
শ্রীর্বোঽস্তু সর্ব্বরোগেষু মালেব শিরসি স্থিতা॥
ধনৈষিণাং প্রযাতানাং বণিজাং বৈ দিশো দশ।
উৎপদ্যন্তাং মহালাভাস্তে চ সন্তু সুখোদয়াঃ॥
কার্য্যেণ কেনচিদ্ যেন গচ্ছেথাঃ পূর্ব্বিকাং দিশম্।
নক্ষত্রাণি বঃ পালয়ন্তু যে তস্মাৎ দিশি সংস্থিতাঃ॥
কৃত্তিকা রোহিণী চৈব মৃগ আদ্রা পুনর্ব্বসুঃ।
পুষ্যশ্চৈব তথাঽশ্লেষা ইত্যেষাং পূর্ব্বিকা দিশা॥"

ইত্যাদি।

"শ্রুত্বা ইমং ব্যাকরণং জিনস্য উদগ্রচিত্তা পরমায় প্রীত্যা।
তৌ ভ্রাতরৌ সার্দ্ধং সহায়কৈস্তৈ বুদ্ধঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ শরণং প্রপন্না॥"

বণিক্‌গণ দিগ্‌দিগন্তরে সমুদ্রে ও পার্ব্বত্যদেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের আশীর্ব্বচনাত্মিকা গাথা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ললিতবিস্তরের রচনা গদ্য এবং পদ্যময়, পদ্য অংশকে গাথা বলে। গাথা অংশ গদ্য অংশ অপেক্ষা প্রাচীন। ভিক্ষুকগণ, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে গাথা সকলের সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। সিংহলীদের গ্রন্থবিশেষে কথিত আছে—তপস্সু ও ভল্লিক একবার সিংহলদ্বীপের "গিরিহণ্ডু" নামক স্থানে জল ও কাষ্ঠ লইবার নিমিত্ত জাহাজ লাগাইয়াছিলেন। (Hardy's Manual of Buddhism p 183.)।

সিংহলীদের নিদান কথায় আছে—ঐ বণিক্দ্বয় বুদ্ধের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্, আমরা যাহার পূজা করিতে পারি, এমন কিছু আমাদিগকে দিন'। বুদ্ধ নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক হইতে কেশধাতু উৎপাটন করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। তাঁহারা আনন্দের এক ডাগব নির্ম্মাণ করিলেন এবং তন্মধ্যে ধাতু স্থাপিত করিলেন।

P30665
P30665

বর্ম্মকদের পুঁথিত্রয়ে আছে—বণিক্‌দ্বয় উপাসক (১) হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন—"এই সময় হইতে আমরা কি পূজা করিব?" বুদ্ধ, স্বীয় মস্তক স্বহস্তে ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিলগ্ন কয়েকগাছি কেশ তাঁহাদিগকে দিলেন এবং ঐ গুলি সাবধানে রক্ষা করিতে বলিলেন (Life and Legend of Gaudama Buddha, vol., I, p. 110.)। হার্ডি বলেন,—"বণিক্‌দ্বয় কেশধাতু লইয়া নিজদেশ স্বর্ণভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন" এবং আরও বলেন,—"মিঃ হগ্‌ বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান রেঙ্গুনের নিকটস্থ "উক্কলব" নগরে বণিকদ্বয় কেশধাতু লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন" (Manual of Buddhism, p. 183.) রেঙ্গুনে যে প্রসিদ্ধ "শুয়ে ডগোব" আছে, "Our Trip to Burmah" পুস্তকে উহার ফটোগ্রাফ্‌ সকল দেখিয়া অনুভূত হয়, স্তূপটি বড় সুন্দর। বর্ম্মকেরা বলেন,—এই স্তূপের গর্ভে বুদ্ধের কেশধাতু আছে। উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তা জেনেরাল আলেকজান্দর গর্ডন দুইটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করেন। একটি যথা,—বুদ্ধ, তপুজ ও পলকৎ এই দুই বণিক্‌কে আটগাছি কেশ দেন এবং স্বদেশে গিয়া শিঙ্গোত্তর পাহাড়ে স্থাপিত করিতে বলেন। অনন্তর বণিক্‌দ্বয় যে স্থানে শুয়ে ডগোন বিদ্যমান, নাটদিগের নির্দ্দেশক্রমে তথায় গমন করেন; আর একটি জনপ্রবাদ যথা,—"বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর তদীয় শিষ্যগণ আসিয়া এখানে নবকম্ম (২) আরম্ভ করেন।" এই নবকম্ম উত্তরকালে বহু পরিবর্দ্ধন ও সংস্কারের দ্বারা বিলাতের সেণ্টপল্‌ গির্জ্জার অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইয়াছে। আবার সিংহলীরা আপনাদিগকে ঐ কেশধাতুর অধিকারী বলিয়া দাবি করেন এবং বলেন, বণিক্‌দ্বয়ের কৃত স্তূপ উড়িষ্যায় ছিল এবং ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কেশধাতু উড়িষ্যা হইতে সিংহলে যেরূপে নীত হয়, তাহা কেশধাতুবংশে ও মহাবংশে বর্ণিত আছে। সিংহলীদের রাজাবলীকর্ত্তা কিন্তু ওরূপ বলেন নাই। তিনি বলেন,—বুদ্ধ, বণিক্‌দ্বয়কে আটগাছি কেশ দিয়াছিলেন—তাঁহারা তাহা সুবর্ণ করণ্ডকে করিয়া পুষ্করাবতী নগরে লইয়া যান এবং তথায় পূর্ব্ব-পুরুষের নিহিত করিয়া তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উহা হইতে কোন কোন সময় নীল জ্যোতিঃ বাহির হয়। * * * ইহাই অনুরাধাপুরের প্রথম স্তূপ (Upham's Rajavali, p. 111.)।

অনুরাধাপুর সিংহলদ্বীপে আছে। কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সিংহলীদের কেশধাতুর অধিকারিত্বের দাবি আধুনিক। আবার কোন ইংরাজ লেখক বলেন—শুয়ে ডগোবের প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য বিস্তারের নিমিত্ত, বণিক্‌দ্বয়ের আনীত কেশধাতু তদ্‌গর্ভে আছে, এই কথা বর্ম্মকেরা অধুনা বলিতেছেন। কোথায় কেশধাতু আছে এই এক সমস্যা।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

(১) উপাসক—গৃহী শিষ্য।

(২) নবকম্ম—নবমোকাম, ইমারৎ। ইংরাজি "edifice" শব্দের অনুবাদে এই পালি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা।

একটি দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদেশীয় বিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা প্রণয়ন নানা কারণে দুরূহ। প্রথম কারণ, আমরা বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীয় বিজ্ঞান পড়িয়া এমন অভ্যস্ত হইতেছি যে, দেশীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দ পাইলেও ইংরাজির তুল্য ঠিক বোধ হয় না। ইংরাজি আমাদের রাজভাষা। এই ভাষা আমরা জানি, না জানি, সকলেই উহা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত ইংরাজিতে পত্র-বিনিময় করিয়া সুখ পাই। যেখানে এত অভ্যাস, সেখানে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় বলিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না। এমন কি, ইংরাজি শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে কখন কখন লোকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ মনে করেন। দেশীয় পরিভাষা যেন প্রণীত হইল; কিন্তু যদি তাহা পুস্তকস্থ রহিল, তবে প্রণয়ন করা কেন? ষ্টিম এঞ্জিন, ও বাষ্পীয়যন্ত্র দুইই আছে; কিন্তু দুই একখানি বালপাঠ্য পুস্তক ব্যতীত বাষ্পীয়যন্ত্রের অন্য স্থান দেখিতে পাই না। যদি বাষ্পীয় যন্ত্রের ইহাই পরিণাম, তবে তাহা অনর্থক উৎপত্তি করিয়া ফল কি?

এই অসুবিধা বিজ্ঞান মাত্রেরই পরিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নে অসুবিধাও আছে। জীববিজ্ঞান দুই শাখায় বিভক্ত। চলিত নামানুসারে ঐ দুই শাখা প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। মানুষ প্রাণি রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। অন্য কোন জীবের বিষয় জানি না জানি; সকল মানুষেই নিজের বিষয় কিছু না কিছু জানে। কবিরাজ মহাশয়েরা মানুষ—জীববিদ্যা আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য জীববিদ্যার কিয়দংশ এদেশেও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাক্তার মহাশয়েরা এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলে ডাক্তার ও কবিরাজ একই অঙ্গের বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন লক্ষণ দিয়া থাকেন। যেমন চিকিৎসায় উভয়ে মিলিত হইতে চান না, মানুষরূপ জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবন ক্রিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশেও দুই পথে যাইতে চান। ডাক্তার মহাশয় বাঙ্গালা নাম না বলিলেও তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে ইংরাজি নাম শুনিলে মনে হয়, দেশীয় পরিভাষার প্রয়োজন আদৌ নাই। ইহাকেও দোষের কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ এমন কোন নিয়ম নাই যে, তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে? তদ্ভিন্ন রোগী যদি ইংরাজি ভাল বুঝেন, তবে কবিরাজ মহাশয় heart, chest, brain ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাঁহার মনোগত ভাব কেন না প্রকাশ করিবেন? এই সকল কারণেই বলিতেছি,, জীববিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা হইলেও তাহার সার্থকতা থাকিবে কি না, সন্দেহ।

দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, জীব বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের অন্ত নাই। এই সকল শব্দ এককালে, একজন, বা দশ জন মিলিত হইয়া সৃষ্টি করেন নাই; বহুকালে, বহুদেশের বহুজীববিৎ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন নামের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শব্দসমুদ্র স্মরণ করিলে হতাশ হইতে হয়।

পাশ্চাত্য জীববিদ্‌গণকেও হতাশ হইতে দেখা যায়। নতুবা তাঁহারা এত খাম খেয়ালি নামের আশ্রয় দিতেন না। তাঁহাদের অভিরুচি পরিতৃপ্তির নিমিত্ত চলিত ভাষা ব্যতীত গ্রীক্ ও লাটিনের শব্দ ভাণ্ডার আছে। আমাদের ভাণ্ডারে সংস্কৃত আছে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের যে দৃঢ় নিগড়ে সে ভাষা বদ্ধ, তাহাতে বর্ত্তমান বিষয়ে তাহার উপযোগিতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

অথচ সংস্কৃত ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বটে যে, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে ইচ্ছানুরূপ শব্দ সঙ্কলন করিতে পারি। বাঙ্গালা ও হিন্দি, ওড়িয়া ও মরাঠী—দেশের অন্ততঃ এই চারিটি ভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ এক হইতে দেখিলে কে না আনন্দিত হইবেন?

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত হইলে, অধিকাংশ শব্দ দেশে চলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ বিদ্যাটির অন্ততঃ স্থূল জ্ঞান দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করাই দেশীয় পরিভাষা সঙ্কলন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। নতুবা পাশ্চাত্য শব্দ প্রয়োগে ক্ষতি হইত না।

যখন সকল তর্কের মীমাংসা করা দুরূহ, তখন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু সম্প্রতি ইহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে যাবতীয় বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রস্তরবিদ্যা ব্যতীত আধুনিক কোন বিদ্যাই বাদ যায় নাই. এ সময় এই সকলবিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের? চেষ্টা সাহিত্য-পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে পরিষৎ পশ্চাৎপদ হইলে তাহার প্রয়োজন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এক বৎসর পূর্ব্বে আবশ্যক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে পারিলে শিক্ষার পথ সুগম করা হইত। বোধ করি এই ত্রুটি বশতঃ আমরা নানাবিধ পরিভাষা দেখিতে পাইব। আমি কোন নূতন প্রণীত গ্রন্থ দেখি নাই। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, যে সকল লেখক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবেন, কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদ্ভিদবিচারের ন্যায় কোন কোন পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এইরূপ কোন প্রয়োজনবশতঃ উপস্থিত লেখককে জীববিজ্ঞানের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছিল। কোন এক ব্যক্তি সকল শব্দ নির্ব্বাচনে নিপুণতা দেখাইতে পারেন না। আমার সঙ্কলিত পরিভাষাতেও অনেক দোষ,

থাকিতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে আমার নিজেরই পরিতৃপ্তি হইল না। সেই সকল দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সাহিত্য পরিষদের সুধীগণকে সাদরে নিবেদন করিতেছি।

কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার ধারা নির্দ্দেশ করা ভাল। ধারা ঠিক হইয়া গেলে অভীষ্টকার্য্য সম্পাদনের পথ সুগম হয়। এই হেতু আমার নিরূপিত ধারা প্রথমে নির্দ্দেশ করিতেছি। যত কিছু বিচার বিতর্ক এই ধারা লইয়া করিলে শব্দ সঙ্কলন সময়ে বিসম্বাদ হইবে না।

১। পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের পরিভাষা বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবের নাম, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, তাহার বংশ কুল-গোত্র-জাতি-জ্ঞাতি প্রভৃতির নাম, তাহার লক্ষণ, তাহার জীবন-ক্রম, তাহার নিবাস, তাহার জন্ম প্রভৃতি অনেক বিষয় প্রকাশ করিবার শব্দ আছে।

এই সকল শব্দের মধ্যে সকল গুলিই বাঙ্গালা করা আবশ্যক কি? জীবের লক্ষণ, জীবন-ক্রম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলন করিতে সকলেই অভিলাষী হইবেন। কিন্তু জীবের নাম? পাশ্চাত্য লাটিন নাম, না বাঙ্গালা নাম, না সংস্কৃত নাম গ্রাহ্য? সামান্য জবাফুলের গাছকে হাইবিস্কস্ রোজা সাইনেন্‌সিস্, বিড়ালকে ফেলিস্ ডোমেস্‌টিকস্ বলিয়া ক্ষান্ত হইব কি? এখানে দুইটি সর্ব্বপরিচিত জীবের নাম করিলাম বলিয়া লাটিন নাম দুইটি অদ্ভুত বোধ হইতেছে। কিন্তু যে কোন জীবের নামই এইরূপ। ইংরাজিতে কোন কোন জীবের চলিত নাম থাকিলেও বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য আছে। এখানেও কি সেই রূপ, জবা ও বিড়াল চলিত নাম, এবং ঐ দুই লাটিন নাম বৈজ্ঞানিক নাম বলিয়া বাঙ্গালায় গ্রহণ করা যাইবে? আরও এক উপায় উল্লেখ করিতেছি মনে করুন, জবা ও বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম "সামান্য জবা" ও "গৃহমার্জ্জার" রাখা গেল। এরূপ নামে কত সুবিধা, তাহা আর বলিতে হইবে না। সকল স্থানে সংস্কৃত নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল জীব সাধারণের অজ্ঞাত, সে সকল জীবের লাটিন নামের বিভক্তি লোপ করিয়া সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এইরূপ আমিবা, বাকটিরিয়া, পল্‌সেটিলা বলিলে বিশেষ ক্ষতি আছে, বোধ হয় না। খদির (বা সামান্য খদির), বিট খদির (শুয়ে বাবলা), সিত খদির (কাঁটা বাবলা)—এই তিন নাম সংস্কৃতে আছে। সেইরূপ, সামান্য জবা, খাদ্য জবা (খেড়স), পট্ট জবা (মাস্তাপাট), চপল জবা (রাধাপদ্ম) প্রভৃতি, এবং গৃহমার্জ্জার, হরিমার্জ্জার (সিংহ), দ্বীপী মার্জ্জার (ব্যাঘ্র) প্রভৃতি করা না চলে এমন নহে। সাধারণ পরিশ্রম আবশ্যক।

এই বিষয়টি উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। যাঁহারা জীবের নামমালা (fauna ও flora) প্রস্তুত করিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য এবিষয়ের সদুপায় চিন্তা করিতে হইবে। জীবের বাঙ্গালা নামমালা প্রস্তুত হইতে বহু বিলম্ব। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা এখন না ভাবিলেও চলে। তবে সংস্কৃত শব্দ সাহায্যে জীবশ্রেণী বিভাগ করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার নিমিত্ত কতকগুলি সংজ্ঞা সঙ্কলিত হইল।

২। আবশ্যক শব্দ সঙ্কলনে চলিত বাঙ্গালার সাহায্য লওয়া যাইবে, কি কেবল সংস্কৃত ভাষার উপর অত্যাচার করা যাইবে?

কেবল সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিলে লাভ এই যে, বাঙ্গালা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ এক হইলেও হইতে পারিবে। অধিকন্তু, এইরূপে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারিবে। এবিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অসুবিধা এই যে, চলিত বাঙ্গালা লইলে শব্দের অর্থ যত সহজে বিদ্যার্থীর হৃদয়ঙ্গম হইবে, অপ্রচলিত বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ লইলে তত সহজে হইবে না। বলা বাহুল্য, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ না করিলে শব্দে কুলাইবে না। এই বিষয় লইয়া আমি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ব্রুল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় যেমন পণ্ডিত, এ দেশের অবস্থায় তেমনই অভিজ্ঞ। তাঁহার মত ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

"As regards Bengali terms, I may state my personal views. They are largely the outcome of my experience as a German as well as an English teacher. It is much easier to teach a German child the rudiments of science and mathematics in German than it is to teach the same thing to an English child in English. The reason is simply that all the more common scientific technical terms are purely German, their meaning being consequently at once apparent. To give some examples, calyx is kelch, which means goblet; sepal is kelch blatt, *i. e.* calyx-leaf; corolla is blumenkrone *i. e.* flower-crown; stamen is staubgefass, *i e.* dust-vessel; filament is staubfaden, *i. e.* dust thread; anther is staubbentel, *i. e.* dust-bag; pollen is blumenstaub, *i. e.* flower-dust. Similarly the words for serrate, dentate, crenate, reniform, cordate, ovate, conical, terete, etc. are all simple and well-understood German words The consequence is that you can teach German children of 7 or 8 years of age the rudiments of science without much trouble, whilst to do so with English-speaking children is nearly an impossibility; because as soon as you begin to speak to them of the simplest scientific subject, you have to do so in what is practically to them a foreign language. This fact alone explains why scientific knowledge has soaked down so much deeper into the lower strata of the German people. I have known German carpenters, plumbers, and other artisans who were excellent local botanists; they would

not have been what they were, if the technical terms they had to understand and use had been distorted Greek and Latin words. As regards Bengali science I think this is just the moment when its future may be definitely made or marred. If you incorporate English, Latin or Greek, or even pure Sanskrit terms into the ordinary Bengali scientific language, you will shut the door to popular science.

The principles which I should be guided by, if I had the task of selecting or coining scientific terms in the vernacular, would be some thing like these :—

(1) To utilze words already in use either in existing books or with educated native gentlemen like Kabirajes, provided they are pure Bengali.

(2) Not to reject terms in actual use among the peasants for the simple reason that the so called educated people do not understand them ; because after all, every one, high or low, is an authority in the subject or occupation with which he is practically acquainted or which he practises.

(3) To utilize provincial terms, if they are short and to the point, especially if they are understood by the common people near large centres of education. It is certainly easier for a Bengali child to learn the meaning of a simple Bengali-sounding word and to remember it than to absorb into his vocabulary a probably longer and stranger sounding Sanskrit term

(4) To avoid literally translating English, Latin or Greek terms into Bengali, when in such translation words have to be utilized which are the names of things not well-known to the majority of Bengali children

(5) In some rare cases it may be advisable to simply adopt English, Latin, or Greek terms, if they are short and have a Bengali look about them."

এই পত্রের পরেও বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্রল সাহেবের সহিত বিচার হইয়াছিল। শেষ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"I quite appreciate your remarks on scientific terminology What I think we have to distinguish is the simple terminology adapted to "readers" "primers" "elementary treatises" and similar publications, and even larger text books and monographs. In this respect too we might take German usage as our guide. In highly technical subjects we use freely words borrowed from the Greek and used all over Europe in forms adapted to the spirit of each respective language. It will be impossible and even inadvisable to try to coin purly Bengali terms for things like the hypostome of a hydrazoon or the laphophore of a molluscoid. I have great doubts about the wisdom of even coining Sanskrit words in such cases, as treatises of this nature would probably be only read by men who know English.

Also words like microscope, stereoscope, and various others would probably be better taken over bodily. But otherwise I should try to use Bengali as much as possible when dealing with *elementary science*, the science meant for the people, that is to say, for persons who with the majority of them never use the terms in any language but their own.

As regards treatises, such as might be used by college students, by all means let us borrow from Sanskrit, and even from other langua[illegible] like Greek, but preferably from Sanskrit."

উপরের দুইখানি পত্র হইতে দেখা যাইবে, জর্ম্মাণ ভাষায় বিজ্ঞানে চলিত [illegible] করাতে কি ফল হইয়াছে। আমি জানি পরিষদের কোন কোন সভ্য [illegible] স্বতন্ত্র দেখিতে প্রয়াসী। অনেক চিন্তা করিয়াও এখনও এই মত স্বী[illegible] নাই। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমি ক্রল সাহেবের সহিত একমত। [illegible] নিমিত্ত দুরূহ শব্দ বা স্বতন্ত্র ভাষা প্রয়োগ করিলে কোন ক্ষতি [illegible] অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালায় বিজ্ঞানচর্চ্চার যে অবস্থা, [illegible] প্রভেদ রক্ষা না করিয়া সাধারণ লোকবোধ্য শব্দ ব্যবহার করাই [illegible] প্রফুল্লকুমার রায়ের উদ্ধৃত "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী [illegible] আশা"—সর্ব্বদা মনে পড়ে। যে প্রয়োজনবশতঃ তিনি এই প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত [illegible] ছিলেন, জীববিজ্ঞানে সে প্রয়োজন বিলক্ষণ বর্ত্তমান। রসায়নবিদ্যায় মূল ও যৌগিক প[illegible] সমূহের বাঙ্গালা নাম রচনা করিলে তাহার এক দিকে যেমন লাভ আছে, অন্যদিকে

তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি আছে। যদি লোকে কথাবার্ত্তায় আমাদের রচিত বাঙ্গালা নাম ব্যবহার না করে, তবে আর রচনা-শ্রম কেন?

সমুদায় বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সুখোচার্য্য, ক্ষুদ্র এবং বাঙ্গালা ভাষায় চলিত, কিন্তু মূলে সংস্কৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা পায়। যে শব্দ সুখোচার্য্য ও ক্ষুদ্র নহে, তাহার স্থায়িত্ব কল্পনা বৃথা। সংস্কৃত অথচ ভাষায় চলিত হইলে ওড়িয়া হিন্দি ও মারাঠি ভাষাতেও তাহা প্রবেশলাভ করিতে পারে, অথচ অর্থ বুঝিতেও বালকগণকে কষ্ট পাইতে হয় না। কোন কোন স্থলে দেশজ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না। কারণ তাহাদের অধিকাংশ এমন যে, পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকে বুঝিলেও পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের দুর্ব্বোধ্য, কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত থাকিলেও চট্টগ্রামাদি পূর্ব্ববঙ্গে একেবারে নূতন। আমার বোধ হয়, কেবল সংস্কৃত, কি কেবল বাঙ্গালা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ না করিয়া প্রয়োজন অনুসারে উভয় ভাষা হইতে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। স্থল বিশেষে ইংরাজি শব্দ কাটিয়া ছাঁটিয়া বাঙ্গালা রূপ দিয়া গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই। অমুক ভাষার বাহিরে যাইব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিলে পরিভাষার সাফল্য থাকিবে না।

৩। জীববিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যে গুলিকে রাসায়নিক পদার্থবিশেষের নাম বলা যাইতে পারে। যথা, myosin, mucin, albumin, pepsin, nuclein, chromatin, ইত্যাদি। ইংরাজি ব্যাকরণানুসারে এই সকল শব্দ রচিত হয় নাই। এক রকম জোর করিয়া কেবল এরূপ শব্দের সমতা রক্ষার্থ সকলেরই শেষে in টুকু যোগ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এইরূপ একটা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। মাংসে আছে যাহা, তুলতে আছে যাহা, এরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এমন প্রত্যয় পাই না। সত্য বটে, তিলে আছে তৈল। সেইরূপ, তুলতে আছে যাহা, তাহা তৌল করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিয়মে শব্দ রচনা করিলে হঠাৎ বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ শব্দের সংখ্যাও অল্প নহে। জৈবরসায়নে এরূপ শব্দ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অথচ কুইনিন, তার্পিন, কেরোসিন প্রভৃতি শব্দ, কেবল বাঙ্গালায় কেন, বোধ করি, ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। এজন্য বৈয়াকরণ মহাশয়দিগের অনুমতি পাইলে বাঙ্গালায় একটা নূতন "ইন" প্রত্যয় করিতে চাই। এইরূপে, মাংসের সারাংশ মাংসিন, কিলাটের (ছানার) সারাংশ কিলাটিন, তুলের সারাংশ তুলিন, কষায়ের সারাংশ কষায়িন (tannin), ইত্যাদি করিতে চাই। বস্তুতঃ ভাষার উপর এইরূপ একটু অত্যাচার না করিলে গত্যন্তর দেখিতে পাই না।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে আমাদের আবশ্যক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের আবশ্যক চলিত বাঙ্গালা শব্দ কোন গ্রন্থে পাওয়া কঠিন। কেন না, যত দূর জানা গিয়াছে, এরূপ চলিত শব্দ কেহই সংগ্রহ করেন নাই। দুই একটা শব্দ কথা

প্রসঙ্গে কিম্বা কোন বাঙ্গালা অভিধানে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা না জানিলে সেরূপ শব্দ থাকিলেও আমাদের পক্ষে নাই। অতএব চলিত শব্দ খুঁজিতে গেলে লোকের মুখেই শুনিতে হইবে। নগরবাসী লোকেরা সাধুভাষার অনেক শব্দ জানেন, কিন্তু জীবজন্তু ও গাছপালার নাম বা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম অল্পই জানেন। এ বিষয়ে পল্লীবাসীরা বিদ্বান্। উপস্থিত লেখক জন্মে পল্লীবাসী হইলেও, কার্য্যানুরোধে নগরবাসী। সুতরাং এরূপ চলিত শব্দ সংগ্রহে অসমর্থ। পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রামে বাস করেন, এবং নিরক্ষর কৃষককুলের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অনেকগুলি শব্দ বলিয়া দিতে পারেন; পরিষৎ কর্ত্তৃক এরূপ শব্দ সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। আমি মনে করি, ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রচলিত বস্তুবাচক শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে।

চলিত শব্দের পর, সংস্কৃত ভাণ্ডার মনে আসে। প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈদ্যকগ্রন্থে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। এ নিমিত্ত কবিরাজ মহাশয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করি। অধ্যবসায়ীকে যাহা বহু অনুসন্ধানে বহু পরিশ্রমে বাহির করিতে হইবে, ব্যবসায়ী কবিরাজ মহাশয়দিগের তাহা ওষ্ঠে বর্ত্তমান। তবে, তাঁহাদের দিগ্‌-দর্শনের নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলিতেছি।

বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত অনেক গাছপালার নামে সেই সকল গাছপালার এক একটা গুণ ও লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। শতদল, দ্বিপুট, সপ্তচ্ছদ প্রভৃতি নাম হইতে দল, পুট, ছদ শব্দ পাইতেছি। অন্যান্য গাছের নাম হইতেও এইরূপ শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুতের কলল, কলা, জাল, শিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দ কোথাও বা অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায়, কোথাও বা অর্থের কিঞ্চিৎ প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দুইরূপে সুশ্রুতের কোন কোন শব্দ ডাক্তার মহাশয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহারা যত্নশীল হইলে শব্দের অভাব থাকিত না। দুঃখের বিষয়, কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়েরা স্ব স্ব শাস্ত্রবিষয়ে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, তাহারই ফলে স্নায়ু শব্দ nerve অর্থে ব্যবহার হইতেছে। স্নায়ু অর্থে nerve বুঝায়, ইহা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। * দেখিতে পাই ligament অর্থে স্নায়ু (sinew) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ধনুর গুণ স্নায়ুতে নির্ম্মিত, ইহা মহাভারত হইতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা nervous energy এবং বাতবহা নাড়ী দ্বারা nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারা

* সুশ্রুতের শা: ৫ অধ্যায়ে স্নায়ুর বর্ণনা দেখুন।

ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। বোধ করি, nerve শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া nerve অর্থে স্নায়ু হইয়া থাকিবে। এইরূপ ধমনী, শিরা, ক্লোম শব্দ artery, vein, pancreas বুঝাইতে কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে কিনা, তাহা কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিচার করিতে অনুরোধ করি।

এখানে আর একটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি; cell অর্থে কোষ করা ঠিক; two-celled ovary, anther-cell, cell-cavity ইত্যাদি স্থলে cell=কোষ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু কুক্ষণে এই cell শব্দটি histological unit অর্থে ইংরাজিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইংরাজি ভাষা naked cell, cell-wall প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ রচনা করিয়া প্রথম ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার দেখাদেখি বাঙ্গালা ভাষাকেও কোষহীন কোষ, কোষপ্রাচীর কেন করিতে হইবে, তাহা বুঝি না। কোন কারণে যদি ইংরাজি শব্দ নির্ব্বাচন ঠিক না হইয়া থাকে, সুবিধা সত্ত্বে আমাদিগকেও কি সেই কারণে আবদ্ধ হইতে হইবে? এক হিসাবে, বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে সুবিধা আছে। ইংরাজিতে পারিভাষিক শব্দ গড়াপেটা মাজাঘষা হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে শব্দ বাছিয়া লইয়া তাহার অর্থানুসারে বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে পারি, এবং ইংরাজিতে যে গুলি ঠিক হয় নাই, কিম্বা যাহাদের অপেক্ষা আরও উপযুক্ত শব্দ বাঞ্ছনীয় মনে করি, সে গুলিকে অবিকল ভাষান্তরিত না করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ইংরাজিতে যেমনটি আছে, ঠিক তেমনই ভাবের বাঙ্গালা শব্দ করিতেই হইবে, এ নিয়ম ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, cordate ও reviform leaf ধরুন। যদুবাবু তাঁহার উদ্ভিদ্ বিচারে ঐ দুই শব্দে হৃৎপিণ্ডাকার ও বৃক্কাকার করিয়াছেন। ইংরাজি শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি ধরিয়া বাঙ্গালা করিয়া যদুবাবু ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলে ব্যুৎপত্তি না দেখাই ভাল। আবশ্যক গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অন্য সহজবোধ্য শব্দ নির্ব্বাচন করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পান আছে, বর্বটী কলাই আদৌ দুষ্প্রাপ্য নহে। মাংস-প্রিয়জাতির নিকট অন্তর হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক অপরিচিত নহে। কিন্তু শাকান্নভোজী বাঙ্গালীর ছেলে উহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পায়।

বাস্তবিক, cell (histological unit) অর্থে অন্য একটি শব্দ রাখিলে অনেক স্থলে কোষ শব্দটি ঠিক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরে anther-cell, cells of the ovary, উল্লেখ করিয়াছি। এ সকল স্থলে cell অর্থে কোষ বুঝি; কোষ অর্থে খড়্গাদির খাপ, পোকার গুটি, সিম্বুকটা, কাঁটালের কোষ, অণ্ডকোষ প্রভৃতির আবরণ কিম্বা আবরণ সহিত দ্রব্যবিশেষ বুঝি। Amœba is a cell, the cell has no wall—ইত্যাদি স্থলে cell কোষ বা আবরণ করিলে বিজ্ঞানসম্মতও হয় না, সামান্য অর্থসম্মতও হয় না। cell অর্থে কোষ না করিয়া কি করা যাইতে পারে, তাহা ভিন্ন কথা। কিছুই না

জুটে, সেল রাখুন। পূর্ব্বকালে cell এদেশে অজ্ঞাত ছিল, কাজেই তাহার প্রতিশব্দও নাই। যখন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতেই হইবে, তখন cellএর প্রধান গুণ বা ক্রিয়া ধরিয়া কোষ হইতে পৃথক্ করুন। কি জানি কেন, সংস্কৃত কল শব্দটির প্রতি আমার কিছু টান পড়িয়াছে। সেই কল হইতে কলন এবং বোধ করি, বাঙ্গালা কল (অঙ্কুর) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ, tissue অর্থে কেহ কেহ তন্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাই না; tissue—aggregates of cell, তন্ত—সূত্র। সূত্র বা তন্ত aggregate of cell বটে, কিন্তু সরল রকম tissue নহে। Tissue শব্দের একটা সামান্য অর্থ আছে,—a textile fabric। বোধ করি, তন্তুবায়েরা কাপড় বোনে বলিয়া tissue অর্থে তন্ত হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক, fibrous tissue অর্থে তন্তুময় বা তান্তবিক বা তন্ত, কিম্বা অংশুময় বা আঁশাল বা সূত্রময় তন্ত করিলে হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে।

কিন্তু এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। কোষ শব্দটা প্রায় চলিত হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, আমি নিজেই কোন কোন প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। এখন উহাকে পরিবর্ত্তন করা চলে কি? এই তর্কের অর্থ এই যে, একবার কি দুইবার কি দশবার কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন বিধেয় নহে। এই বিধিকে সামান্য বিধি বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কিম্বা ইংরাজি ভাষায় এই বিধি দেখিতে পাই না। যোগ্যের ভূয় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, জৈববিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গলায় চলিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি চলিত হয়, তবে এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা হইবে। দুই একখানা আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি ডাক্তারি বহিতে, আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি "নেটিভ ডাক্তারের" নিকট কোন কোন শব্দ চলিত বোধ হইলেও জনসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। এই তর্ক এখানে তুলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদুবাবুর অনেকগুলি শব্দই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পরে তাহা বলা যাইতেছে। এখন tissue শব্দের একটা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রস্তাব করিয়া অন্য বিষয়ে যাই। সুশ্রুতে সপ্তকলা আছে। কলা শব্দে, কোন বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ বুঝায়। সুশ্রুতের কলা শব্দ ঠিক tissue নহে। * কিন্তু মাংসধরা, মেদোধরা আছে। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, পুরাতন জ্ঞানের সহিত আধুনিক বিদেশীয় জ্ঞানের ঐক্য অল্প। কাজেই পুরাতন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা প্রসার না করিলে অল্প শব্দ আধুনিক অর্থে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, tissue অর্থে কলা করিলে মন্দ হয় না; cellular tissue—কলময় কলা, তত ভাল শুনায় না বটে, কিন্তু তত মন্দই বা কি? কিন্তু cell অর্থে কোষ এত চলিত হইয়াছে যে, তাহাকে অনেকেই পরিত্যাগ করিতে

---

* Tissue অর্থে বরং ধাতু রাখা চলিত। কিন্তু ধাতু=metal বহুপ্রচলিত। একটা শব্দ নানার্থে প্রয়োগ না করাই ভাল।

সম্মত হইবেন না। কাজেই উপরের তর্ক বৃথা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কোষ শব্দই গ্রহণ করিতে হইল।

প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি শব্দ যদি বা সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক কোন প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাই না। আয়ুর্ব্বেদে পাঁচ ছয় শত উদ্ভিদের নাম ব্যতীত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্যান্য বিষয়ের শব্দ পাওয়া যায় না। ভবিষ্য পুরাণে না কি একটি অধ্যায়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বর্ণিত আছে। * কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। সেইরূপ বায়ুপুরাণাদি কোন কোন পুরাণে কয়েকটি প্রাণীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণীর লক্ষণ ব্যতীত কেবল নাম দ্বারা প্রাণীর নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

এখন প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের অনুসন্ধান করা যাউক। প্রথমেই ডাক্তারি বহি মনে আসে। বাঙ্গালায় দুই একখানি Human Anatomy এবং Physiology আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা না বাঙ্গালা না ইংরাজি। এ কথা যে কেবল পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, এমন নয়। যেখানে বাঙ্গালা ভাষা দেখিতে পাইবার আশা করা যায়, সেখানেও ডাক্তার লেখকগণ বঙ্গভাষার প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন। †

---

* বিশ্বকোষের ভবিষ্যপুরাণ বর্ণনা।

† পাছে কেহ ইহাকে অতিশয়োক্তি মনে করেন, এই নিমিত্ত দুই একখানি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃত অংশ খুঁজিয়া বাহির করা হয় নাই; যাহা সম্মুখে পড়িল, তাহাই দেখান গেল।

"পাকাশয় রস নিঃসরণের স্নায়ু কৌশল innervation of the gastric juice—ভক্ষ্য দ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে গ্যাসট্রিক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, একটি পালকের দ্বারা কৌশলক্রমে যাহা বহির্গত করা যায় তাহা অতি অল্প, এই রস দিবারাত্রে ১০ হইতে ২০ পাইণ্ট পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।"

"যে সকল বিষয় বা ভাব আমাদের মনোমধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হয়, ঊর্দ্ধমস্তিষ্কদ্বারা আমরা তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি,-এবং ইহা দ্বারা সে সকল বিষয়ের অবস্থানুসারে আমরা তাহাদিগকে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া থাকি।"

অন্যত্র, "অঙ্গস্থ পদার্থ সমূহের এইরূপ পুনর্জ্জন্ম ও পুনঃ স্থাপনের তত্ত্ব মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য"। ইত্যাদি।

আর একখানি ডাক্তারি বহি দেখিতেছি। সংস্করণ—দ্বিতীয়। পলসেটিলা সম্বন্ধে লিখিতআছে, "স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরে এই ঔষধের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।" মস্তকের উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে আছে, মাথা নীচু করিলে মাথা ঘোরা, যেন মাতাল হইয়াছে। বসিলে প্রাতঃকালে উঠিলে মাথা ঘোরা। * * পেট পুরিয়া থাকিলে ও মেদযুক্ত খাদ্য জন্য মাথা ধরা। দপ দপ করা ও চাপ বোধ হয়।" ইত্যাদি। গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা মনে করিতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঔষধগুলির ইংরাজি নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সেগুলি পর পর সাজান হইয়াছে। এইরূপে 'হ্যানেমেলিস্" গ্রন্থের প্রায় মধ্যস্থলে বসিয়াছে।

আর একখানি গ্রন্থ দেখিতেছি। এখানি ডাক্তারি নয়, কিন্তু কোন ডাক্তারের লিখিত। জলের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে,

"অনঙ্গারক ও অঙ্গারক। য়্যামোনিয়া (Inorganic or Free and Organic or Albuminoid Ammonia)—জলে য়্যামোনিয়া ঘটিত লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা জীবজ পানার্থ দ্রব থাকিলে উহা পানের নিতান্ত অনুপযোগী হয়।"

যাহা হউক, এখন পারিভাষিক শব্দ আমাদের আলোচ্য। এই সকল ডাক্তারি পুস্তকে পারিভাষিক শব্দের অনেকগুলি কিম্ভূতকিমাকার। কোন কোন ইংরাজি শব্দের এমন ভাষান্তর করা হইয়াছে যে, অর্থগ্রহ করা দুষ্কর। যথা,

Physiology শারীর-বিধান-তত্ত্ব
element সূক্ষ্ম পদার্থ
bodies of simple composition কতকগুলি সামান্য পদার্থ
reproduction পুনর্জ্জন্ম
degeneration অপকৃষ্টতা
discoid (cell) গ্রহের মত
homogeneous স্বচ্ছ
tubules নলীর আকার পদার্থ
nucleus মূল
impressions চৈতন্য

অন্য একখানি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

structute নির্ম্মাণ
physical properties ভৌতিক গুণ
development উৎপাদন
circumduction, rotation সরকম্‌ড্‌ক্‌শন, রোটেশন্
small intestines ক্ষুদ্র তন্ত্র সকল, ইত্যাদি

এই পুস্তকে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা সাহায্য পাইবার আশা নাই।

প্রাণিবৃত্তান্ত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। এখানি ক্ষুদ্র; কেবল vertebrate জন্তুর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু যে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দুই একটা ব্যতীত তাহাদের সকলগুলিই ভাল বোধ হইল। অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত অথচ সুবোধ্য। মাষ্টার ন্যায় দুই একটা শব্দ মাত্র বাঙ্গালা। ইহাতে cartilageকে উপাস্থি বলা

"দ্রবীভূত নিরেট পদার্থ (dissolved soilds) জলমাত্রেই খনিজ ও অঙ্গারক নিরেট পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে নিরেট হইয়া রহে।"

এইরূপ, hardness of water—জলের কাঠিন্য, distillation—পরিস্রুতকরণ. water supply—জলের সরবরাহ, filtration ছাঁকন, water-vapour—জল-বাষ্প, resins—বৃক্ষ-নির্য্যাস, essential oils—গন্ধোৎপাদক তৈল, fermentation—উৎসেচন প্রক্রিয়া, organic acid—অঙ্গারক দ্রাবক, active principle of a plant—উদ্ভিদের সগুণ-সারাংশ, ইত্যাদি। এ সকল শব্দ যাহাই হউক, "য়্যামোনিয়া"র য়্যা টুকু বিসর্জ্জন করিলে ভাল হয়। তৎপরিবর্ত্তে 'আ' করিলে ক্ষতি কি?

হইয়াছে। সুশ্রুতে তরুণাস্থি আছে। বোধ করি, তরুণাস্থি পরিবর্ত্তে উপাস্থি করিলে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত অধিক মিলে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্‌বিচার আছে। কিছুকাল এই পুস্তক বঙ্গবিদ্যালয়ে পঠিত হইত যিনি এই পুস্তক দেখিবেন, তিনিই পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে যদুবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ পাইবেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কলিত শব্দ প্রায়ই বড় বড়, এবং সমাসজাত ও সন্ধিজাত; এজন্য সহজবোধ্য নহে। অধিকাংশ স্থলে ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত যোগ করা হইয়াছে; যথা, নিরাট কন্দ (rhizome), ঝালরিত বা জালবিশিষ্ট। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে; যথা, spike—মঞ্জরী, inflorescence—গুচ্ছ কোন কোন স্থলে এরূপ অর্থবিকার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থবিকার বাঞ্ছনীয় নহে। ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে গিয়া যদুবাবু ভাল পথ ধরেন নাই পূর্ব্বে reniform—বৃক্কাকার, cordate—হৃৎপিণ্ডাকার শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। এইরূপ, carpel—ফলাণু, stigma—চিহ্ন, cell—কোষ, tissue—তন্তু।

যদুবাবুর উদ্ভিদ্‌বিচার প্রথমবার প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে ওয়াট সাহেব "উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রথম সোপান" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বহিখানি ইংরাজিতে লিখিয়া হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে দেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের পূজ্যপাদ অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহার পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে সাহায্য করেন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, "উদ্ভিদ্‌বিচারে প্রযুক্ত সংজ্ঞাসকলের প্রতিশব্দের প্রায় সম্যগভাববশতঃ অনুবাদকার্য্য অতি কঠিন হইয়াছে। * * * ইংরাজি পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির প্রতিশব্দ যে স্থলে প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে ইংরাজি শব্দও দেওয়া হইয়াছে।" যাহা হউক, দেখা যায়, যদুবাবুর ও ওয়াটসাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল এক নহে। কি কারণে যদুবাবুর সঙ্কলিত সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত নাই। যে কারণেই হউক, ওয়াটসাহেবের গ্রন্থের অনেক পারিভাষিক শব্দ যদুবাবুর সঙ্কলিত শব্দ অপেক্ষা সহজবোধ্য হইয়াছে। কতকগুলি তেমন ভাল বোধ হইল না। উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ প্রদর্শিত হইল।

reproduction পুনরুৎপাদন	node পর্ব্বসন্ধি (?)
cell বুদ্বুদ	internode পর্ব্ব (?)
tissue গ্রন্থন	rhizome মূলাকার কাণ্ড
plumule প্লুমিউল	corm দৃঢ় কন্দ

stipule পত্রশল্ক	corolla অন্তরাবরণ
calyx বহিরাবরণ	petal পুষ্পদল বা পাবড়ি
sepal বহিশ্ছেদ	carpel কিঞ্জল্ক ?)

প্লুমিউলের ন্যায় অনেক ইংরাজি শব্দ যথেচ্ছক্রমে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচিত হইলেও ইংরাজি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

"বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জবিদ্যা"-নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন ইংরাজি পুস্তক হইতে ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুবাদ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি "পণ্ডিত" হইলেও দীর্ঘ দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। বরং চলিত বাঙ্গালার দিকেই ইঁহার বেশী টান দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, প্রশ্নসহিত ১০০ পৃষ্ঠা মাত্র। তদ্ভিন্ন, বর্ণিত বিষয়ও অল্প। এই পুস্তক হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

herbarium পুষ্পাধার পুস্তক	fusiform root ঢেকুয়াবৎ মূল
conservatory হবিৎ গৃহ	oblong (leaf) বাদামিয়া
woody কাষ্ঠময়	food পথ্য
herbaceous তৃণময়	corolla পাকড়ী
annual হায়নী	light দীপ্তি, প্রকাশ
bud কলিকা	

বোধ করি, জীববিদ্যাবিষয়ক সকল পুস্তকের সংখ্যা পাওয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি দ্বারা আবশ্যক সকল শব্দ নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্যও অল্প। বালকপাঠ্য প্রথম পুস্তকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক হইতে পারে, কেবল সেই শব্দগুলি নির্ব্বাচিত হইল। জীববিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি সামান্য বিষয় লইয়া মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিত হইতে দেখি। এই সকল প্রবন্ধদ্বারা পারিভাষিক শব্দ বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। এস্থলে এরূপ কতকগুলি শব্দ পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে যেমন লেখকগণের সাহায্য হইবে, তেমনই শব্দগুলির স্থায়িত্ব ঘটিবে। এ নিমিত্ত প্রথমে এরূপ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। কোন কোন শব্দ কেন নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বিশেষতঃ, চলিত অর্থাৎ কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু পূর্ব্বের মত সকল শব্দ বিচার করিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না, এবং বোধ করি, পত্রিকাসম্পাদকও স্থান দিতে চাহিবেন না। এই হেতু, পাঠকবর্গের হস্তে সংজ্ঞাগুলির ভাগ্য ন্যস্ত করিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিতেছি। এই যে সহস্রাধিক শব্দ সঙ্কলিত হইল, তাহাদের যে সকলগুলিই সকলের মনোমত হইবে, এমন আশা নাই। কোন কোন শব্দের পরিবর্ত্তে উত্তম শব্দ

পাইলে আমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। পরিশেষে বক্তব্য যে, যে যে ডাক্তার মহাশয়ের গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে. আশা করি, তাহাতে তাঁহারা লেখকের দ্বেষভাব অনুমান করিবেন না। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

BIOLOGY জীব বিদ্যা

Zoology প্রাণিবিদ্যা	class শ্রেণী
Botany উদ্ভিদ্‌বিদ্যা	group দল
natural history প্রাণি-বৃত্তান্ত	division ভাগ
,, of plants উদ্ভিদ্ বৃত্তান্ত	family বংশ
terminology পারিভাষিক সংজ্ঞা	series পংক্তি
nomenclature নামকরণ	order বর্গ
,, binomial দ্বিনাম সংজ্ঞা	sub-order অন্তবর্গ
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ	natural order সহজবর্গ
organism অঙ্গী	artificial order কৃত্রিম-র্গ
organised দেহবদ্ধ	tribe গোষ্ঠী
unorganised অদেহবদ্ধ	genus গণ
organic (compound) জৈব	species জাতি
inorganic অজৈব	variety ভেদ, প্রকার
organic being জীব	race বর্ণ
organisation সাঙ্গীভবন	cohort কুল
mineral পার্থিব, খনিজ	type আদর্শ
mineral (in minerology) মণি	anatomy শারীর সংস্থান
morphology অঙ্গ সংস্থান	dissection ছেদন
members দেহ-দেশ	dissecting instrument শস্ত্র
classification শ্রেণীবিভাগ	forceps সন্দংশ যন্ত্র
kingdom রাজ্য	tissue কলা
phylum দেশ	cell কোষ

* এখানে আর একটি কথা মনে পড়িল। নব্য-জাপান পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অনুশীলন করিতেছেন, অথচ পাশ্চাত্য ভাষারূপ বিষম জঞ্জাল ভোগ করেন না। সেখানে পারিভাষিক সংজ্ঞাসমস্যা কিরূপে পূরণ করা হইয়াছে, তাহা কোন কৃতবিদ্য জাপানপ্রত্যাগত বাঙ্গালী আমাদিগকে সুবিস্তারে জানাইলে আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা লঘু হইতে পারে।

histology কলাসংস্থান
microscope অণুবীক্ষণ যন্ত্র
magnifying glass বিপুলদর্শক
pocket lens দৃষ্টিকাচ
section ছেদ, ছেদন
,, transverse তির্যাক্, অনুপ্রস্থ
,, longitudinal ঊর্দ্ধাধঃ অনুলম্ব
,, tangential পার্শ্বিক
protoplasm জৈবনিক
viscid সান্দ্র
liquid দ্রব
fluid তরল
nucleus নাভি
nucleolus নাভিক
vacuole বিলক
contractile সঙ্কুচিষ্ণু
contractility সঙ্কুচিষ্ণুতা
stimulus উত্তেজনা
response উত্তর
irritability উত্তেজিতত্ব
structure রচনা
structureless হীনরচন
differentiation বিষমীভবন, স্বগতভেদ
homogeneous সমজাত
homogeneity সমজাততা, সামজাত্য
heterogeneous বিষমজাত
proteid প্রতিদ
carbohydrate কার্বহাইড্রেট
fat, oil বসা তৈল
salt লবণ
symmetry সমমাত্রা, সৌষ্ঠব
symmetrical সমমাত্রিক, সুষ্ঠু

bilateral দ্বিপার্শ্বিক
median মাধ্যিক
physiology জীবনবিদ্যা, প্রাণতত্ত্ব
vegetative দৈহিক
reproductive ঔৎপত্তিক
nutrition পোষণ
growth বৃদ্ধি
metabolism পরিণাম
anabolism অনুলোম পরিণাম
katabolism প্রতিলোম পরিণাম
metabolic পরিণামী
respiration শ্বাসকর্ম্ম
inspiration অন্তঃশ্বসন
expiration বহিঃশ্বসন
digestion পরিপাক
digested জীর্ণ
ingestion আহরণ
ingesta আহৃত দ্রব্য
egesta নির্হৃত দ্রব্য
assimilation সমীকরণ, দেহসাৎকরণ
absorption শোষণ
secretion নিঃসারণ, রস
excretion মলত্যাগ, মল
energy শক্তি
kinetic energy ব্যক্তশক্তি, চরশক্তি
potential epergy অব্যক্তশক্তি, স্থিরশক্তি
oxidation দহন
waste ক্ষয়
repair পূরণ
decomposition বিয়োজন
putrefaction পূতি
putrefactive পূতিকারক

ferment কিণ্ব
enzyme ক্লিন্ন (?)
fermentation সন্ধান
fermented সন্ধিত
automatism স্বতঃপ্রবৃত্তি
environment পারিপার্শ্বিক
adaptation সংবিধান
homology সংস্থানসাম্য
analogy বৃত্তিসাম্য
homologous সমসংস্থান
analogous সমবৃত্তি
mode of life জীবনক্রম
parasitism পরজীবিত্ব
saprophytism মৃতজীবিত্ব
symbiosis অন্যোন্যজীবিত্ব
holophytic উদ্ভিদ্‌বৎ
holozoic প্রাণিবৎ
perspiration, transpiration } প্রস্বেদ
chemiotaxis রসরুচি
atrophy ক্ষীণতা (?)
vestige চিহ্ন
biogenesis জীবোৎপত্তি
abiogenesis অজীবোৎপত্তি
reproduction উৎপত্তি
asexual or agamogenetic অনুদ্বাহিক
sexual or gamogenetic উদ্বাহিক
vegetative দৈহিক
gametes জম্পতী
male পুং
famale স্ত্রী
zygot কলল

spermatozoon শুক্রাণু
ovum ডিম্বাণু
spore রেণু
spermary শুক্রাধাশয়
ovary ডিম্বাশয়
gemmation কুট্মলোদ্‌গম
conjugation সংগম
fertilisation গর্ভাধান
impregnation নিষেক
cross-fertilisation পরনিষেক
self-fertilisation স্বনিষেক
parthenogenesis কানীনতা
polyandry বহুভর্তৃত্ব
polygamy বহুভার্য্যাত্ব
diœcious একলিঙ্গভাক্
monoœcious দ্বিলিঙ্গভাক্
hermaphrodite (bisexual) দ্বিলিঙ্গ
neuter ক্লীব
sterile বন্ধ্য
hybrid সঙ্কর
hybridisation সঙ্করোৎপত্তি
variation প্রকরণ
heredity কুলসংক্রমণ
alternation of generations পুরুষপর্য্যায়
polymorphism বহুরূপত্ব
homomorphism একরূপত্ব
dimorphism দ্বিরূপত্ব
theory আগম, মত, বাদ
practice প্রয়োগ, যুক্তি
embryo ভ্রূণ
embryology ভ্রূণবিদ্যা
development পূর্ণতা, ব্যক্ততা

cell aggregate কোষসমষ্টি
colony সংঘ
division বিদরণ
fusion সম্মিলন
formation নির্ম্মাণ
multiplication বৃদ্ধি
membrane কোষাবরণ
distribution নিবসন
habitat নিবাস
palœontology প্রত্নজীববিদ্যা
palæophytology প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যা
palœozoology প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা
fossiles জীব শেষ
rocks প্রস্তর
archean আদিম
primary, secondary, tertiary, quaternary, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি
fauna প্রাণিনামমালা, প্রাণিতা
flora উদ্ভিদ্‌নামমালী, উদ্‌ভিত্তা
theory of evolution ক্রমবিকাশমত, অভিব্যক্তিবাদ
solid কঠিন
smooth শ্লক্ষ্ণ, মসৃণ
coarse খর
bright স্নিগ্ধ
dull রুক্ষ
soft মৃদু
hard কঠোর
stationary স্থির
moving সর, চল
slimy পিচ্ছিল
frothy ফেনিল
relaxed শিথিল
constricted সংরুদ্ধ
independent স্বতন্ত্র
dependent পরতন্ত্র
colour বর্ণ, রঙ
pigment রঞ্জক
hollow সুষির, শূন্যগর্ভ
solid সারগর্ভ
symbol দ্যোতক, প্রতিরূপ
synopsis সারসংগ্রহ
system পদ্ধতি
systematized পদ্ধতিবদ্ধ
vertical লম্বরূপ, ঊর্দ্ধাধর
tissue কলা
epithelium অন্তস্ত্বক্
epidermis অধিত্বক্
integument ত্বক্
cuticle কৃত্তিক
dermis অধস্ত্বক্
exoskeleton বহিঃকঙ্কাল
endoskeleton অন্তঃকঙ্কাল, পঞ্জর
bone tissue অস্থিকলা
bone অস্থি
medulla মজ্জা
cartilage তরুণাস্থি, উপাস্থি
connective tissue যোজন কলা
tendon স্নায়ুরজ্জু
muscle পেশী
striated সরেখ
nonstriated অরেখ
fatty tissue মেদ কলা

nerve বাতনাড়ী
nerve cell বাতকোষ
nerve fibre বাতসূত্র
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ
function বৃত্তি, কর্ম্ম
gland গণ্ড (?)
plexus গ্রন্থি
blood corpuscle রক্ত কণিকা
red blood corpuscle লোহিত কণিকা
hæmoglobin হিমোগ্লোবিন
tencocyte শ্বেত কণিকা
yolk কুসুম, অণ্ডপীত
white of egg অণ্ডলাল
albumen অণ্ডিন
system মণ্ডল
integumentary ত্বক্‌মণ্ডল
alimentary অন্ননালী মণ্ডল
mouth cavity মুখবিবর
pharynx শৃঙ্গাটক
skeletal system কঙ্কাল মণ্ডল
gullet অন্ননালী
gizzard আমাশয়
crop চারা ঘর
viscera কোষ্ঠ
stomach আমাশয়, অন্নস্থালী
intestine অন্ত্র
„ small তনু-অন্ত্র
„ large পৃথু-অন্ত্র
saliva লালা
salivary gland লালাগণ্ড
liver যকৃৎ
bile পিত্ত

secretion নিঃসরণ, স্রাব
(bile) duct (পিত্ত) বহ
pancreas ক্লোম (?)
pancreatic juice ক্লোম রস
lacteal রসনলী
thoracic duct রসবহ নাড়ী
lymph লসীকা
blood vessel রক্তনাড়ী
vein শিরা (?)
artery ধমনী (?) বোহিণী
capillary কৈশিকনলী, কৈশি
lymphatic লসীকাবহ
gills ফুল্‌কো
lung ফুস্‌ফুস্‌
trachea কণ্ঠনালী
heart হৃৎপিণ্ড, হৃদয়
auricle কোষ্ঠ
ventricle উদর
valve কবাট
circulation of blood রক্তচলন
urine মূত্র
urea মূত্রীয়, উরিয়া
uric acid মূত্রিকাম্ল, উরিকাম্ল
kidney মূত্রযন্ত্র, বৃক্ক
bladder মূত্রাশয়
ureter মূত্রবহ
nervous system বাতমণ্ডল
ganglion বাতগণ্ড
brain মস্তিষ্ক
convolutions আবর্ত্ত
spinal chord বাতরজ্জু, সুষুম্না (•?)
sympathetic ইড়া (?)

cerebrum মস্তিষ্ক
cerebellum অনুমস্তিষ্ক
optical চাক্ষুষ
auditory শ্রাবণ, শ্রৌত
olfactory ঘ্রাণ
gustatory রাসন
sensation চেতনা
sense organ ইন্দ্রিয়
eye-ball অক্ষিগোল
cornea স্বচ্ছপটল
iris ছাদক
sclerotica শ্বেত পটল
lens অচ্ছক, অক্ষিকাচ
choroid কৃষ্ণপটল
retina অক্ষিপট, আলোচক
aqueous humour জলীয় রস
vitreous ,, কাচপ্রভ রস
pupil (অক্ষি-) তারা, কনীনিকা
peripheral প্রান্তস্থ
central মধ্যস্থ
afferent মধ্যগ
efferent প্রান্তগ
refraction of light আলোক-বিবর্ত্তন
refractive medium আলোক-বিবর্ত্তক
curvature বক্রতা
radius of ,, বক্রতাব্যাসার্দ্ধ
ear কর্ণ
outer বহিঃকর্ণ, কর্ণপত্র
middle মধ্যকর্ণ
inner অন্তঃকর্ণ
eustachian tube য়ুষ্টেসন নালী
tympanic membrane কর্ণপটহ
auditory ossicle শ্রাবণ অস্থিক
extenal auditory pasage কর্ণকূপ
labyrinth গহন
cochlea কম্বু, কর্ণকম্বু
larynx স্বরযন্ত্র
vocal chords স্ববতন্ত্রী
skull করোটী, কর্পর
spinal column পৃষ্ঠবংশ
vertebra কশেরুকা
cervical গ্রৈব
thoracic উরস্, ঔরস
sternal বুক্ক, বৌক্ক
lumbar কটি, কাট্য
caudal পৌচ্ছ
jawbone চোয়ালের হাড়
upper jawbone হনুস্থি
lower jawbone চিবুকাস্থি
clavicle কণ্ঠাস্থি
pelvis বস্তি
sacrum ত্রিক
coccyx চঞ্চুস্থি
rib পর্ব্বুকা, পাঁজরা
joint সন্ধি
ligament বন্ধনী
sternum বুক্কাস্থি
humerus প্রগণ্ডাস্থি
thigh উরু
leg (shank) জঙ্ঘা
calf of leg পিণ্ডিকা
foot পদ
femur উরু-অস্থি
knee-cap জানু-ফলক

tibia অনুজঙ্ঘাস্থি
fibula অগ্রজঙ্ঘাস্থি
radius অনুপ্রকোষ্ঠাস্থি
ulna প্রকোষ্ঠাস্থি
digit অঙ্গুলি
finger করাঙ্গুলি
toe পাদাঙ্গুলি
carpus মণিবন্ধাস্থি
metacarpus করভাস্থি
phalanges অঙ্গুল্যস্থি
tarsus গুল্ফাস্থি
metatarsus প্রপাদাস্থি
heel গুল্ফ
perissodactyle ওজাঙ্গুল
artiodactyle যুগ্মাঙ্গুল
nail নখ
hoof খুর
dentine রদিন
enamel রুচক
cement সংঘাত
crown of tooth শিরঃ
neck ,, কন্ধি
root ,, মূল
pulp cavity মজ্জাকোটর
milk tooth দুধে দাঁত
dentition দন্তপাটী
incisor কর্ত্তনদন্ত
canine শ্বদন্ত, শৌবন দন্ত
premolar উপচর্ব্বণ দন্ত
molar চর্ব্বণদন্ত
bicuspid দ্বিপিণ্ডী
carnassial মাংসকৃৎদন্ত
dental formula দন্তন্যাস
baben plates (of whale) তালুপট্ট
folds of enamel রুচকচ্ছদ
palate তালু
soft palate কোমল তালু
gum মাড়ী, দন্তমাংস
rumen or paunch থেসো, প্রথম কোষ্ঠ
reticulum মৌচাক, দ্বিতীয় কোষ্ঠ
psalterium তালপেতো, তৃতীয় কোষ্ঠ
abomassum or rennet stomach আমাশয়, চতুর্থ কোষ্ঠ
membrane ঝিল্লি
mucous membrane শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি
hair কেশ
follicle কেশগর্ভ
cilia রোম
medusa রাবণছাতা
spicule সূচী
chitin কঞ্চুকিন
bristle শূক
horny substance শৃঙ্গীয় পদার্থ, শৃঙ্গিন
calcareous চুণে, চূর্ণকময়
tapeworm ফিতাকৃমি
host পালক
final host অন্ত্যপালক
intermediate host মধ্যপালক
parasite পরজীবী
parasitic পরজীবিক
external parasitism বাহ্যপরজীবিত্ব
internal ,, অন্তঃপরজীবিত্ব
metamorphosis রূপান্তর
bladder (bladdershaped part of

the body) তুণ্ড
hook বড়শি
sucker শোষক
segment পণ্ড
annular চক্রাকার
cyst থলী, স্ফীত
adult বয়স্ক
shell খোলা
valve of shell কপাট
ventral " উদরের
dorsal " পৃষ্ঠের
láteral " পার্শ্বের
hinge কবজা, সন্ধি
hinge teeth সসন্ধি দন্ত
mantle বেষ্টন
mantle lobes বেষ্টনকর্ণ
body wall দেহপ্রাকার
star fish তারা মৎস্য
ray ভুজ
five-rayed পঞ্চ ভুজ
anal aperture গুহ্য
buccal aperture মুখছিদ্র
arm (of star fish) ভুজ
internal cavity বিবর
sea urchin সিন্ধুকণ্টকী
spines কাঁটা
tentacles ভুজ
pupa কোষস্থ
chrysalis কোষস্থ
nymph ব্যঙ্গ
imago অব্যঙ্গ
thoracic legs বুকের পা
abdominal egs পেটের পা
cocoon গুটী, কোষ
bee মৌমাছি, মধুমক্ষিকা
wasp ভীমরুল, বলটা
neuter ক্লীব, বন্ধ্য
worker শ্রমিক
soldier সৈনিক
carapace ঢাল
tubular নলাকার
cylindrical শলাকার
annular চক্রাকার
flatenned চিপিট
web of spider মাকড়সার জাল
spinneret (তন্তুবপক)
duct নলী
spinning gland সূতাকাটা থলী
spider's thread মাকড়সার সূতা
symmetry সৌষ্ঠব
symmetrical সুষ্ঠু
bilateral symmetry দ্বিপার্শ্বিক সৌষ্ঠব
ray-fish চাঁদা-মাছ
crab কাঁকড়া
shrimp চিংড়ি, ইঞ্চাক
centipede শতপদী
millipede সহস্রপদী
insect পতঙ্গ
scorpion বিছা
itch mite খোসের পোকা, কচ্ছুকীট
cephalo–thorax শিরোবুক
shield-plate ঢাল
appendage উপাঙ্গ
articulated জোড়া, যুক্ত

cockroach আরসলা
mantis গঙ্গা ফড়িঙ্গ
cicada উইচিমড়ে
locust পঙ্গ
grass hopper উইচিমড়ে, উচ্চিটিঙ্গ
cricket ঝিঁঝিঁ পোকা
dragon fly ফড়িঙ্গ
leaf-louse পাতার পোকা, পত্রকীট
flea ভাঁস
gnat মশা
fly মাছি
butterfly, moth } প্রজাপতি
wings পাখা, পত্র, ডানা
wing cases পাখার ঢাকনি
membranous ঝিল্লিবৎ
facetted eyes বহুপার্শ্ব চক্ষু
simple eyes সামান্য চক্ষু
antenna শুঙ্গ, বেফ
tapering শুণ্ডাকার
moniliform মালাকার
club-shaped গদাকার
pectinate চিরুণীর মত, কাঙ্কত
plume পালক
mandible দংশনোষ্ঠ
palp স্পার্শন
maxilla চর্ব্বনোষ্ঠ
labrum ওষ্ঠ
tarsus গোড়ালি
swimming paddles সাঁতরাইবার পা
walking legs চলিবার পা
preh ensile ধারণক্ষম

burrowing খননশীল
nerves of wings পাখার শিরা
balancers (halters of diptera) অরিত্র
wingless পক্ষহীন
proboscis (of butterfly) শুঁড়
metamorphosis রূপান্তর
complete পূর্ণ
incomplete আংশিক
jointed legs জোড়া পা, সপর্ব পদ
unjointed legs অজোড়া পা, অপর্ব পদ
grub পোকা
maggot পোকা
larva পোকা, বর্ব্বর
caterpillar পোকা, কপনা
terrestrial ভূচর
aquatic জলচর
marine সমুদ্রচর
freshwater animal নদীচর
lacustrine হ্রদচর
bivalved দুপোল, দ্বিকপাট
mussel ঝিনুক
oyster ঝিনুক, শুক্তি
univalved এক কপাট
univalved shell fish এক কপাট ঝিনুক
cuttle fish সমুদ্রজিভ (জিহ্বা)
pearl মুক্তা
pearl-mussel মুক্তাশুক্তি
spiral কুণ্ডল, কুরল
helix ব্যাবর্ত্ত
rudimentary প্রাথমিক, অপূর্ণ, আদা
external shell বহিঃকবচ
interhal shell অন্তঃকবচ

shark হাঙ্গর
frog বেঙ, ভেক
newt গোসাপ
salamander গিরগিটি
lizard টিক্‌টিকি, কৃকলাস
crocodile কুমীর
tortoise কচ্ছপ
turtle
gill flaps কান্‌কো
scales আঁশ, শল্ক
tadpoles বেঙাচি
fins পাখনা
,, pectoral কাঁধের
„ abdominal পেটের
,, caudal ফিঁচে, লেজা
„ dorsal পিঠের
chamæleon বহুরূপী
tree-snakes গেছো সাপ
fresh-water snakes জলো সাপ
sea-snakes সমুদ্র সাপ
grass-snakes ঘেসো সাপ
venomous সবিষ
harmless নির্বিষ
poison gland বিষস্থলী
viviparous জরায়ুজ
oviparous অণ্ডজ
hibernation হিমশয়ন
webbed feet যুক্তপদ
web-footed জালপাদ
horny scales শৃঙ্গীয় শল্ক
bony scales অস্থীয় শল্ক
feathers পালক

quills (of feathers) কলম
vane (,,) পুঙ্খ
umbilical aperture (of feathers) নাড়ী ছিদ্র
feather papilla পালকের গর্ভ
after shaft পরপালক
shaft যষ্টি
barb পক্ষ্মন্
barbules পক্ষ্মক
rachis ঈষা
contour-feathers পালক
down feather রোঁয়া, তূল
ostrich উটপাখী
pheasant
turkey পেরু
crane সারস
parrot
cockatoo কাকাতুয়া
parrakeet টিয়ে, তোতা
sparrow চড়ুই
crow কাক
raven
a tuft of feathers পালকগুচ্ছ
snout তুণ্ড
whales তিমি
porpoise শিশুক
dolphin
oxen (as a class) মেষ, গরু, গো
sheep ,,
antelope কৃষ্ণসার
giraffe জিরাফ
deer হরিণ

hippopotamus নদীঘোটক
seal সীল
walrus সিন্ধুঘোটক
civet cat গন্ধগোকুলা
hyæna হোঁদড়
weasel বিজেল
otter উদবিড়াল
rats ইন্দুর
mice নেংটে ইন্দুর
hares খরগোস
rabbits
squirrels কাঠবিড়াল
porcupines সজারু
spines শল
moles মোল
shrews ছুঁচা
hedge-hog কাঁটাচুয়া
frutivorous (bat) ফলভুক্
insectivorous কীটভুক্
flat nails নখ, খনিত্র (?)
claws নখ
teat স্তন
domesticated গ্রাম্য, গৃহপালিত
wild বন্য
exotic বিদেশী
indigenous স্বদেশী
gregarious বহুচর
not gregarious একচর
classification শ্রেণীবিভাগ
invertebrata অপৃষ্ঠবংশী, অপঞ্জরী
protozoa আদ্য প্রাণী
rhizopoda ভুজপদী
foraminifera রন্ধ্রী
heliozoa দৃঢ়ভুজী
radiolaria অংশুভুজী
infusoria কাথজনি
flagellata প্রতোদী
ciliata রোমী
cœlenterata সুষিরান্ত্রী
porifera কূপী
spongia স্পঞ্জাদি
cnidaria কণ্ডুয়নী
actinozoa তারাভুজী
hydrozoa রাবণছত্রাদি
ctenophora কঙ্কতী
echinodermata কণ্টকচর্মী
vermes কৃমি
platyhelminthes চিপিট কৃমি
nemathelminthes বর্ত্তুল্ কৃমি
annelida চক্রিতকৃমি
rotifera চক্রধারী
arthropoda পর্ব্বপদী
crustacea খোলকী
phyllopoda পত্রপদী
arachnida ঊর্ণনাভশ্রেণী
arachnida ঊর্ণনাভাদি
scorpionidea বৃশ্চিকাদি
myriopoda সহস্রপদী
henapoda
insecta পতঙ্গ বা ষটপদী
thynasura বলগা পিচ্ছী
orthoptera অসমপত্রী
neuroptera শিরাল পত্রী
rynchota

hemiptera শোষণশুণ্ডী বা অর্দ্ধপত্রী
diptera দ্বিপত্রী
lepidoptera সরেণুপত্রী
coleoptera দৃঢ়পত্রী
hymenoptera সূক্ষ্মপত্রী
aptera অপত্রী
mollusca কম্বোজ
cephalapods মুণ্ডপদী
molluscoidea কম্বোজবদাদি
tuniata কঞ্চুকী
vertebrata পৃষ্ঠবংশী, পঞ্জরী
pisces মৎস্য
leptocardii
acrania অকরোটী
cyclostomi সর্পাকৃতি
selachi নাসানিম্নমুখী
ganoidii রুচকশল্কী
teleostei সাস্থিকী
dipnoi দ্বিশ্বাসী
amphibia উভচর
apoda অপদী
caudata পুচ্ছী
batrachia
anura অপুচ্ছী
reptilia সরীসৃপ
lepidosauria অপদী
ophidia সর্পবর্গ
sauri
lacertilia জ্যেষ্ঠাদিবর্গ
hydrosauria জলগোধিকা
crocodilia কুম্ভীরাদিবর্গ
chelonia কূর্ম্ম
aves পক্ষী
carinatæ উড্ডয়নশীল
natatores প্লববর্গ
grallatores কর্দ্দমচারী
columbinæ পারাবতাদি
scansores বৃক্ষারোহী
passeres শাখাশ্রয়ী
raptorls শিকারী
ratitæ অনুড্ডয়নশীল
cursores ধাবনশীল
mammalia স্তন্যপায়ী
aplacentalia
monotremata একগুহ্য
marsupialia দ্বিজরায়ুক
placentalia
adeciduata
edentata অদন্তী
cetacea তিমাদি
perissodactyla অজ্ঞখুরী
ungulata খুরী
artiodactyla সমখুরী
pachidermata স্থূলচর্ম্মী
ruminantea রোমন্থী
deciduata
proboscidea শুণ্ডী
rodentia কৃৎদন্তী
insectivora কীটভোজী
pinnipedia পত্রপদী
carnivora মাংসাশী
chiroptera করপত্রী
prosimiæ
primates পরমপ্রাণী

Botany উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
organs অঙ্গ
root শিকড়, মূল
axis মেরুদণ্ড, অক্ষ
primary (root) মুখ্য
secondary গৌণ
tap (root) শুণ্ডাকার
true প্রকৃত, অন্তঃ
adventitious আগন্তুক, বাহ্য
root-cap মূলত্রাণ
root hairs মূলরোম
apex (of the root) অন্তিম
cylindrical সমবর্ত্তুল
conical মোচাকার
turnip shaped বর্ত্তুলাকার
fibrous জটাকার
tuberous আলুবৎ
branched শাখান্বিত
underground ভৌম, ভূনিম্নগত
aerial বায়ুস্থিত
„ roots ঝুরি, অববোহ
aquatic জলজ
climbing আরোহী
suction root শোষক মূল
haustoria পরভৃত মূল
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
embryo ভ্রূণ
radicle ভ্রূণমূল
plumule ভ্রূণকলি
cotyledon ভ্রূণপত্র
stem ডাঁটা, কাণ্ড, স্কন্ধ, গণ্ডি
shoot গজা, ডগা, পল্লব
node পর্ব্ব (অর্থ সন্ধি)
internode অন্তঃপর্ব্ব
terete শলাকার
four-sided চতুষ্কোণ
winged সপক্ষ
two-edged দ্বিধার
growing point বৃদ্ধিস্থল
bud কলি, কলিকা
dormant সুপ্ত
terminal অগ্রস্থ
lateral পার্শ্বস্থ
axillary কক্ষস্থ
bulbil আণ্ডিকা
climbing আরোহী
twining বেষ্টিকা
tendrils আঁকড়ি, আকর্ষণী
erect উন্নত
rooting পর্ব্বমূলী
creeping বিসর্পী
creeper লতা
prostrate ভূমিষ্ঠ
procumbent লম্বমান
dextrose দক্ষিণাবর্ত্ত
sinistrose বামাবর্ত্ত
furrowed নালীযুক্ত
herbaceous কোমল
woody দারুময়
herb শাক
undershrub ঝোপ, ক্ষুপ
shrub গুল্ম
tree তরু, দ্রুম
branch শাখা

twig ডগা, পল্লব
hairy সরোম
pubescent মৃদুরোম
hirsute খররোম
woolly ঊর্ণারোম
tomentose ঘনরোম
hispid কণ্টরোম
setaceous শূকরোম
scantily hairy বিরলরোম
prickle কণ্টক
thorn শল্য
prickly কণ্টকময়
thorny শল্যময়
tuber আলু
rhizome কন্দ
bulb কোলকাণ্ড, পুটকাণ্ড
corm গেণ্ডু, বজ্রকন্দ
runners কন্দশাখা
scales খোসা, শল্ক
globular, spherical } গোলাকার
egg shaped অণ্ডাকার
eye of tuber আলুর চোখ
leaf পাতা, পত্র
leaflet পর্ণ
leaf-bud পত্রকলিকা
,, scale পত্রশল্ক
,, sheath পত্রবাসন
petiole বোঁটা, বোণ্ট, বৃন্ত
petiolule বৃন্তক
petioled সবৃন্ত
sessile অবৃন্ত

alternate একোত্তর
opposite অভিমুখী
decussate চতুষ্কোণী
whorled বলয়িত
channelled সনালী
semi-terete অর্দ্ধ বর্ত্তুল
decurrent অধোধাবক
winged সপক্ষ
stipule উপপত্র
phyllotaxis পত্র বিন্যাস
midrib মধ্য শিরা
nerves শিরা
veined শিরাল
palmi-nerved কর-শিরাল
net-veined জাল-শিরাল
parallel-veined সমান্তর-শিরাল
blade পত্রাংশ, ফলক
simple একপর্ণী
compound বহুপর্ণী
decompound অতিবহুপর্ণ
pinnate পক্ষাকার
pinnæ পক্ষ
pinnule পক্ষক
of the 1st, 2nd, 3rd order একশ-দ্বিশ- ত্রিশ-ক্রমিক
digitate করাঙ্গুলাকার
palmifid করছিন্ন
palmipartite করবিচ্ছিন্ন
palmisect করাতিচ্ছিন্ন
spinous কণ্টী
serrate করপত্রদন্তী
dentate দন্তী

crenate তোরণী
laciniate অঞ্চলিত
entire সম, অখণ্ডিত
margin ধার
surface পৃষ্ঠ
base মূল
apex অগ্র
lobe কর্ণ
cuneate কীলাকার
rounded বৃত্তাকার
cordate তাম্বূলাকার
sagittate বাণাকার
hastate ত্রিশূলাকার
pedate হংসপদাকার
reniform বর্ব্বটাকার
orbicular বিম্বাকার
acute সূক্ষ্ম (অগ্র)
acuminate সশিখ
obtuse কুণ্ঠ
retuse নত
emarginate পরিনিম্ন
obcordate প্রতিতাম্বূলাকার
peltate ছত্রবদ্ধ
symmetrical সমমাত্রিক
asymmetrical অসমমাত্রিক
geminate যুগ্ম
membranous ঝিল্লিবৎ
fleshy মাংসল
coriaceous চর্ম্মবৎ
papery কাগজবৎ
needle-shaped সূচ্যাকার
flower ফুল, পুষ্প
calyx বহির্বাস, কুণ্ড
corolla অন্তর্বাস, কিরিট
stamen পুমঙ্গ
staminodium উপপুমঙ্গ
pistil স্ত্র্যঙ্গ
sporophyl রেণুপত্র
bisexual দ্বিলিঙ্গ
unisexnal একলিঙ্গ
moncecious দ্বিলিঙ্গভাক্, দ্বিলিঙ্গ (গাছ)
dicecious একলিঙ্গভাক্, একলিঙ্গ (গাছ)
androgynous স্ত্রীপুংস্ক
sepal ছদ
gamosepalous যুক্তচ্ছদ
dialy-sepalous মুক্তচ্ছদ
petal পাপড়ি, দল
achlamydeous নিষ্পুট
mono,- di-
chlamydeous এক বা দ্বিপুট
xygomorphic or monosymmetrical একমাত্রিক
actinomorpic or polysymmetrical বহুমাত্রিক
perianth পুট
sepaloid ছদবৎ
petaloid দলবৎ
epipetalous দলস্থ
epicalyx উপচ্ছদ
inferior অধঃস্থ
superior উপরিস্থ
hypogynous অবজাত
perigynous পরিজাত
epigynous উজ্জাত

thalamus পুষ্পধি
filament কেশর
anther পরাগাশয়
anther cell পরাগকূপ
one celled এককূপ
two celled দ্বিকূপ
connective যোজক
terete শলাকার
flat চিপিট
versatile ঘূর্ণ্য
basifixed তলে যুক্ত
dorsifixed পৃষ্ঠে যুক্ত
introrse অভিমুখ
extrorse অপমুখ
adnate অভিলীন
dehiscence স্ফোটন
dehiscent স্ফোটক
(dehiscing) longitudinally লম্বালম্বি
by pores ছিদ্রপথে
appendix } উপাঙ্গ
appendage }
pollen পরাগ
pollinia পরাগপিণ্ড
pollination পরাগপতন
ovary ডিম্বাশয়
carpel কপাল
monocarpellary এক কপাল
one celled এককূপ
cell of ovary ডিম্বাশয় কূপ
septa ব্যবধান
parietal পার্শ্বস্থ
basal তলস্থ

central মধ্যস্থ
placenta পরিস্রব
ovule ডিম্ব
integumeut ত্বক্
embryo-sac ভ্রূণস্থলী
micropyle ডিম্বদ্বার
style গ্রীবা
stigma মস্তক, মুণ্ড
bifurcate দ্বিশাখ
bilamellate দ্বিস্তর
globose গুলিকাকার
bifid দ্বিখণ্ডিত
clavate গদাকার
papilla অর্ব্বুদ
papillose অর্ব্বুদাকার
fruit ফল
simple অশ্লিষ্ট
compound সংশ্লিষ্ট
pericarp ফলপেশী, খোলক
epicarp বহিঃ পেশী
mesocarp মধ্য পেশী
endocarp অন্তঃ পেশী
stone আঁঠি, অস্থি
tough দৃঢ়
leathery চর্ম্মবৎ
dry শুষ্ক
stony অস্থিল
horny শৃঙ্গীয়, শৃঙ্গবৎ
follicle অর্কীয়
legume শুঁটি, শিম্বি
capsule পেটক
drupe আম্রীয়

pome
berry কোলি, বার্ত্তাকীয়
achene বীজকল্প
nut পূপ্পীয়
grass fruit যবীয়
fig fruit উদুম্বরীয়
seed বীজ
testa বীজত্বক্ (অন্তঃ, বহিঃ)
albumen (endosperm) ভ্রূণান্ন
albuminous সভ্রূণান্ন
exalbuminous নির্ভ্রূণান্ন
mealy শুণ্ডাকার
oily তৈলময়
horny শৃঙ্গবৎ
crustaceous খোলাবৎ
orbicular বিম্বাকার
elliptic দীর্ঘ বৃত্তাকার
ovate অণ্ডাকার
oblong আয়তাকার
oblong (fruit) গোস্তনাকার
lanceolate মৎস্যাকার
linear দীর্ঘাকার
acicular সূচ্যাকার
subulate আবাকাব
hairlike লোমবৎ
scalelike শল্কবৎ
colored সরঙ্গ
red লাল, রক্ত
dark-red অতিরক্ত
crimson অলক্তবর্ণ
rose-red পদ্মবর্ণ
lilac উৎপলবর্ণ

magenta গোলাপী, পাটল
orange পিঙ্গল, নারঙ্গ
yellow পীত, হরিদ্রা
strawyellow পলবর্ণ
buff হরীতকীবর্ণ
brown কপিশ, গোমূত্রবর্ণ, খদিরবর্ণ
golden yellow গন্ধকবৎ পীত
yellowish green আপীত হরিৎ
grass-green দূর্ব্বাবর্ণ
emerald-green মরকত বর্ণ
greenish আহরিৎ
greenish blue আহরিৎপীল
sky-blue আকাশবর্ণ
prussian blue, হরিত নীল
light blue আনীল
dark blue অতি নীল
indigo blue নীলীনীল
violate ধূমল
purple আরক্তনীল
pink আতাম্র, পাটল
spore রেণু
thallus শর, স্থালা
bacteria বাক্‌টিরিয়া *
pathogenic রোগোৎপাদনীয়, রোগজনক
microbes or germs অণুজীব
fungus ছত্রাকাদি
mould ছাতা
lichen শিলাবাক্
alga শৈবাল
moss শৈলেয়
fern পর্ণাঙ্গ

* জীবাণু শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না। জীবাণু, কীটাণু পারিভাষিক নহে।

sorus স্তোম
veil চীবি
sporangium বেণুভাণ্ড
micro, mega অণু, অতি
unicellular এককোষ
multicellular বহুকোষ
tissue কলা
ground tissue মুখ্যকলা
epidermis অধিত্বক্
cuticle ক্বত্তিক
cortex বল্ক
fibro-vascular bundle নলিকাংশু গুচ্ছ
bast অংশু
parenchyma করণ্ড *
parenchymatous করণ্ডময়
prosenchyma সূত্রলা †
bark ছাল, বল্কল
stoma নাসারন্ধ্র
guard-cells নাসাপুট
chlorophyll পত্রহরিৎ
„ corpuscles পত্রহরিৎকণা
protoplasmic strand জৈবনিক সূত্র
starch পালো, শ্বেতসার
starch grain পালোদানা
simple সামান্য
compound সংশ্লিষ্ট
aleurone আলুরোণ
albumen অণ্ডিন
crystal কলম
ethereal oil উদ্বায়ী-তৈল
fatty oil ঘন তৈল
resin রঞ্জন, সালন
tannin কষায়িন
cellulose তূলিন
sieve tube চালনী নলী
cork কাক
vessel নলী
intercellular অন্তর্কৌষিক
stinging hair কণ্ডুরোম
gland গণ্ড
glandular hair গণ্ড রোম
pitted সবিল
tracheid উপনলিকা
annular বলয়াকার
spiral অলকাকার
xylem দারু
phloem অংশু
laticiferous ক্ষীরবাহী
endogenous অন্তর্জনিষ্ণু
exogenous বহির্জনিষ্ণু
medulla মজ্জা
medullary rays মজ্জাধারা
annual একবর্ষী
biennial দ্বিবর্ষী
perennial বহুবর্ষী
meristem ব্যাবর্ত্তক
cambium পরিণামী
sap-wood পলকা কাঠ, অসার
hard wood মাজ কাঠ, সার
inflorescence পুষ্পমঞ্জরী
raceme পিচ্ছাকার
spike শীষ, শীর্ষাকার

* a basket, a beehive
† a spindle

panicle মন্দিরাকার
spadix পিহিতাকার
spathe পিধান
verticillaster মেখলা
capitulum বৃন্তাকার
palæ পল
umbel ছত্রাকার
involucre উপাবরণ
bract মঞ্জরীপত্র
bracteole মঞ্জরীপত্রিকা
axis ঈষা
peduncle বৃন্ত
pedicel বৃন্তিকা
thalamus or
receptacle পুষ্পধি
gynophore কর্ণিকা
simple inflorescence অমিশ্র মঞ্জরী
compound মিশ্র মঞ্জরী
racemose অনিয়ত
cymose নিয়ত
valvate অসংবৃত
imbricate সংবৃত
flower-bud পুষ্পকলিকা
bunch of flowers পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পস্তবক
thalophyta অপৃষ্ঠবংশী, স্থালরূপী
algæ শৈবালাদি
fungi ছত্রিকাদি
muscineæ শৈলেয়াদি
pteridophyta অহিপত্রাদি
ferns পর্ণাঙ্গাদি
lycopodium সমঙ্গা
cormophytes পৃষ্ঠবংশী

crypotogams অপুষ্পক
phanerogams সপুষ্পক
gymnosperms নগ্নলিঙ্গী
angiosperms গুপ্তলিঙ্গী
monocotyledons একভ্রূণপত্রী
dicotyledons দ্বিভ্রূণপত্রী
polypetalæ যুক্তদলী
gamopetalæ যুক্তদলী
monochlamydeæ একপুটী
hypogynæ অবজাতাদি
perigynæ পরিজাতাদি
epigynæ উজ্জাতাদি
spadicifloræ পিহিতপুষ্পী
glummiferæ তুষধারী
petaloideæ দলপুটী
menispermaceæ গুড়ূচ্যাদি
nymphœaceæ উৎপলাদি
cruciferæ সর্ষপাদি
guttiferæ নাগকেশরাদি
malvaceæ জবাদি
sterculiaceæ মুচুকুন্দাদি
rutaceæ জম্বীরাদি
meliaceæ নিম্বাদি
anacardiaceæ আম্রাদি
leguminoseæ শিম্ব্যাদি
combretaceæ অক্ষয়াদি
myrtaceæ জম্বাদি
cucurbitaceæ কুষ্মাণ্ডাদি
compositæ ভৃঙ্গরাজাদি
acanthaceæ সিংহাস্যাদি
orchidaceæ রাস্নাদি
graminaceæ ধান্যাদি

ganglion বাতগ্রন্থি convolution (of brain) বলি

সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পরিভাষা এই স্থলে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিতগণ এই পরিভাষা সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
পরিভাষাসমিতির সম্পাদক

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা।

abaxial embryo বাহ্য ভ্রূণ
absorption পরিশোষন
accessory bud অতিরিক্ত মুকুল
accrescent বৃদ্ধিশীল
achene উপবীজ ফল
achlamydeous অপরিচ্ছদ বা নগ্ন
acotyledon অবীজদল
adhesion অসম সংযোগ
adnate পৃষ্ঠিক পরাগকোষ
adnate stipule সংলগ্ন উপতৃণ
adventitious root আস্থানিক শিকড়
aerial root বায়ব্য মূল
aerial stem বাহ্য কাণ্ড
ala পক্ষ
alburnum কোমল কাষ্ঠ
alkaloid উপক্ষার
alternate leaf বিপর্য্যস্ত পত্র
amplexicaul কাণ্ডাশ্লেষি
anatropous ব্যতিক্রান্ত ডিম্বাণু
andrœcium পুংনিবাস
anisomerous বিষমাংশ পুষ্প
anisostemonous অসম পুংকেসরক
annual plant বর্ষজীবি উদ্ভিদ্‌
annular অঙ্গুরীয়াকৃতি
anther পরাগকোষ
anthophore পুষ্পবহ
apetalous অদল
apical style অগ্রীয় গর্ভতন্তু
apocarpous পৃথক্‌ফলীয়
appendage of corolla স্রগুপযোগ
aquatic জলীয়
arillode অপ্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
arillus প্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
auriculate leaf উপকর্ণ পত্র
axial embryo মাধ্যভ্রূণ
accuminate দীর্ঘ সূক্ষ্মাগ্র
axillary bud কাক্ষিক মুকুল
axillary stipule কাক্ষিক উপতৃণ
bacca পিয়ারি
balausta দাড়িম্বী

basilar মূলিক
biennial দ্বিবর্ষজীবী
bifid দ্বিকর্ত্তিত
bilobed দ্বিখণ্ডিত
bilocular দ্বিগর্ভ
biparous cyme দ্বিপার্শ্ব প্রস্থ
bleached শুষ্কীকৃত
bract পৌষ্পিকপত্র
brittle ভঙ্গপ্রবণ
bud মুকুল
bud scale মুকুল শল্ক
bulb কন্দ
caducous আশুপতন
calyx কুণ্ড
calyx-tube কুণ্ডনল
cambium পরিবর্ত্তী স্তর
campanulate carolla উপঘণ্টাস্রক্
campylotropous বক্রভাবাপন্ন
capillary attraction কৈশিক আকর্ষণ
capsule উপপেটক
capitale stigma উপশির চিহ্ন
capitulum শিরোনিভ
carina নৌমেরু দণ্ড
carpel ফলাণু
carpellary ফলাণব পত্র
carpophore ফলাবহ
caryophyllaceous corolla উপলবঙ্গ স্রক্
caryopsis ধান্যি
caudicle ক্ষুদ্র পুচ্ছ
cell গর্ভ
cellular protuberence কৌষিক স্ফীতি
cells or loculi পরাগস্থলী বা পরাগোপকোষ
central মাধ্য
centrifugal মধ্য ত্যাগী
centripetal মধ্যগামী
chalaza চতুর্ম্মিলন
charisis বিদারণব
chlorophyll পত্রহরিৎ
cicatrix ক্ষতচিহ্ন
circinate মধ্যাগ্র
circumcissile পরিভেদি
clavate যষ্ট্যাকার
claw নখর
cacnanthium বীচিশিরোনিভ
columela পুষ্পস্তম্ভ
coma কেশগুচ্ছ
complete flower সম্পূর্ণ পুষ্প
compound apocarpous fruit অনেকক পৃথক্ ফলীয় ফল
compound fruit অনেকপুষ্পিক ফল
compound leaf অনেকপত্রিত বৃন্ত বা অনেকগ্রন্থিত পত্র
conduplicate মুদ্রিত
cone দেবদারবী
confluent stigma সংশ্লিষ্টচিহ্ন
connate একত্রভূ বা মিলিত
connate stipule মিলিত উপতৃণ
connective যোজক
connivent sepal অন্তর্ম্মুখ বৃত্তি
contorted oestivation কুঞ্চিত পুষ্পমুকুলবিন্যাস
convolute vernation উপবর্ত্তিক পত্রমুকুল
corolla স্রক্

corolline whorl শ্রগাবর্ত্ত
corm নিরাটকন্দ
corymb উপকিরীট
cotyledon বীজদল
cotyledonary বীজদলীয়
creeping stem লতানিয়া কাণ্ড
cremocarp ধন্তি
crenate অতীক্ষ্ণ দন্তিত
cruciform corolla উপসর্ষপ শ্রক্
crude sap আম বা অপক্ক উদ্ভিদ্‌রস
cryptogamic অপুষ্পক
cupula ক্ষুদ্র কুণ্ড
curved ovule বক্রডিম্বাণু
curvinerved বক্রশিরিতপত্র
cyme বীচি
cypsela বনমূলি
deciduous পতনশীল
decompound বহুভিন্ন
decurrent অধোধাবক
definite নির্দ্দিষ্ট
definite infloresence নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস
defoliation পত্রপতন
dehiscence বিদারণ
dehiscent স্ফোটনশীল
dentate তীক্ষ্ণ দন্তিত
diadelphous দ্বিগুচ্ছক পুংকেশর
dicœcious ভিন্নাবাস পুষ্প
dialy sepalous পৃথগ্‌বৃতি
dichlamydeous দ্বিপরিচ্ছদ
dicotyledon দ্বিবীজদল
dictyogens জালোৎপাদক
dimerous দ্ব্যংশক
dimidiate অর্দ্ধাঙ্গ
diplostemonous দ্বিগুণ পুংকেশরক
disc মণ্ডল
dissepiments পৃথকিক
divergent বহির্ম্মুখ বৃতি
dorsal suture পার্শ্বিক যোড়
dorsum পৃষ্ঠ
drupe সাষ্টি ফল
elaborated sap প্রস্তুতীকৃতউদ্ভিদ্‌রস
emarginate সরসগহ্বরাগ্র
embryo-sac ভ্রূণস্থলী
endocarp অন্তঃফল
endogenous বহিঃসার
endophlæum অন্তর্ব্বল্ক
endopleura অন্তষ্পঞ্জর
endosmose অন্তর্গমণ
endosperm অন্তর্ব্বীজ (ভ্রূণমাধ্য)
endostome অন্তশ্ছিদ্র
entire leaf অখণ্ডপত্র
epi-calyx উপকুণ্ড
epicarp উপফল
epidermis উপচর্ম্ম
epidermal appendage উপত্বগুপযোগ
epigeal উপশর্ত্তিক
epigynous উপযোষিৎ
epipetalous দলীয় পুংকেশর
epiphlalum উপবল্ক
epiphyte পরবৃক্ষী
erect ovule সরল ডিম্বাণু
erect sepal ঋজুবৃতি
erect stem ঋজুকাণ্ড
evergreen চিরহরিৎ

exalbuminous নাস্তর্ব্বীজ
exogenous অন্তঃসার
exosmose বহির্গমন
exostome বহিশ্ছিদ্র
exserted বহির্ব্বর্ত্তী
exstipulate leaf অনুপতৃণক পত্র
extrorse বহির্ম্মুখ
face সম্মুখ
fascicled branches গুচ্ছ শাখা
fascicle গুচ্ছ
fatty বাসিক
feathery সপক্ষ
fecundation ডিম্বনিষেক
female flower স্ত্রী পুষ্প
fibrous root তন্তুময় মূল
filament কেশর
florets of the disc কৈন্দ্রিক ক্ষুদ্র পুষ্প
florets of the ray পরিধি ক্ষুদ্র পুষ্প
folded মুদ্রিত
follicle অর্কি
free central placentation মুক্ত সাধ্য পূপ
free stipule স্বতন্ত্র উপতৃণ
fungi ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্
funiculus ক্ষুদ্র রজ্জু বা বীজপাদ
gamopetalous মিলিতদল
gamosepalous মিলিতবৃতি
gonophore গোত্রবহ
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
gland or nectary মাংসগ্রন্থি
glomerulus নিবিড়গুচ্ছ
gymnosperm নগ্নবীজ
gynandrous যোষিদ্‌পুংস্ক
gynobasic যোষিদ্‌মূলক
gynophore যোষিদ্‌বহ
herbaceous plant কোমল উদ্ভিদ
herbaceous stem কোমল কাণ্ড
hermaphrodite flower উভলিঙ্গ পুষ্প
hesperidium জম্বীরি
hooded সফল
hooked বড়িশাকার
hypocarpogean ভূগর্ভফলক
hypocrateriform corolla উপস্থাল প্রক্
hypogeal অণ্ডর্ম্মার্ত্তিক
hypogynous অধোযোষিৎ
imparipinnate বিষমোপপক্ষ
imperfect অসম্পন্ন
included অন্তর্ব্বর্ত্তী
incomplete অসম্পূর্ণ
indefinite অনির্দ্দিষ্ট
indehiscent অস্ফোটনশীল
inflorescence পুষ্পবিন্যাস
infundibuliform উপধূস্তূর
innate anther মূলিক পরাগকোষ
integumentum externum বহিবারণ
„ internum অন্তরাবরণ
internode গ্রন্থিমধ্য
interpetiolar বৃন্তমাধ্য
introrse অন্তর্ম্মুখ
involucre পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্ত
involute দ্বিবর্ত্তিক
irregular অনিয়মিক
irregularity অনিয়মিকতা
isostemenous সমপুংকেশরক
labiate corolla উপৌষ্ঠপ্রক্

laciniated ঝালরিত
lamina পত্রভাগ
latent bud ব্যর্থ মুকুল
lateral পার্শ্বিক
leaf-axil পত্রকক্ষ
leaf bud পত্রমুকুল
leaf insertion পত্রনিবেশ
leaf scale পর্ণশল্ক
leafy appendage পত্রীয় উপযোগ
ligulate corolla উপজিহ্ব প্রক্
limb অঙ্গ
linear উপরেখ
liliaceous corolla উপপলাণ্ডব প্রক্
ligume শিম্বী
lobe খণ্ড
loculicidial গর্ভভেদি বিদারণ
locusta উপমলভ
lomentum গ্রন্থিলশিম্ব
longitudinal দৈর্ঘিক
male flower পুং পুষ্প
malic acid শৈবাম্ল
marcescent নীরস
medullary rays মজ্জাংশু
medullary sheath মজ্জাকোষ
membranous ঝৈল্লিক
mericarp অর্দ্ধফলাণু
mesocarp মধ্যফল
mesophlœum মধ্যবল্ক
midrib মধ্য পর্শুকা
monoadelphous একগুচ্ছক
monandrous একপুংকেশরক
moniliform শলাকৃতি
monochlamydeous একপরিচ্ছদ
monocotyledon একবীজদল
monogynous একযোষিৎ
mucilaginous নির্য্যাসময়
mucronate খর্ব্বসূক্ষ্মাগ্র
multilocular বহুগর্ভ
mycropyle ক্ষুদ্রদ্বার বা ছিদ্র
naked bud লগ্ন মুকুল
nectary মধু-গ্রন্থি
neuter flower ক্লীব পুষ্প
node গ্রন্থি
nodulose গ্রন্থ্যাকৃতি
normal bud স্বাভাবিক মুকুল
nucleus ডিম্বাধিষ্ঠ
nuculaneum বার্ত্তাকবি
oblique leaf বক্রপত্র
obtuse leaf অতীক্ষ্ণাগ্র পত্র
opposite leaf অভিমুখ পত্র
opposite and decussate leaf = ব্যবচ্ছেদি অভিমুখ পত্র
orbicular leaf উপচাল পত্র
organs of nutrition পোষণ যন্ত্র
organic apex ইন্দ্রিয়ক শৃঙ্গ
orthotropous ovule সরলভাবপন্ন ডিম্বাণু
ovary ডিম্বকোষ
ovule ডিম্বাণু
pallæ উপতুষ
palmate leaf উপহস্ত পত্র
palminerved করতল শিরিত
panicle সরপুষ্প
papilionaceous corolla উপপ্রজাপতিক প্রক্

pappus কোমললোম
parallel nerved সরল শিরিত
,, veined সরল শিরা বিন্যাসযুক্ত
parasite পরবৃক্ষজীবী
parent stem জনক কাণ্ড
parietal placentas ভৈত্তিক কূপ
paripinnate সমোপপক্ষ
peduncle পুষ্পদণ্ড
pendulous ovule লম্বমান ডিম্বাণু
penninerved পক্ষশিরিত
pentamerous পঞ্চদশক
pepo তম্বী (?)
perfect flower সম্পূর্ণ পুষ্প
perfoliate leaf মধ্যচ্ছিদ্র পত্র
perianth পরিপুষ্প
perennial বহুবর্ষজীবি
pericarp বীজকোষ
perigynous পরিযোষিৎ
perisperm পরিভ্রূণ
persistent স্থায়ীপত্র
personate উপমুখ
petal দল
petaloid উপদল
petiole বৃন্ত
petiolate সবৃন্তক
phyllarius পত্রকল্প
phyllode উপপর্ণ
phragma ব্রাস্থিক ব্যবধান
pinnate leaf উপপক্ষ পত্র
pinnatipartite পক্ষবৎ বিভক্ত
pinnatifid পক্ষবৎ ক্লিপ্ত
pinnatisect পক্ষবৎ কর্ত্তিত
pistil গর্ভকেশর
pistilline whorl গর্ভকেশরির আবর্ত্ত
placenta পূপ
plicate কচ্ছিত
plumule পক্ষাণু
pollen পরাগ
pollina পরাগপিণ্ড
polyadelphous বহুগুচ্ছক পুংকেশর
polycarpic অসকৃৎফলক
polycotyledonous বহুবীজদল
polygamous বহুপরিণয়
polypetalous বহুদল
polysepalous বহুবৃতি
pomum ভবন্থুজি
porous dehiscence ছৈদ্রিক বিদারণ
premorse root ক্লিপ্ত মূল
procumbent stem ভূমিষ্ঠ বসন্ত
protecting organs রক্ষীন্দ্রিয়
pulvinus উপধান
quadrilocular চতুর্গর্ভ
raceme দ্রাক্ষাগুচ্ছ
rachis মূলপুষ্পদণ্ড
radiate কিকীর্ণ
radicle মূলাণু
raphi রেখা
raspberry উপাতৃপ্য
reclinate মূলিকগ্র
regular flower নিয়মিক পুষ্প
repand বক্রপ্রান্ত
resinoid উপসর্জ্জ
resting bud সুপ্তমুকুল
reticulate জলবৎ

retinaculum ব্রস্থাপক
retrograde প্রতিগত
retroserrate বিকরাতদণ্ডিত
revolute (perfoliation) বিদ্বিবর্ত্তিক (পত্র-মুকুলবিন্যাস)
rhizome সংশ্লিষ্টনিরাটকন্দ
ribs পর্শুকা
rosaceous corolla উপগোল পত্রক্
rotate corolla উপচক্রস্রক্
ruminated albumen অন্তঃপল্লরান্বিত অন্তর্ব্বীন
runner ধাবক
sap উদ্ভিদ্ রস
sap wood বৃক্ষরণী কাষ্ঠ
scape ভৌমপুষ্পদণ্ড
seed বীজ
sensitive plant লজ্জাবতী গাছ
sepal বৃতি
septifragal ছিন্নব্যবধানিক
septicidal ব্যবধানভেদি
serrate করাতদণ্ডিত
sessile অবৃন্তক (অকেশরক)
sessile leaf অবৃন্তক পত্র
shrub গুল্ম
skeleton কঙ্কাল
siliqua সর্ষপ
simple apocarpous fruit একক পৃথক্ ফলীয় ফল
„ fruit এক পুষ্পিক ফল
„ pistil অমিশ্র গর্ভ কেশর
„ petiole এক পত্রিত বৃন্ত
sinus গহ্বর
solitary নিঃসঙ্গ বা একক
sorosis পনসি
spadix তালগুচ্ছ
spathe অসি ফলক
spermodium বীজত্বক
spike মঞ্জরী
squamous bulb অপরিশল্ক কন্দ
starch শ্বেতসার
starchy শ্বেতসারময়
stamen পুংকেশর
stem কাণ্ড
sterile বন্ধ্য
stigma চিহ্ন
stipel ক্ষুদ্র উপতৃণ
stipilate ঔপদণ্ডিক
stipule উপতৃণ
stipulate সোপতৃণক
stock কুঁদো
style গর্ভতন্তু
stype উপদণ্ড
superior syncarpons fruit ঊর্দ্ধমিলিত ফলীয় ফল
sutural dehiscence সংযোগিত বিদারণ
suture যোড়
syconus ডুম্বরি
syncarpous মিলিতফলীয়
syngenesious একত্রোৎপাদক
system of bifurcation দ্বৈভাগিক প্রণালী
tap root প্রধান মূল
tendril আকর্ষণী
terminal bud অন্ত্যমুকুল
tetradynamons চতুর্ব্বল

tetramerous চতুরংশক
throat কণ্ঠ
thyrsus উপশৃঙ্গ
torus পুষ্পধি
trilobed ত্রিখণ্ডিত
trimerous ত্র্যংশক
trunk প্রকাণ্ড
tube নল
tuber স্ফীতস্কন্দ
tubular corolla উপনলত্রক্
tunicated ball পরিশল্ক শল্ক
twining stem পরিবেষ্টক লতা
tryma
umbel উপচ্ছত্র
umbilicus নাভি
umbellules ক্ষুদ্র উপচ্ছত্র
underground stem অন্তর্ভৌম বসন্ত
unguiculate সনখর
unijugate leaf যুগ্ম পতিত
unilocular একগর্ভ
uniparous একপার্শ্ব প্রসূ
unsymmetrical flower অসমাঙ্গ পুষ্প
urceolate corolla উপকলস ত্রক্
utricle ক্ষুদ্র স্থলী
vagina কাণ্ডকোষ
valvular dehiscence কপাটিক বিদারণ
vegetable fibrine উদ্ভিদিক তন্তুণু
vegetative organ বৃদ্ধিশীল ইন্দ্রিয়
veins শিরা
venation শিরাবিন্যাস
ventral suture সম্মুখিক যোড়
versatile anthers ঘূর্ণমান পরাগকোষ
verticillaster পরিগ্রন্থি পুষ্প
verticillate leaf পরিগ্রন্থি পত্র
vexillum ধ্বজা
whorls of leaves পত্রাবর্ত্ত
winged stem সপত্র কাণ্ড
woody stem দারুময় কাণ্ড
woody tissue কাষ্ঠতন্তু

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র।

(সন ১১৭৮ সালের ২৯ পৌষের খত *)

এই পত্রখানি কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর দপ্তরে রক্ষিত আছে। পত্রখানির পার্শ্বে "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে," ইত্যাদি টুকুই, কেবল মহারাজের স্বহস্তলিখিত। মূল পত্র তাঁহার কোন মুন্সীর লেখা। পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের আরও দুই এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যেরূপ অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্ব-

* মহারাজ নন্দকুমারের এই পত্রখানি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় ও গুরুদাস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। পত্রে ২৯শে পৌষ তারিখ আছে। কিন্তু সাল লেখা নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবংশের দপ্তরে এই পত্রখানি আছে। তাহার শিরোভাগে ১১৭৮ সালের ২৯শে পৌষের খত বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতেছে। সে সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয় নাই। রাজা গুরুদাসও নিজামতের দেওয়ান হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃত্ব আরম্ভ করেন।

প্রকাশিত কোন পত্র হইতে সেরূপ জানা যায় না। এই জন্য আমরা পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুঞ্জঘাটার কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় আমাদিগকে পত্রখানির প্রকাশে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইতি

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে ষষ্ঠি চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার * স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিনানাথ রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাঞি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক ব্যবহার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেদলটীন সাহেবকে জেঁখত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোচ্ছ দিয়া দিয়া মহর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোচ্ছ দিয়া বন্দ করিয়া তাঁহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতবত আলি খাঁএর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পব বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক † তুমি শ্রীযুত মেস্ত্র মেদলটীন সাহেবের ‡ নিকট

---

* শুভকালী ও গৌরীশঙ্কর নামক প্রতিমাদ্বয়। এই দুই প্রতিমা আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

† রায় জগৎচন্দ্র বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ, ইনি মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা। মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্মানীর সহিত জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয়। মহারাজ নন্দকুমার শুরুদাসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করায় জগৎচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধ হন। এমন কি অবশেষে মহারাজের প্রধান শত্রু মোহনপ্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া জগৎচন্দ্র মহারাজের বিরুদ্ধে সেই জালকরা মোকর্দ্দমার অনেক কার্য্যও করিয়াছিলেন। মহারাজ অনেক স্থলে জগৎচন্দ্রের বিরুদ্ধভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

‡ মেস্ত্র মেদলটীন—মিষ্টার মিডলটন। মিডলটন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের চীফ্ ছিলেন। ওয়ারেন

জাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও সুনিবে যখন যেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন যে আমার কথাক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায় শষং জাইতেছেন ঞিহার স্থানে বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায় * লিখিয়াছেন ফীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফা † তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিতেছেন এবং কটুকশা কহিয়াছেন এ কেমত ধারা ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল এ কারণ আমি এক খত হাজি মুস্তফাকে লিখিলাম এবং তাঁহার বিশয় মেস্ত্রে মেদলটীন সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখিলাম কহিবে পঁহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ঞিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে ইহার সহিত অন্যমত ব্যবহার না করেন দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কালীনাথ রায় আজিতক পঁহুচিয়াই থাকিবেন শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরাণি রটন্তির দিবস মন্দিরে স্থাপন করাইবে ‡ তাঁহার সঙ্গে জা জাওর সকলের গিয়াছে পঁহুচিয়া দেয়াইবে তুমি আপনার লইবে ৭ সাত মণ ভাল গঙ্গাজলি গহমের কারণ

হেষ্টিংসের আদেশে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই পত্র লেখার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ রেজা খাঁ বিচারার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত রেজা খাঁর ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আগমনের পূর্ব্বেই রেজা খাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়নের জন্য হেষ্টিংসকে আদেশ দেন। হেষ্টিংস কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে মিডলটনের সহিত যে পরামর্শের কথা লিখিত হইয়াছে. সম্ভবতঃ তাহা রেজা খাঁ ঘটিত কোন বিষয় হইবে। অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে পারে।

* নন্দকুমারের জাল করা অভিযোগে লালা ডোমন সিংহ নামে এক ব্যক্তি মহারাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। লালা ডোমন রায় ও লালা ডোমন সিংহ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না।

† হাজি মুস্তফা সায়র মুতাক্ষরীণ নামক ফার্সী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। ইনি একজন ফরাসী। ইহার পূর্ব্ব নাম রেমণ্ড পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাজী মুস্তফা উপাধি ধারণ করেন। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইনি জীবিকার জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অনুকম্পায় মুর্শিদাবাদে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি কার্য্য তাহা ইনি স্বয়ং গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। এই পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ইনি ফীলখানার দারোগা হইয়াছিলেন। মুস্তফা মুর্শিদাবাদ হইতে পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

‡ মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জন্মভূমি ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এক ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুহ্যকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালী মূর্ত্তির সহিত গৌরীশঙ্কর মূর্ত্তিও উক্ত মন্দিরে স্থাপিত হয়। রটন্তী তিথিতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আজিও প্রতি বৎসর রটন্তীতে ধুমধামে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণের পর মহারাজের দুর্ঘটনা ঘটায় তদ্বংশীয়েরা আর মন্দির সম্পূর্ণ করেন নাই। উক্ত মন্দির ও দেবতার সহিত নানারূপ প্রবাদ বিজড়িত আছে। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আকালীপুরের মন্দির মহারাজের একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। এই পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় পত্রখানি ঐতিহাসিকগণের নিকট যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীচৈতন্যনাথের * পলওয়ারে কাশীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওারে পাঠাইয়া দিবে। জাতায়াতে নিজ মঙ্গলাদি বার্ত্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে কিমধিকং ইতি তারিখ ২৯ পৌষ রবিবার রাত্রিই ডাকে বাহি হইল।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

গত বৎসরের প্রথম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন্ কোন্ স্থলে কে, রে, য় বিভক্তির প্রয়োগ হয়, এবং কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল বিভক্তি উহ্য থাকে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা এই :—"ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়।"

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রবাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।"

পাঠকবর্গের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিনয়-গর্ভ আহ্বান-বাক্য আমাদিগকে তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনায় উৎসাহিত করিয়াছে।

এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিচার করা যাক্।

(১) তিনি লিখিয়াছেন, ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে লোপ হয় নাই ;—ইংরাজীতে যাহাকে "করোনেশন" বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে "রাজ্যাভিষেক" বলে। তোমরা যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে কর, আমরা তাহাকে তাহা মনে করি না। "সম্রাট্" শব্দটি পুংলিঙ্গ, ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে……। প্রথমে ফিটকারীদ্বারা জলকে পরিষ্কার করিতে হয়; পরে কর্পূরদ্বারা তাহাকে সুগন্ধ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে ক্লীবলিঙ্গ interrogative pronounএ বিভক্তি রহিয়াছে—

ইহাকে যদি হিন্দুত্ব বলে, তবে খৃষ্টানী কাহাকে বলে জানি না। কাকে তুমি বিশেষ্য বল্‌ছো ?—এ যে বিশেষণ।

পরন্তু নিম্নলিখিত উদাহরণে অ-ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামের বেলা বিভক্তির লোপ হইয়াছে †—

থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য তিনি কি চান্—মানুষ না দেবতা ? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষবেশে দেবতা ? এই সংসারে কেহ পুত্র প্রার্থনা করে, কিন্তু

---

* এই চৈতন্যনাথ মহারাজের জালকরা মোকর্দ্দমায় তাঁহার পক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

† ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে বিভক্তির প্রয়োগ হয়।"

সে তাহা পায় না; তুমি এ কাজের জন্য স্ত্রীলোক পছন্দ কর, কিন্তু আমি উহা করি না; আমরা যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা পাইলাম না;—(পাঠক দেখিবেন, এগুলির মধ্যে relative ও interrogative উভয়বিধ সর্ব্বনামই আছে।)

(২) ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "সংজ্ঞাবাচক শব্দের (Proper Noun) উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়।" কথাটা ঠিক নহে। তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ Proper Noun দিয়াছেন, অথচ ইংরেজী Proper Noun বলিতে মনুষ্যের নাম ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের নামও বুঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে—আমি লণ্ডন দেখি নাই বটে, কিন্তু প্যারিস দেখিয়াছি। তিনি পায়োনিয়ার রাখেন। আমি মেঘদূত পড়্‌তে ভালবাসি। তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছ, অথচ জগন্নাথ দেখ নাই! ধরিয়া লওয়া যাক্ তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দদ্বারা মনুষ্যনাম লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও খট্‌কা আছে। নীচের উদাহরণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তও সর্ব্বতঃপ্রেক্ষী হয় না। উদাহরণ—আমি সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ বুঝি না, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার অবসর ও শ্রমপটুতা বেশী, তাঁহাকেই এই কার্য্যের নেতা করিতে হইবে। তিনি কালী দুর্গা মানেন না। আমি মধুসা, শিবুকুণ্ডু চিনি না।

এই ত গেল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের কথা। তার পরে তিনি অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যখন এই বিশেষ্যগুলি মনুষ্যবাচী হয় এবং defined অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট না হইলে হয় না। যথা ধোপাকে ডাক, ধোপা ডাক ইত্যাদি।

কিন্তু এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে মনুষ্য-বাচী বিশেষ্য অনির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তির বোঝা বহিতেছে—অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ। তিনি গরিবকে বড় অনুগ্রহ করেন। আমাদের মত গরিবকে ধ'রে কি হবে? কোন বড় লোককে ধরা উচিত। ছোট বোন্‌কে স্নেহ করা উচিত। কাণাকে কাণা বলিও না। কয়েকজন ভদ্রলোককে সাক্ষী রাখিও (বা সাক্ষী মানিও)। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। গ্রামের পাঁচ জনকে ডাক্‌তে হয়।*

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলিতে মনুষ্যবাচী বিশেষ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তি উহ্য আছে—তিনি ছেলে পিলে বাড়ী পাঠাইয়াছেন। পরিবার বাড়ী পাঠাবে না কি? আর

---

* ললিতবাবু হয় ত বলিবেন, অপরাধীকে ক্ষমা করা, ছোট বোনকে স্নেহ করা ইত্যাদি স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যোগে বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এ গুলি যে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া নহে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

বিলম্ব কেন? চাকর ডাক (অর্থাৎ তোমার চাকরটিকে ডাক)। আমরা মেয়ে দেখ্‌তে এসেছি—মেয়ের বাপকে দেখ্‌তে চাই না।

তার পরে ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরজীববাচী বা অচেতনপদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তি বসে না; এমন কি defined হইলেও বসে না. নীচের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম খাটে নাই:—

মরণকে ডরাই না। মুষিককে বিড়াল করা সেকালে সাজিত, এ কালে নহে। গাধাকে ঘোড়া করা। বরফকে তরল করা। পয়সাকে টাকার মত দেখা। কোন সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা। কোন সংখ্যাকে অপর সংখ্যাদ্বারা ভাগ করা। বিশেষ্যকে বিশেষণ করা। পাপকে ভয় করিও। তৃণকে সামান্য ভাবিও না। উজ্জ্বল পদার্থ-মাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা অনুচিত। হনুমান্ সূর্য্যকে বগলে রাখিয়াছিলেন। ঋষিরাও এ সকল সত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনাকে অলৌকিক বলিব না ত কি? জলকে বরফে আনিতে হইবে। তিলকে তালে পরিণত করা। কোদালকে 'কোদাল' নামে ডাকা। অঙ্গারকে হীরকে আ না। কোন ঘটনাকে অতি রঞ্জিত করা।

এই নির্দ্দেশ অনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএর কাজ করে; এই 'টা' ও 'টি' যোগে অ-প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না, যথা কলমটা দাও, বইটা পড়, লাঠিটা ঘুরাও।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটিতেও একটু গোলযোগ আছে, নীচের উদাহরণগুলি তাহার প্রমাণ:— ক খ সরল রেখাটিকে গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। এই মৃৎপিণ্ডটিকে ভালরূপ পরীক্ষা কর। অত বড় সম্পত্তিটাকে নষ্ট কল্লে। এই দাঁতটাকে না ফেল্‌লে উপায় নাই। এই খুঁটিটাকে তুলে ফেল্‌তে হবে। এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশ খণ্ড কল্লে। দেশটাকে মাটী কল্লে। কথা-টাকে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া।

ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি ঠিক। কিন্তু তিনি দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভ্রম আছে। ঘটককে কনে দেখ্‌তে পাঠাও—এস্থলে তাঁহার মতে 'ঘটককে' ও 'কনে' একই ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের মতে 'পাঠাও' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ঘটককে', আর 'দেখ্‌তে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'কনে'। এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীকে ভক্তি কর, এখানে 'কর' ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম, 'স্বামীকে' ও 'ভক্তি'। এখানে প্রকৃত ক্রিয়াপদ 'ভক্তি কর', এবং 'স্বামীকে' পদটি তাহার কর্ম্ম; অর্থাৎ উক্ত বাক্যটি দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ নহে। যদি এরূপ স্থলে ক্রিয়াকে দ্বিকর্ম্মক মনে করা হয়, 'তবে মদ স্পর্শ করিও না, প্রত্যহ দুগ্ধ পান করিবে, ইত্যাদি বাক্যও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ বলিতে হইবে। কিন্তু এ সব স্থলে তো গৌণকর্ম্মে বিভক্তির

প্রয়োগ হয় নাই। সেই জন্য বিভক্তি হয় নাই।* ললিতবাবুর সিদ্ধান্তে ভুল নাই, উদাহরণে ভুল আছে। তাঁহার মতে মরণকে ভয় করি না বাক্য দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ, কিন্তু মরণকে ডরাই না এক-কর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। যদি স্বামীকে ভক্তি কর বাক্যের ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়, তবে আমি তাহাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আমি তাহাকে ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করেন, আমি তোমাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিব ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াকে ত্রি-কর্ম্মক বলিতে হয়।

ললিতবাবুর প্রবন্ধে আরো গুটি দুই অসাবধানতার পরিচয় আছে। তিনি কর্ম্মকারকে 'য়' বিভক্তির উদাহরণ দিয়াছেন—তোমায় আর সালিসী করিতে হবে না। এটী ভুল; এখানে 'তোমায়' কর্ম্মকারক নহে, কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্মকারকে কে, রে, য় বিভক্তি বাদে আরো একটি বিভক্তি হয়, তাহা তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সেটি হচ্ছে—ষষ্ঠী বিভক্তি; অর্থাৎ কর্ম্মকারকে সময়ে সময়ে (প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষায়) ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; উদাহরণ :—সে কথা তোমাদের বল্‌বো কেন? আমি এখনি তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি। কি প্রকারে তাদের এখন প্রত্যাখ্যান করি? অনুগ্রহ ক'রে আমাদের স্থান দিন্। পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ কত্তে হবে, ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা কেবল সমালোচনা করিলাম। এবার নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে একবার চেষ্টা করিব; কারণ ব্যাকরণঘটিত এই সকল বিষয় একজনের চেষ্টা বা অবসর দ্বারা নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভবপর নহে; এই ক্ষেত্রে যত অধিক লোক পরিশ্রম করিবে, ততই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রকৃতি ও বিকৃতির উল্লেখ আছে, ইহা ইংরাজী ব্যাকরণের incomplete verbএর complement বা factitive accusativeএর অনুরূপ। মুনিবর সেই মুষিককে মার্জ্জার করিয়াছিলেন; এখানে 'মুষিক' প্রকৃতি, আর 'মার্জ্জার' বিকৃতি। এইরূপ 'সোণাকে লোহা করা';—এখানে 'সোণা' প্রকৃতি, আর 'লোহা' বিকৃতি। যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রকৃতি-বিকৃতির ভাব বর্ত্তমান আছে, সেই খানেই কর্ম্মকারকীয় প্রকৃতিতে বিভক্তি ব্যক্ত থাকে; যথা;—কয়েক-জন ভদ্র লোককে সাক্ষী রাখিও। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। এইরূপ—গাধাকে ঘোড়া করা, জলকে বরফ করা, কোন

* স্পর্শ করা, পান করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি; কিন্তু (মন) স্থির করা, (প্রজাকে) গৃহ শূন্য করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি না; এখানে শুধু করা সেই ক্রিয়াপদ মনে করি। এখানে স্থির গৃহশূন্য প্রভৃতি বিশেষণ আর স্পর্শ, পান ভাবার্থক বিশেষ্য। তাঁহাকে আমরা স্কুলের সেক্রেটারী করিয়াছি; এখানে সেক্রেটারী শব্দ ভাবার্থক বিশেষ্য (abstract noun) নহে বলিয়া এখানে শুধু 'করিয়াছি'কে ক্রিয়াপদ মনে করিয়া থাকি।

সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা, বিশেষ্যকে বিশেষণ করা, উজ্জ্বল পদার্থমাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা, এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশখণ্ড করা, ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করা, বড়কে ছোট করা।

পরোক্ষ ভাবে—পয়সাকে টাকার মত দেখা, জলকে বরফে আনা, তিলকে তালে পরিণত করা, কোদালকে কোদাল নামে ডাকা, অঙ্গারকে হীরকে আনা।

ব্যতিক্রম—সকলে মিলিয়া তাহার নাম 'ভজহরি' রাখিল, সে দীর্ঘকাল নামধাম লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। *

অতঃপর আমরা বলিতবাবুরই সিদ্ধান্ত কয়টি লিপিবদ্ধ করিব। কিন্তু তাঁহার মত সাফ্ কোবালা লিখিয়া দিতে পারিব না। আমরা লিখিব :—

(২) ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয়; যথা—আমি তাহাকে চাই না। আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে এখানে নাই।

কিন্তু যেখানে এই সর্ব্বনাম মনুষ্যাদির শ্রেণী বিভাগকে লক্ষ্য করে, এবং antithesis বুঝায়, সেখানে বিভক্তির প্রয়োগ হয় না; যথা :—তুমি কি চাও—হিন্দু না মুসলমান? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষ বেশে দেবতা?

(৩) ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির যোগ হয় না; যথা—যাহা করিতে হইবে, শীঘ্র করাই ভাল। তুমি কি মনে করেছ? সেখানে কি দেখ্‌লে?

(৪) প্রাণিবোধক সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। হরিকে ডাক, উমেশকে দেখেছ? তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দেখাইবেন।

প্রাণিবোধক না হইলে বিভক্তি হয় না। যথা :—আমি লণ্ডন দেখি নাই। তিনি 'পায়োনিয়ার' রাখেন।

আমি লণ্ডনকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মনে করি;—এখানে প্রথম নিয়মানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে একাধিক সংখ্যাবাচক শব্দ (প্রাণিবোধক) বিশেষ্য পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়, এবং antithesis বুঝায়, বা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিশেষ্যকে না বুঝাইয়া তাহাদের জাতিকে লক্ষ্য করা হয়, সেখানে বিভক্তি হয় না। যথা antithesis—আমি সুরেন্দ্রনাথ কালীচরণ বুঝি না। জাতি—তিনি কালীদুর্গা মানেন না, অর্থাৎ তিনি দেবতা মানেন না।

(৫) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের মধ্যে যেগুলি মনুষ্যবাচী, তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—আমি একজন চাকর খুঁজ্‌ছি। তুমি কি কয়েকজন বেহারা চাও নাকি?

---

* কাঁশ ম'লে লাল করা—এটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ নহে। কারণ এখানে 'কাশ' 'মলে' ক্রিয়ার কর্ম্ম, এবং 'লাল' করা ক্রিয়ার complement; এইরূপ 'পাখা পিটিয়ে ঘোড়া করা'।

নির্দ্দিষ্ট হইলে সাধারণতঃ বিভক্তি হয়। যথা :—আমি তোমার চাকরকে চাই; বামুনকে ডাক; ইত্যাদি। অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ; আমি চোরকে ডরাই না: ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী অষ্টম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—'আমরা মেয়ে দেখ তে এসেছি' 'পরিবার বাড়ী পাঠাবে নাকি?' ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভক্তি হয় নাই।

(৬) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরবাচী বা অচেতন পদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—বক দেখেছ? জল আন! মরণকে ডরাই না, পরনিন্দাকে ঘৃণা করি, ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

সংস্কৃতে জলকে 'জীবন' বলে, গাধাকে ঘোড়া কবে, ইত্যাদি স্থলে প্রথম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—সর্দ্দিকে ডাকিয়া আনা, ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবকে ডাকিয়া লওয়া, মনের শান্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া, গ্রামের পাঁচ জনকে ডাকা, গরিবকে ধ'রে কি হবে?

(৭) দ্বি-কর্ম্মক ক্রিয়ার যোগে গৌণ কর্ম্মে বিভক্তি হয়। যথা—আজ জগৎকে দেখাইব যে—। সে বোবাকেও কথা শিখাইতে পারে। সেই ছাত্রকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মনকে বল যে—। আমি তোমার হয়ে প্রতিফল দিব।

(৮) কতকগুলি বিশিষ্ট ক্রিয়ার যোগে বিশিষ্ট স্থলে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

অপরাধীকে ভয় করিও (ডরাইও)। ছুঁচকেও আদর করিও, (কিন্তু ছুঁচও ফেল্‌তে নাই)। পরনিন্দা করাকে আমি বড়ই ঘৃণা করি। সূর্য্যকে নমস্কার করা, অভ্যাগতকে সম্ভাষণ করা, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া, মনের শান্তিকে বিদায় দেওয়া, স্বাস্থ্যকে বলি দেওয়া, অদৃষ্টকে দুষে লাভ নাই। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা, অপরাধীকে ক্ষমা করা। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। ইতরপ্রাণীকে ভালবাসা উচিত। এইরূপ—সম্মান করা, স্নেহ করা, যত্ন করা, অনুগ্রহ করা, ইত্যাদি ক্রিয়াযোগে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এইরূপ, পৃথিবীকে সূর্য্য বেষ্টন করে বা ঘুরিয়া চলে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্রের ভেরী নীরব হইয়াছে; আশা করি বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না।

মধুসূদনের অপমৃত্যু নিবারণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজ যত্ন করে নাই। স্মৃতিরক্ষা দূরের কথা। মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্গসমাজ কবিমুখে রোদন করিয়াছিলমাত্র; তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের পরিচালক বঙ্গদর্শন উহাই বঙ্গসমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র স্বয়ং সেই রোদনগীতি গাহিয়াছিলেন।

চক্রনেমির অনুকরণে হেমচন্দ্রেরও দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। ইদানীন্তন বঙ্গসমাজ তাহার প্রতিকারে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাবিষয়েও বঙ্গসমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট নাই। ইহাকেও শুভলক্ষণ মনে করা যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের মুখপাত্র স্বরূপে উভয় কার্য্যে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া অন্ততঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাও শুভ লক্ষণ।

বঙ্গসাহিত্যে বা বঙ্গীয় কবিসমাজে হেমচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহার নিরূপণের সময় আসে নাই। হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনার এ সময় নহে।

হেমচন্দ্রকে আমরা মুখ্যতঃ জাতীয় ভাব উদ্বোধনের কবি বলিয়া জানি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়' বলিয়া করুণস্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতকে জননী-সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কিনা জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে। তাহার পরে বঙ্গের পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানের মুখে আমরা 'বন্দে

মাতরম্' গীতি শুনিয়াছি। তাহার পরে বঙ্গের অন্যতর মনীষী সন্তান ভগ্নকণ্ঠে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু হায়, আমাদের নিদ্রা এখনও ভাঙে নাই। ভাঙিবে কি না তাহা জানি না।

আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক নিদ্রাদশায় সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারকল্পে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া আমরা জানি। রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লোকশিক্ষা, এ সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে গতি হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। নতুবা সব মিছা অভিনয়,—ভুয়া বাজি। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, কংগ্রেস, শিল্পমেলা, সাহিত্যপরিষৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সমস্তই জলের বুদ্বুদ—চিহ্ন না রাখিয়া জলে মিশাইবে।

বৃত্রসংহার দশমহাবিদ্যা বিস্মৃতির কুক্ষিতে মিশিয়া গেলেও ক্ষতি হইবে না। হেমচন্দ্রের ভেরীর প্রতিধ্বনি যেন থামিয়া না যায়। হেমচন্দ্র এখন নাই। 'হেমচন্দ্রের ভেরী অক্ষয় হউক'।

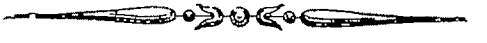

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

রাজপুতানায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে কয়েকটি ধর্ম্মসংস্কারক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন।

গুরু নানক	...	...	১৪৬৯
বল্লভাচার্য্য	...	..	১৪৭৯
কৃষ্ণচৈতন্য	...	...	১৪৮৫

ষোল বৎসরের মধ্যে এতগুলি ধর্ম্মসংস্কারকের উৎপত্তি একটু অসাধারণ ব্যাপার। প্রায় আড়াইশত বৎসর উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানই পাঠানদিগের অধিকৃত ছিল। মুসলমানধর্ম্মের বিস্তার পাঠানরাজগণের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমানদিগের বলে ও কৌশলে পরামৃষ্ট হইয়া মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। হিন্দুপ্রজার অযথা প্রমাণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়। সমাজকে সুশাসিত এবং স্বধর্ম্মে দৃঢ় রাখিবার জন্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন করিয়া নিঘণ্টু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কলনকার চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী আমাদের বঙ্গের রঘুনন্দন। এই সঙ্কলনকারগণ কর্ত্তৃক হিন্দুগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবিধান সৃষ্ট হইল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর এই নিঘণ্টুকারগণ কর্ত্তৃক উপকার তাদৃশ বিস্তার পাইতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাব সকল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার কেহ ছিল না, অথচ তাহারা মুসলমানধর্ম্মের উন্নতভাব সকল কাজি মোল্লা ও মৌলবীদের নিকট শুনিতে পাইত; সুতরাং কয়েকজন মনীষি মহাত্মার মনে ধর্ম্ম বিষয়ের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইঁহাদের ধর্ম্মসংস্কার-প্রণালী ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। গুরু নানক কিঞ্চিৎ মুসলমানীভাব গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারে যত্নবান্ হয়েন। বঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য অন্যরূপে সংস্কার আরম্ভ করেন; যাহাতে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকে, এমন কি অন্ত্যজজাতি পর্য্যন্ত হরিকথা শুনিতে পায়, সে জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি বাঙ্গালা উড়িষ্যা এবং

দক্ষিণাপথে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন-কালে প্রয়াগে শ্রীরূপকে এবং তদনুজ অনুপম গোস্বামীকে বৃন্দাবনে গিয়া বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বিস্তার এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রচারের আজ্ঞা দিলেন এবং ৺ কাশীধামে স্থিতিকালে সনাতনকেও ঐ আজ্ঞা দেন।

যে সময়ে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বৃন্দাবনধামে ধর্ম্ম বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই সময়ে আরও কয়েকটি বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্রজখণ্ডে স্থানলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। আমরা এই সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষয় পশ্চাৎ উল্লেখ করিব। ইহাদের মিলিত যত্নে অতি সত্বরই রাজপুতানায় এবং পশ্চিম ভারতে গৃহে গৃহে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত স্রোত প্রসারিত হইয়াছিল। ভক্তমাল প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, অনেক শাক্ত, শৈব, জৈন এবং মুসলমান প্রেমভক্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশে বৌদ্ধাচার্য্যকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব করেন। বঙ্গবিহার প্রভৃতি স্থানে এখনও সমাজের নিম্নস্তরে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিতভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গের সময় অপেক্ষাকৃত বিশিষ্টভাবের বৌদ্ধমত দক্ষিণাপথে ছিল না, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বৌদ্ধ, মুসলমান, শৈব, শাক্ত, জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমতাবলম্বীগণকে কৃষ্ণপ্রেমে দ্রবীভূত করিবার জন্য পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে এক তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল; এবং গৌরাঙ্গ এই আন্দোলনকারীগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে আর একটি কথাও বলা যাইতেছে। ঐ সময় হইতে উপাসকদিগের নিকট বিষ্ণুমূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিরও একান্ত অভাব এবং বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি উপলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ভাস্করকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনুমান করেন সে সকল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধশিল্পের সহিত ঐ সকলের শিল্পচাতুর্য্যে বিশেষ ঐক্য আছে। জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত সম্বরনগরস্থিত দেবযানীকুণ্ড হইতে কয়েকটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়া রাজধানীর মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মুখ, উদর এবং উত্তরীয় প্রভৃতির ঢং বাস্তবিকই বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত মিলে। ঐ মূর্ত্তিগুলি কোন্ সময় বর্ত্তমান ছিল তাহার স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ যে সময়ে সমসুদ্দিন আল্‌তামস আজমীরের দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিয়া "আড়াই দিন্‌কা ঝোব্‌ড়া" প্রস্তুত করেন, সেই সময়ে তিনিই দেবযানীকুণ্ডের সমীপস্থ মন্দির এবং বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া থাকিবেন। এ সকল কথার অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, নব্যবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণাবতারই প্রধান আরাধ্য। ব্রজখণ্ডে অনেকগুলি বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, শ্রীসম্প্রদায়, বল্লভীসম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায়, মাধ্বাচার্য্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়,

রাধাবল্লভি, হরিব্যাসি, মলুকদাসি, প্রাণনাথি, রামদাসি, হরিদাসি ইত্যাদি। এই সকল সম্প্রদায় মৌলিক চারি সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন বা তাহাদেরই শাখা প্রশাখা।

আমরা এই চারি প্রধান সম্প্রদায় এবং ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিলাম।

১। সনকাদি সম্প্রদায়। আচার্য্য—নিম্বার্ক স্বামী। দর্শনতত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মতা জ্ঞান ও ধ্যান; নবীন উপাসনা যুগলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা—অনন্যতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ভক্ত এবং প্রকাশক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২। শ্রীসম্প্রদায়। আচার্য্য—রামানুজ স্বামী। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। দর্শনমত—চিদচিৎ বিশিষ্টাদ্বৈত। একমাত্র বিষ্ণুই উপাস্য। বর্ত্তমান উপাসনা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ধ্যান। নিষ্ঠা—কৈঙ্কর্য্য। রামানন্দ রামানুজের শিষ্যাম্বয়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইঁহার প্রচলিত সম্প্রদায়কে রামানন্দী বলে। ইঁহাদের উপাস্য—রামসীতা। ইঁহাদের মতে সকল ভগবদ্ভক্ত একবর্ণ। সুতরাং এইমত অবলম্বন করার পরে সকলেই এক গোত্র হইয়া যায়—তাহা অচ্যুত গোত্র।

৩। শিব সম্প্রদায়। আচার্য্য—বিষ্ণুস্বামী। দর্শনমত—শুদ্ধ অদ্বৈত। নিষ্ঠা—আত্ম-নিবেদন। উপাস্য—বালগোপাল। বিষ্ণুস্বামীর পৌত্র বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনার প্রবর্ত্তন হয় এবং এই মতের বিশেষ আড়ম্বর ও বিস্তার হয়। বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার বংশধরগণ গোকুলস্থ মহাপ্রভু নামে বিখ্যাত। ইঁহারা তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠলনাথ একজন প্রচারক। শিবসম্প্রদায় বা বিষ্ণুসম্প্রদায় নামের পরিবর্ত্তে বল্লভীসম্প্রদায় নামই বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত বাবালালের উপর সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেই বাবালাল আবার কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এই মতের এক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

৪। ব্রহ্মসম্প্রদায়। আচার্য্য—মধ্বাচার্য্য। দর্শনমত—দ্বৈত। নিষ্ঠা—কীর্ত্তন। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। মধ্বাচার্য্য ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উপাস্য—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমান উপাসনা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের অনুপ্রবিষ্ট। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য। মহাপ্রভুর শিষ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইজন্য বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহাদের অধিক খ্যাতি। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিতি পরে যে সকল গৌড়ীয়ভক্তবৈষ্ণব বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীরূপ, সনাতন, নারায়ণ ভট্ট, মধু গোস্বামী, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথ গোস্বামী, নারায়ণ দাস, জীব গোস্বামী, গোপালভট্ট, লোকনাথ, গদাধর ভট্ট, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি। ইঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় বিস্তারিত লিখিতে গেলে, প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া কেবল শ্রীরূপ গোস্বামীর কথামাত্র লিখিয়া অন্য সকলের

বর্ণনা ত্যাগ করিব। বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে ভক্তমালে এইরূপ উল্লেখ আছে—"যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশকে রহনে বালোঁ কা শ্রীবৃন্দাবন মে দেখা লিখা নহী যা সক্তা। অবভী বৃন্দাবন মে আধে বেশী লোগ হৈঁ। ভগবৎভজন আর কীর্ত্তন মে রহতে হৈঁ।"

হিত হরিবংশ (১৫১০) প্রচলিত রাধাবল্লভীসম্প্রদায়ও মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রাধান্য।

শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন যেরূপে যবন সংসর্গ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপরায়ণ হয়েন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে তাঁহারা যে প্রকারে বিষয় তিতিক্ষু হন, আমরা তাহাই লিখিব। শ্রীরূপ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন বঙ্গের যবনরাজ সংসর্গে ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়েন। নিয়ত বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকায় পরমার্থে একান্ত হতাদর হয়েন। একদা টাকা গণিতে গণিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। উভয় ভ্রাতার মনে তখন এরূপ নির্বেদ উপস্থিত হইল যে, উঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায় হায় এইরূপ বৃথা কার্য্যে আমাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, ভগবদ্ধ্যান তবে কবে হইবে।"

উভয় ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে এই কথা বলেন যে, ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সকল লুপ্ত হইয়াছে, তোমরা যাইয়া সেই সকল উদ্ধার কর এবং গ্রন্থ চরিত্র ও লীলা মাধুর্য্য প্রচার কর। উঁহারা গুরুর আজ্ঞাক্রমে যখন ব্রজভূমে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ স্থান বড় রমণীয়ভাব ধারণ করিল—স্পর্শশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সাধুদ্বয়ের হৃদয় উল্লাসিত করিয়া দিল। বৃক্ষ সকল শ্যাম পত্রাবলীতে বিভূষিত হইয়া যেন উহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। নিবিড় নীল বনরাজি পুষ্প সৌরভের উপহার প্রদান করিয়া যেন তাঁহাদিগকে আপনাদিগের নিকুঞ্জসমূহ মধ্যে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। তাঁহারা ব্রজধামে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছসলিলা যমুনার তরঙ্গ হিল্লোল সকল দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রমোদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন যমুনাতটবিহারী নন্দদুলাল প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা ব্রজগ্রামের লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রজপুর কোথায়।" একজন গালি দিয়া বলিল, তোমরা কি অন্ধ? ইহা যদি ব্রজ না হয়, তবে ব্রজ আর কোথায়? শ্রীরূপ ব্রজের লোকের মুখে গালি শুনিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মথুরা দেখিয়া পরে বৃন্দাবন পৌঁছিলেন। অনেক অনুসন্ধানে দুই চারি ঘর বসতি দেখিতে পাইলেন। তথাকার বাসিন্দাগণ বৃন্দাদেবীর পূজার জন্য চলিয়া গিয়াছে। তখন বৃন্দাদেবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, একস্থানে গ্রামবাসিগণ দুধ দধি চড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন। রাত্রে বৃন্দাদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন যে, আমার স্বরূপ এইখানে আছে। তোমরা বাহির করিয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ তাহাই করিলেন। এখনও গৃহপালিত গাভী সকলের বৎস জন্মিলে প্রথমে

বৃন্দাদেবীকে দুগ্ধ চড়ান হয়। গোবিন্দদেব সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিলেন, একটি দুগ্ধবতী গাভীর চুচুক হইতে স্বতই স্তনধারা ক্ষরিতেছে এবং গাভীটি দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গোবিন্দদেব স্বপ্ন দিলেন যে, আমার বিগ্রহ এই স্থানে আছে এবং আমি দুগ্ধ পান্ করি, তুমি আমার বিগ্রহ উঠাইয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ গোস্বামী তাহাই করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জীবকে পূজার ভার দিয়া রাখিলেন। ঐ স্থানটি যোগপীঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। এইখানে শ্রীরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী আর এক প্রকারে মদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। উভয়েই বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সন্নিহিত দেশবাসীরা তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, চিতোরের রাণাকুম্ভের মহিষী বিখ্যাত মীরাবাই জীব গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন তারিখ মিলাইতে গেলে এ কথা ঠিক হয় না। কারণ মহাত্মা টডের মতে কুম্ভ ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং মীরাবাই সধবা অবস্থায় বৃন্দাবনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। তিনি যখন বঙ্গদেশে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, তখন হুসেন শা নবাব। এই হুসেন শার রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত। সেই শ্রীরূপের বল্লভনামা অনুজের পুত্র জীব কেমন করিয়া মীরাবাইয়ের সমকালবর্ত্তী হইবেন? হিন্দুদিগের ভক্তিগলিত মস্তিষ্কে সন তারিখের খেয়াল অতি অল্পই থাকিত। কথিত আছে, মীরাবাইয়ের গাথা ও গীত শুনিবার জন্য আকবর বাদশাহ ও তানসেন চিতোরে আসিয়াছিলেন। কোথায় আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), আর কোথা মীরাবাই (১৪৭৫)? সুতরাং কোনটি ঠিক বুঝিতে হইবে? হিন্দুগল্প-রচয়িতারা আকবর, হুসেন শা, রূপ, জীব, মীরাবাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোককে ঘাড় ধরিয়া এক সময়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। অথবা টড্ মীরাবাই সম্বন্ধে সময় নিরূপণ করিতে বিশেষ সাবধান হন নাই। যাহা হউক সন তারিখের প্রসঙ্গ পুনরায় করা যাইবে, আপাততঃ ৺ গোবিন্দজীর কমনীয় মূর্ত্তি কোন্ সময়ে কেন গঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা শুনুন।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ব্রজ। যদুবংশ ধ্বংসের পর একমাত্র ব্রজই অবশিষ্ট ছিলেন। যুধিষ্ঠির ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ ও পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুর প্রদান করেন। কোন সময়ে ব্রজের মাতা ঊষা পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের গৌরব রবি। মাতৃ আদেশ অনুসারে ব্রজ ভাস্করগণ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। প্রথম যে মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইল, তাহা ঊষাকে দেখানতে তিনি কহিলেন, ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ব্যতীত আর কোনও অঙ্গের ঐক্য লক্ষিত হইতেছে না। সেই মূর্ত্তি মদনমোহন নামে অভিহিত হইয়া সংরক্ষিত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল।

উষা দেখিয়া বলিলেন, বক্ষঃস্থল ব্যতীত আর কোন অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত মিলিতেছে না। সেই বিগ্রহ গোপীনাথ নাম প্রাপ্ত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল। এবার মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই উষা আপনার মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত করিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার মুখবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছিল। দাদাশ্বশুরেরা নাত্‌বৌদিগের প্রতি যতই প্রাগল্‌ভ্য দেখান না কেন, ব্রীড়াক্লিষ্ট নাতবৌ বুড়া দাদাশ্বশুরকে দেখিয়া অবশ্যই ঘোমটা টানিবেন। উষা নিশ্চয়ই তাহা করিতেন, সুতরাং কৃষ্ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াও সেই অভ্যাস অনুসারে ঘোমটা টানিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটিই আমাদের ৺ গোবিন্দজী। আবার সময় নিরূপণ করা যাউক। কল্যব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন ৫০০৪। কিন্তু ম্যাক্‌স্ মুলারের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ নির্ম্মাণকাল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি উহা হইতে অর্ব্বাচীন। কোন্‌টা মানিব? আচ্ছা, ৫০০০ ও ৩০০০ যদিই একাকার করিয়া ধরি, তাহা হইলেও ইহা জিজ্ঞাস্য যে সত্য সত্যই কি ব্রজ ঐরূপ কারণে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভক্তেরা আপনাদেরকৃত কার্য্যকলাপ অতি প্রাচীন কালের সহিত সংযোজিত করিয়া অনেক সময়ে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সে সকল সন্দেহের বিষয় উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে গোবিন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ঐতিহাসিক রাজা ব্রজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যাঁহারা উত্তরপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করুন।

৺ গোবিন্দজীর বর্ত্তমান গোস্বামী শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ রাধাচন্দ্রের নিকট আমি একখানি পুরাতন গোস্বামীদিগের তালিকা প্রাপ্ত হই। ইহাতে সন তারিখ নাই, কিন্তু কোন্ গোস্বামী কতদিন গোস্বামীপদে আরূঢ় ছিলেন, ধারাবাহিক রূপে তাহা লিখিত আছে। এই তালিকাটির অবলম্বনে সহজেই সন তারিখ নির্দ্ধারণ হইতে পারে। পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমি তালিকাটির অবিকল অনুলিপি দিলাম এবং ইহার ভাষারও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিলাম না।

শ্রীরূপ গোস্বামী
শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে
শ্রীঅনন্তাচার্য্য গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে
শ্রীহরিদাস গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে বরস ৫৫
শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামীজী বৈঠে বরস ২০
ভতীজে শ্রীনিত্যানন্দজী বৈঠে বরস ২২
শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৪
শ্রীশিবরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩৯
শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ২৪
শ্রীগোবিন্দচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ১৬

শ্রীজগন্নাথ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩০
শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস. ২৫

(বিবাহ আরম্ভ)

শ্রীরামশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩৮
শ্রীনীলাম্বর গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৭
শ্রীবলরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩
শ্রীকৃষ্ণশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ২৮
শ্রীরামনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস... ... ... ১৭
শ্রীগোবিন্দনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩
শ্রীহরেকৃষ্ণ শরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ১৮
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীজী বৈঠে বরস ১১
শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩০

চৌদ্দ বৎসর গত হইল, ইনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। বর্ত্তমান গোস্বামীর নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই তালিকা অনুসারে বর্ষগুলির সমষ্টি ৪০৩ বৎসর হইতেছে। সুতরাং হরিদাস গোস্বামীর গাদি বসিবার সময় ৪০৩ বৎসর পূর্ব্বে ধরিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। যে বৎসরে এক জনের গাদিকালের শেষ হয়, সেই বৎসরেই আর এক জনের গাদিকালের আরম্ভ; অথচ একটি বৎসর প্রথমোক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে, দ্বিতীয়োক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে। হরিদাসের পরে আঠার জন গোস্বামী গাদি শোভিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা সমষ্টি হইতে ১৭ বৎসর অনায়াসে বাদ দিতে পারি। এই হিসাবে হরিদাসের গোস্বামী পদের আরূঢ় হইবার কাল ৩৮৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে হইতেছে। এখন আর একটি বিচার আবশ্যক। হরিদাসের পূর্ব্বে অনন্তাচার্য্য, তাহার পূর্ব্বে গদাধর, তাহার পূর্ব্বে শ্রীরূপ। তাহা হইলে কি শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বে অথবা তাঁহার শৈশবাবস্থায় বৃন্দাবনে আইসেন? বড় গোলের কথা। যদি চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের কথা প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হয় অর্থাৎ শ্রীরূপ চৈতন্যদেবের অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সে সময়ে গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসরের কম নহে। কারণ বিশ্বম্ভর চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রমসূচক কৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রাপ্ত হয়েন। পরে কিয়ৎকাল নীলাচলে কাটাইয়া বৃন্দাবন দর্শন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ; তাহাতে অন্ততঃ পঁচিশ যোগ করিলে ১৫১০ হয়। অতএব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারের মতানুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের বৃন্দাবনাগমন ১৫১০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না, বরং

আরও কিছু পরে হওয়াই সম্ভব। গোস্বামীদিগের বর্ষতালিকা এবং চৈতন্যচরিতামৃতের কথা মধ্যে রূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন দর্শনের সময় বিষয়ে যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে; আমরা তাহার সমাধান নিম্নলিখিত প্রকারে করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গদাধর পণ্ডিত, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহাদিগকে এক ব্রাকেটের মধ্যে রাখিয়া ৫৫ বৎসরকে সকলের ক্রমানুসারিক গাদিকালের সমষ্টি মনে করিতে হয়। গোস্বামীদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ তালিকাটি আমি ভ্রমযুক্ত মনে করিতে পারি না। সুতরাং শেষোক্ত মীমাংসা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না। তালিকাটিতে দেখা যাইতেছে যে, গদাধর, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহারা যথাক্রমে একের শিষ্য অপরে ছিলেন। পরন্তু সকলেই "গোস্বামীজীকে শিষ্য" ছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, সকলেই শ্রীরূপ মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন ও সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং ঐ চারিজনকে এক বন্ধনীতে রাখিয়া সামুদায়িক সময় ৫৫ বৎসর ধরা অসঙ্গত নহে। শ্রীরূপ হুসেন শার মন্ত্রী ছিলেন। হুসেন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অতএব শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। বরং আমরা শ্রীরূপের বৃন্দাবন কীর্ত্তির প্রারম্ভ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দকেই ধরিব। হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ তালিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মীমাংসিত হইতেছে। (১) গোবিন্দদাসজীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৯২ সুতরাং বোধ হইতেছে হরিদাসের সময়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং রাজা হিসাবে দেখিতে গেলে রাজা ভগবানদাসের সময়ে মন্দির আরম্ভ হয় এবং মানসিংহের সময় সমাপ্ত হয়। রাজা ভগবান দাস ঐ সময়টায় ঐ সকল স্থানে অনেক বার ঘুরিয়াছিলেন। কারণ তিনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত অনুমৃতা মাতার স্মরণার্থে সতী বুরুজ নামে এক উৎকৃষ্ট সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নন্দগ্রামে হরিদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আমরা ভক্তমালে তানসেনের সঙ্গীতগুরু এক হরিদাস সাধুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাই। আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া উক্ত সাধুর গীত শুনিবার জন্য বৃন্দাবনে আসেন। হরিদাস বাদশাকে ভজনগীত শুনাইয়া এরূপ প্রীত করিয়াছিলেন যে, বাদশাহ কৃষ্ণলীলামাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের অনেক উপকার করেন। এই হরিদাস সাধুই কি শ্রীরূপের অন্তরাঙ্গ হরিদাস? বিচিত্র নহে। (২) কৃষ্ণচরণ গোস্বামীর গাদি অধিকাল কাল ১৬৫৫ হইতে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; সুতরাং ইহারই সময়ে গোবিন্দমূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে রক্ষিত করা হয়। ইহার সময়ে অম্বররাজ মির্জা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্র রামসিংহ। উভয়েরই সময়ে কৃষ্ণচরণ বিদ্যমান ছিলেন। (৩) ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী গাদি সমাসীন হন। ইঁহার গাদি সমাপ্তিকাল ১৭৩৮। ঐ সময়ে মহারাজা সেবায় জয়সিংহ অম্বরেশ্বর। এই সময়ে গোবিন্দজী জয়সিংহের নূতন নগর জয়পুরে আনীত হন। হরেকৃষ্ণের পরে রামশরণ গোস্বামী

রাজার নির্ব্বন্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পর হইতেই যথেচ্ছ শিষ্যানুক্রমিকতার পরিবর্ত্তে বংশানুক্রমিকতানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হইতে লাগিল। তবে এইটুকু বিশেষ যে শিষ্যত্ব কথাটির লোপ হয় নাই, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রাদি শিষ্যরূপে গৃহীত হয়।

বৃন্দাবন কীর্ত্তি।

সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত ছয়জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু বৃন্দাবন কীর্ত্তির সূত্রপাত করেন।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ইঁহারা এবং ইঁহাদের শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিগ্রহের সেবক হয়েন, যথা :—

শ্রীরূপ	...	...	৺ গোবিন্দজী
সনাতন	...	...	৺ মদনমোহনজী
জীব	...	...	৺ রাধাদামোদরজী
লোকনাথ	...	...	৺ রাধাবিনোদজী
মধুমঙ্গল	...	...	৺ গোপীনাথজী
রঘুনাথ	...	...	৺ শ্যামসুন্দরজী
গোপালভট্ট	...	...	৺ রাধারমণজী ইত্যাদি

নারায়ণ ভট্টকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি লীলাস্থল আবিষ্কৃত হয়। তিনি বল্লভ নামক এক নর্ত্তককে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার অভিনয় করিবার জন্য আদেশ দেন। বল্লভ একটি ব্রাহ্মণ বালককে কৃষ্ণ এবং আর একটিকে রাধিকা এবং আর আটটি বালককে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী সাজাইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী অনেকগুলি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী-গাথা রচনা করেন, কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে সে সকলের বর্ণনা এস্থলে করিলাম না। কথিত আছে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এরূপ ভক্ত ছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা ভগবানের মানসী পূজা সাধন করিতেন। একবার তিনি মানসিভোগ উৎসর্গ করিয়া, তাহার দুধভাত ধ্যানযোগে প্রচুর পরিমাণে খান। ইহাতে উদরাধ্মান হইয়া পীড়িত হয়েন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠলনাথ বৈদ্য সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসেন। বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, অতিরিক্ত দুধভাত খাওয়াতে অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে; অতএব এই ঔষধ সেবন করাইলে আরোগ্যলাভ হইবে বলিয়া ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন রঘুনাথদাস গোস্বামী কহিলেন, যে ভোজন হইতে আমার এই উদররোগ হইয়াছে, উহা অজ্ঞান রোগের জন্য ঔষধস্বরূপ এবং অনন্তজীবনের জন্য অমৃতস্বরূপ, অতএব আপনি আপনার ঔষধ আপনার নিকট রাখুন, আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় থাকিব। বাস্তবিক রাধাকুণ্ডের এই বিখ্যাত ভক্ত প্রকৃতপক্ষে দুধভাত খান নাই; কেবল মানসিক পূজনে অতিরিক্ত পরিমাণে মহাপ্রসাদ খাইয়াছিলেন এবং স্থূলদেহে তাহার ঐরূপ পরিণাম দৃষ্ট হইয়াছিল।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিস্থাপন সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী চলিত আছে ; সেটি এই :— বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর যুক্তি ও আশীর্ব্বাদ বলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের তুষ্টির জন্য বৃন্দাবনে লাল পাথরের বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভ্রম আছে। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহ যখন প্রেরিত হয়েন, তখন বাদশাহ আকবর ছিলেন না, জাহাঙ্গীর ছিলেন। সুতরাং ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা। যদ্যপি মানসিংহ যথার্থই কোন বাঙ্গালী গোস্বামীর নিকটে যুক্তি এবং আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মন্দির সমাপ্তিকাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে কে গোস্বামী ছিলেন এবং সে সময়ে মানসিংহ কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন কিনা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। গোস্বামীদের নিকট প্রাপ্ত তালিকা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তি কাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ এবং তাহার পর গোবিন্দদাস ২০ বৎসর গাদি অধিকার করিয়া থাকেন। মন্দির নির্ম্মাণে ২০ বৎসরের অধিক লাগিয়াছিল বই কম নহে। সুতরাং সম্ভবতঃ মানসিংহ যুবরাজ অবস্থায় হরিদাসের সময়ে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ শ্রীরূপের সে সময়ে বর্ত্তমান থাকা আশ্চর্য্য নহে। তিনি গদি শিষ্যগণকে ছাড়িয়া দিয়া হয়ত জপ তপে সময় কাটাইতেন। তবে তাঁহাকে শতায়ু মনে না করিলে তাঁহার সহিত মানসিংহের একত্রীকরণ সম্ভব হয় না।

৺ গোবিন্দজীর গোস্বামী অত্যন্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে সময়ে বাদশাহ কর্ত্তৃক মানসিং প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য অনুজ্ঞাত হন, তখন তিনি জয়পুর হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনের নিকট ছাউনি করেন। সেই সময় বাবাজীর তপঃপ্রভাব তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তখনি লোক পাঠাইয়া বাবাজীকে আপন শিবিরে আসিবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বাবাজীর নিকটে রাজদূতগণ পৌঁছিলে এবং রাজাজ্ঞা জানাইলে তিনি বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাসী মানুষ ; আমার রাজা রাজড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; অতএব তোমরা রাজাকে বুঝাইয়া বলিবে যে আমি বড়লোকের সহিত দেখা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না, সুতরাং আমার মনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতেছে না। রাজদূতেরা রাজাকে এই সকল কথা জানাইলে রাজা পুনরায় আগ্রহপ্রকাশ করিয়া বাবাজীর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং বিশেষ অনুনয় সহকারে যাহাতে একবার দর্শন দেন এই প্রার্থনা করিলেন। এবারেও বাবাজী অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, ফকির ব্যক্তি রাজদরবারে যাইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা রাজার নিকট ঐ কথা যখন জানাইলেন তখন

মানসিংহ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যখন তিনি সহজে আসিলেন না, তখন আমি জোর করিয়া আনাইব। এই কথা তোমরা গিয়া তাঁহাকে বল। বাবাজী দূতমুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে, ইহা দেখিতেছি মহারাজার রাজহঠ। তিনি কেন এরূপ নির্ব্বন্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। আমি রাজদরবার কিম্বা রাজসংসর্গ প্রার্থনা করি না। ও সকল আমার পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। আমি আপনার ছপ্পরে বসিয়া সাধনাদি করিয়া জীবনযাপন করিব জানি। মহারাজ আমাকে যেরূপ দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন ; আমি এমন ধন রাখি না, যাহার জন্য আমাকে শোক করিতে হইবে এবং শরীরের সম্বন্ধেও আমার আশঙ্কা নাই, কারণ আমার মৃত্যু হইলে পিছনে কাঁদিবার কেহ নাই। এই সমস্ত কথা যখন মানসিংহকে শোনান হইল, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং নিজেই বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা যে সময়ে সাজসজ্জা করিয়া বাবাজীর কুটীরে আইসেন, তখন বাবাজী চক্ষু মুদিত করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাজা করপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখিতে পান নাই। পরে তিনি যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজীও সসম্ভ্রমে রাজাকে উঠাইয়া সমুচিত সমাদর করিলেন। কিয়ৎকাল পরস্পরের মধ্যে আলাপ আপ্যায়নে অতীত হইয়া গেলে, মানসিংহ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশে সমুদ্রকূলে প্রতাপাদিত্য নামে একজন প্রবলপ্রতাপ নরপতি আছেন। বাদশাহ যে কোন সেনাপতিকে তাঁহার বিপক্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, সকলেই পরাজিত ও নিহত হইয়াছে। আপনাকে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে আমি প্রতাপাদিত্যকে হারাইতে পারিব। বাবাজী উত্তর করিলেন "প্রতাপাদিত্যের গৃহে শিলাময়ী দেবীমূর্ত্তি আছেন, ঐ দেবীই প্রতাপাদিত্যের জয়শ্রীর কারণ। যে প্রকারে ঐ দেবীমূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহাও আপনার নিকটে নিবেদন করিতেছি শুনুন। প্রতাপাদিত্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগ্রায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি মথুরায় আসিয়া যমুনা স্নান করেন। স্নান করিবার সময়ে একখানি পাথরের কোণ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি পাথরখানি উঠাইলেন, দেখিলেন, একখানি সুন্দর শিলা-পট্ট। মথুরার পাণ্ডাগণকে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে এখানি কি এবং এখানে কেন পড়িয়া আছে, পাণ্ডারা তাঁহাকে বলে যে এই খানির উপরে রাজা কংস একে একে দেবকীর সাত সন্তানকে আছাড় মারিয়া মারেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অধিকার করিলে পর আপনার ভ্রাতৃবিনাশস্মারক এই প্রস্তরখণ্ড যমুনায় ফেলিয়া দেন, তদবধি উহা এইখানে পড়িয়া আছে। প্রতাপাদিত্য মনে করিলেন যে এই খানিতে আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বসিয়া রাজত্ব করিব। কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তুমি ইহাতে সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কল্পনা

পরিত্যাগ কর ; আমার অষ্টভুজা মূর্ত্তি খোদাইয়া বিগ্রহ প্রস্তুত কর এবং তাঁহার পূজা করিতে থাক। যতদিন তুমি আমাকে গৃহে রাখিবে, ততদিন তোমার বিজয়শ্রী অনিবার্য্য। প্রতাপাদিত্য এরূপ পরম কল্যাণকর স্বপ্নের প্রতি অবহেলা না করিয়া পরদিন হইতেই বিগ্রহ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। উক্ত বিগ্রহ বলেই প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরেরও অপরাজেয় হইয়াছেন। আপনি যদপি সেই মূর্ত্তি কোন প্রকারে হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জয়লাভ করিতে পারিবেন, অন্যথা জয়লাভ অসাধ্য। মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি প্রকারে সেই বিগ্রহমূর্ত্তি হস্তগত করিতে পারিব, কারণ তাহা অতি যত্নে প্রতাপাদিত্যের ভবনে সংরক্ষিত। বাবাজী বলিলেন, সে বিষয় আমি বলিতে পারি না। আপনি রাজ-কৌশল বিস্তার করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করুন। মানসিংহ তাহাই হইবে, এই বলিয়া বাবাজীর পদযুগল বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন সুনিপুণ ভাস্করগণকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে অতি গুপ্তভাবে শিলাদেবীর মন্দিরে প্রেরণ করেন। তাহারা তদ্দৃষ্টে হুবহু দ্বিতীয় শিলা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। পরে মহারাজ প্রচুর উৎকোচের দ্বারা শিলাদেবীর পুরোহিতগণকে বশীভূত করিয়া আসলমূর্ত্তিটী নিজ হস্তগত করেন এবং নকল মূর্ত্তিটি যথাস্থানে রাখিয়া দেন। ইহাতেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হয়। যাহা হউক, মানসিংহ বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাদশাহের নিকট সমুচিত সম্মানিত হওয়ার পরে বৃন্দাবনের বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ৺গোবিন্দজীর রৌপ্যময় মন্দির করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। ইহাতে বাবাজী বলেন যে, এ সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত (এখনকার সহর বৃন্দাবনে তখনকার অরণ্য বৃন্দাবনে অনেক প্রভেদ)। আমি সামান্য ব্যক্তি, ঐ রূপার মন্দির কেমন করিয়া চৌকি দিব, উহা আমার পক্ষে একটি বিপৎস্বরূপ হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি ওরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া একটি মজবুত মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনা করুন। আপনি রৌপ্য মন্দিরে যে টাকা ব্যয় করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, দৃঢ়গঠিত প্রস্তরময় মন্দির যদি সেই টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলেই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। বাবাজীর অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনের বিখ্যাত লাল পাথরের সাততল মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই মন্দিরে বহুকাল গোবিন্দজী অবস্থিতি করিতেন। পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে ইহা জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সে কথা পরে বিবৃত হইবে।

মানসিংহ এবং বাবাজীর পরস্পর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে অসম্ভব কথাগুলি ত্যাগ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যুবরাজ মানসিংহ বাবাজীর ব্রহ্মনিষ্ঠতা-গুণে মুগ্ধ হইয়া ঐ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। ভক্তমালে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে আগরায় দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের লাল পাথরের পাহাড় সকল হইতে অন্য কোথাও পাথর না যাইতে পারে, বাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল। রাজা

মানসিংহ আকবরের নিকট আজ্ঞা লইয়া লালপ্রস্তরে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করান। তের লক্ষ টাকা কেবল মশলা মজুরিতে লাগিয়াছিল।

গ্রাউস সাহেব লিখিত মথুরার ইতিবৃত্তে এই মন্দিরের হিন্দী শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া আছে। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ লিখিয়া দিলাম। "বাদশাহ আকবরের রাজত্বের চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষে মহারাজ পৃথ্বীরাজের * বংশসম্ভূত মহারাজ ভগবান্ দাসের পুত্র শ্রীমহারাজ মানসিংহ দেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে গোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কর্ম্ম-কর্ত্তার নাম কল্যাণদাস, সহকারী-পরিদর্শক মাণিকচাঁদ চোপার, স্থপতি শিল্পী দিল্লীর গোবিন্দ দাস এবং মিস্ত্রী গোরধদাস।" আকবর শাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার ৩৪ বৎসর রাজত্বকালে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মন্দির স্থাপিত হয়।

কথিত আছে, বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃন্দা-দেবীর জন্য সর্ব্বপ্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এখন সে মন্দিরের চিহ্নমাত্রও নাই। কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান সেবাকুঞ্জের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত ছিল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের খ্যাতি এত সত্বর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সম্রাট আকবর এই স্থান দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া নিধুবনের ঘেরাওয়ের মধ্যে লইয়া যান। সেখানে তিনি এমন সকল মানসদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন যে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তিনি বৃন্দাবনে মন্দির সকল নির্ম্মাণ বিষয়ে হিন্দুরাজগণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। আকবরের বৃন্দাবন দর্শনের স্মারক চিহ্নস্বরূপ চারিটি বিখ্যাত মন্দির অতি সত্বরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, যুগলকিশোর এবং মদনমোহন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম এবং প্রধান গোবিন্দদেবের মন্দির। ইহার সৌন্দর্য্য সুখ্যাতি বিষয়ে গ্রাউস মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The first named is not only the finest of the particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu Art has ever produced at least in Upper India" * * * * *

Mr Fergusson in his Indian Architecture speaks of this temple as "one of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which an European Architect might borrow a few hints." I should myself have thought that 'solemn' or 'imposing' was a more appropriate term than elegant for so massive a building and that the suggestions that might be derived from its study were many rather than few."

---

* ইহাকে কেহ যেন দিল্লীর চৌহান পৃথ্বীরাজ মনে না করেন; ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অম্বরে রাজত্ব করিতেন। ইহার পরে বাহারমল, তৎপরে ভগবান দাস, তৎপরে মানসিংহ।

মদনমোহনের-মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি কথিত হইয়া থাকে। মুলতান-বাসী রামদাস নামক জনৈক বণিক তাঁহার পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া নৌকাযোগে যমুনার উপর দিয়া আগরা যাইতেছিলেন, কিন্তু কালীদহ ঘাটে তাঁহার নৌকা বালুকাচরে সংলগ্ন হইয়া গেল; তিন দিন চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি নৌকাকে ভাসমান করিতে অসমর্থ হইলেন না, তখন তিনি স্থানীয় দেবতার আরাধনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পাহাড়ে উঠিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মদনমোহনের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মদনমোহন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নৌকা উদ্ধার করিয়া দিলে উক্ত বণিক সানন্দে আগরা যাত্রা করিলেন এবং আগরা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার পণ্য বিক্রয় প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এখানেও সনাতন না হইয়া তাঁহার শিষ্য পরম্পরার মধ্যে একজন গোস্বামী হইবেন এইরূপই মনে হয়। এই কারণে মদনমোহনের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের নাম মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্য মুলতানে ও পঞ্জাবে বর্ত্তমান এবং তত্রত্য লোকেরা বিশেষ কাণ্ডে মদনমোহনের শপথ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুতদিগের শেখাবৎ নামক শাখাতে উৎপন্ন রায়শিল্জী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি একদল আফগান আক্রমণকারীকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে আকবর শাহ তাঁহাকে দরবারী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহ এবং রাণা প্রতাপসিংহের যখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন প্রথমোক্তের সহায়তার জন্য আকবর রায়শিলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রায়শিল কাবুলের বিরুদ্ধেও অভিযান করিয়াছিলেন। এখন শেখাবৎ রাজপুতগণের রাজ্য জয়পুরের মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত। শেখাবতী প্রদেশের অধিকাংশ রাজপুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের শিষ্য এবং গোপীনাথজীর দিব্য দিলে তাহারা উন্মুক্ত তরবারিকেও কোষ মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করে।

বাঙ্গালী গোস্বামীরা প্রায় দেড় শত বৎসর বৃন্দাবনে আনন্দের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্তু ১৬৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগের উপর একটি সুমহৎ বিপৎপাত হয়। সেটি আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিগ্রহনিগ্রহ। এ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস নিম্নলিখিতভাবে প্রচলিত আছে। কোন সময়ে বাদশাহ ও বেগম রাত্রের প্রথম যামে আপনাদের আগরাস্থ প্রাসাদে বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিলেন। বেগম বলিলেন যে 'ঐ যে উত্তর দিকে একটি আলো দেখিতে পাই, উহা সততই স্থির। সুতরাং উহা চন্দ্র বা বিদ্যুৎ নহে। ওটি কি?' বাদশাহ বলিলেন, যে "কল্য আমি এ বিষয়ে তোমাকে কহিব।" বেগম কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা; এই একটি সামান্য কথার উত্তরের জন্য আপনি একদিন অপেক্ষা করিবেন। আপনি দীন দুনিয়ার মালিক হইয়া এই সংবাদটা রাখেন না। সুতরাং বাদশাহ তৎক্ষণাৎ এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সভ্যগণের নিকট ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সভ্যেরা

কহিল, "জাঁহাপনা, আকবরাবাদ (আগরা) হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে কাফেরদিগের ফকীরাবাদ (বৃন্দাবন) নামক তীর্থে এক অতি উচ্চ মন্দির আছে ; সেই মন্দিরের চূড়ায় প্রতিদিন একটি ঘৃতপূর্ণ কলসের উপর বাতি জ্বালান হইয়া থাকে, তাহারই কিরণ এখানে পৌঁছিয়াছে। কাফেরদিগের ঐ মন্দির সাততালা উচ্চ ; বোধ হয় হিন্দুস্থানে অত বড় উচ্চ চূড়া আর কোথাও নাই। সমবেত সদস্যগণের মুখে রাজধানীর এত নিকটে হিন্দুদিগের এত প্রাদুর্ভাব, ইহা আলোচনা করিতে করিতে হিন্দুধর্ম্মের শত্রু বাদশাহ কহিলেন, তবে ত দেখিতেছি আমার রাজত্বের সমস্ত মস্‌জিদ অপেক্ষা কাফেরদিগের এই মন্দির উচ্চ। ইহা কখনই হইতে পারিবে না। তোমরা কল্য প্রাতেই উক্ত মন্দিরের উচ্চতা খর্ব্বীকৃত কর। আগরায় অনেকগুলি হিন্দু রাজা সে সময় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে বাদশাহের আদেশ শুনিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, যখন ঐ উচ্চ মন্দির ধ্বংস হইবে, তখন অন্যান্য মন্দিরও যে অব্যাহতি পাইবে তাহা নহে ও সেই সঙ্গে বিগ্রহসকলও চূর্ণীকৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তাঁহারা গুপ্তচরের দ্বারা বৃন্দাবনের মন্দিরাধিকারীদিগকে এই বলিয়া পাঠান যে যদি তোমরা আপনাপন বিগ্রহের পবিত্রতা বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে মন্দির ও জীবিকার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিগ্রহ লইয়া পলায়ন কর। আমাদিগের দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য হইবে। ৺ গোবিন্দজীর মন্দির জয়পুররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ পাছে যবনহস্তে কলঙ্কিত হয়, এই জন্য অম্বররাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। হঠাৎ অম্বরে বিগ্রহ সরাইয়া আনা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া উহা কাম্যবনে রাখা হয়; পরে কাম্যবন হইতে অম্বরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর নামক স্থানে রক্ষিত হয়। কিছুকাল সেখানে থাকার পর অম্বর সহরের সান্নিধ্যে ঘাটি নামক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে রাখা হয়। ওখানে কিছুকাল অবস্থিতি করার পরে জয়পুর সহরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে রাজভবন সন্নিহিত রাজমন্দির নামক মন্দিরে ৺ গোবিন্দজী স্থাপিত হয়েন। অদ্যাবধি তিনি সেই খানেই অবস্থিতি করিতেছেন। গোবিন্দদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি বিগ্রহ এবং তাঁহাদের গোস্বামীদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়, যথা গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও রাধাবিনোদ। মদনমোহনের বিগ্রহ সম্প্রতি করৌলীতে বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিব।

আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের যে নিগ্রহ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার কারণ যে অতটা তুচ্ছ তাহা বোধ হয় না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আওরঙ্গজেবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দারা হিন্দুদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার পিতার এবং শান্তিপ্রিয় মুসলমানদিগেরও প্রিয় ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনের তিনি প্রকৃত অধিকারী ছিলেন সুতরাং আরঙ্গজেবকে দারাকে পরাভূত করিবার জন্য কাবুল, সমরকন্দ প্রভৃতি পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সৈন্যাপত্যের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ঐ

সকল মুসলমান সেনানায়কের মধ্যে জুলফিকার একজন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেব পিতাকে কারারুদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সমরে পরাস্ত ও বধ করিয়া পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সন্তোষের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানে যে সকল মুসলমান বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন, হিন্দুজাতির উপর এবং হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহারা তাদৃশ বিদ্বেষ রাখিতেন না। বৈদেশিক মুসলমানগণ বুৎশিক্‌নী অর্থাৎ বিগ্রহনাশের নামে অত্যন্ত উল্লসিত হইত। দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া আরঙ্গেব তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিতে সে বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই; কারণ পাছে হিন্দু-রাজগণ পিতার সহায়তা করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ় করিবার জন্য একটা বিভ্রাট বাধায় এই ভয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ আরঙ্গেব মথুরার উপর পূর্ব্ব হইতেই চটা ছিলেন; কারণ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বাবালাল নামক ভক্তকে দারাসিকো অত্যন্ত মান্য করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণ হইতেই দারার হিন্দুদিগের সহিত অধিক প্রণয় এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অধিক প্রবেশ এবং হিন্দুদিগের সহানুভূতির সূত্রপাত। আরঙ্গেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই মথুরার লোকেরা ধর্ম্মসাহস দেখাইয়া মুসলমান বাদশাহ বা তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক পীড়ন প্রাপ্ত হইত ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও মথুরাবিদ্বেষ প্রকটিত করিবার একটি বেশ সুযোগ উপস্থিত হইল। কোকিল নামে একজন জাঠ সাদাবাদ পরগণা লুঠ করিয়া ধনশালী এবং জনশালী হইয়া মহাবন পরগণার অধীন কোন গ্রামে রাজবিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে। মহাবনের শাসক আবদুল নবী কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া নিজে মারা পড়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসক কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে অকৃতকার্য্য হয়েন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সেখ্ রজউদ্দীন কর্ত্তৃক কোকিল ধৃত হয় এবং আগরায় প্রেরিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই বৎসরেই ফেব্রুয়ারী মাসে আরঙ্গেব স্বয়ং মথুরায় গমন করেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই তথাকার কেশবদেবের বিখ্যাতমন্দির সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তাহার উপর মস্‌জিদ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনের উপর আরঙ্গেবের এতটা ক্রোধ ছিল না কিন্তু তিনি অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দেন। অধিকারী, পূজারী এবং গোস্বামীগণ ইতিপূর্ব্বেই অনেকে পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন। এই পলায়ন সময় হইতেই রাজপুতনায় প্রবলতররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হইল।

কেশব দেব্ বল্লভাচার্য্যদিগের বিগ্রহ এবং ইহার এতদূর খ্যাতি যে বরাহপুরাণোক্ত বচন ইহারই সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত। ন কেশবসমো দেবঃ ম মাথুরসমো দ্বিজঃ॥ উদয়পুরের বিখ্যাত রাণা রাজসিংহকর্ত্তৃক কেশবদেবের মূর্ত্তি তাঁহার রাজ্যান্তর্গত নাথদ্বার নামক স্থানে রক্ষিত হয়। মথুরা বৃন্দাবন গোকুল মহাবন প্রভৃতি ও উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেকগুলি প্রতিমা যেমন জয়পুরে রক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি প্রতিমা নাথদ্বার

কোটা, কন্‌করোলী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানেও রক্ষিত হইয়াছে। আমরা আর একবার কেশব-দেবের উল্লেখ করিব। ইহার বর্ণনা বর্ণিয়ার, ট্যাবার্ণিয়ার প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ প্রশংসার সহিত করিয়া গিয়াছেন। বুন্দেলজাতীয় বীরসিংহদেব কর্ত্তৃক তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাসিরি আলমগিরি নামক পুস্তকের রচয়িতা এই মন্দিরের ধ্বংসে কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতব্য।

"অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে এই ভ্রান্তির স্থান সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই সুকঠিন কার্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ত্তমান বাদশাহের অতিসুলক্ষণযুক্ত রাজত্বকালে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। এ রাজত্বে পৌত্তলিকতা এবং অপধর্ম্মের অনেকগুলি পঙ্কিলগর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষমতা এবং সত্যশাস্ত্রের সাফল্য দৃষ্টে গর্ব্বিত রাজগণ তাহাদিগের বিশ্বাস সকলকে কণ্ঠমধ্যে অত্যন্ত জ্বালাযুক্তভাবে অনুভব করিতে লাগিল এবং প্রাচীরে অঙ্কিত প্রতিকৃতির ন্যায় নীরব হইয়া থাকিল। বহুমূল্য রত্নরাজিতে ভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত মূর্ত্তি কাফের-দিগের মন্দির হইতে আগরায় নীত হইল; সেখানে সেগুলা নবাব কুদসিয়া বেগমের মস-জিদের সিঁড়ির ধাপের নীচে পুতিয়া ফেলা হইল, যাহাতে লোকে উহাদিগকে মাড়াইয়া চিরদিন চলা ফেরা করিতে পায়। এই ঘটনার পর হইতেই মথুরার নাম ইস্‌লামাবাদ রাখা হইল।"

আরঙ্গের কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নির্য্যাতনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ আপনার আপনার ঠাকুর লইয়া রাজপুতানার রাজগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণ একমাত্র জয়পুররাজেরই শরণা-পন্ন হন। আমরা সর্ব্ব প্রথমে গোবিন্দদেবের বিষয় বর্ণনা করিব। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেব মন্দির ভগ্ন করিতে আরম্ভ করেন; তাহার পূর্ব্ব বৎসরেই অম্বররাজ প্রথম জয়সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রামসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন; অতএব গোবিন্দজীকে বৃন্দাবন হইতে আনয়নকারী এই রামসিংহই হইবেন। প্রথমে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি কাম্যবনে কয়েক বৎসর রক্ষা করা হয়। অনুমান ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ঐ মূর্ত্তি অম্বরনগর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বড় গোবিন্দপুরা নামক গ্রামে স্থাপিত করা হয়। কারণ গোবিন্দপুরার কর্জ্জের হিসাবের প্রাচীন খাতাতে উহার অপেক্ষা পুরাতন তারিখ নাই। কয়েক বৎসর সেখানে রাখা হইলে অম্বরনগরের তোরণদ্বারের নিকটেই ঘাটী নামক স্থানে এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় জয়সিংহ রাজত্ব করেন এবং তিনি জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার প্রাসাদের সম্মুখে রাজমন্দির নামক মন্দির প্রস্তুত করান। সেই মন্দিরে গোবিন্দদেবকে স্থাপিত করা হয়, অদ্যাপি তিনি সেইখানেই বিরাজমান। গোবিন্দজীর ঘাটীতে আগমন এবং তৎপরে রাজমন্দিরে অবস্থানের ঠিক সময় নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই; তবে উভয়

ঘটনাই দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ের, ইহাই সম্ভব। রামশরণ গোস্বামী যখন গদিতে বসেন, সে সময় বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ। মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক ইনিই প্রথমে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। প্রায় চৌত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি গোবিন্দজীর সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমান গোস্বামিগণ জমীদারের মত সচ্ছল-ভাবে কালযাপন করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলার অধীন ওকড়সা গ্রামে। ইঁহারা পণ্ডিতবংশীয়। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ এখনও ওকড়সায় বাস করেন এবং ভট্টাচার্য্য উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত ইহাও বলা আবশ্যক যে রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, করৌলী, আলওয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিস্তার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম রাজপুতানার দিকেও পরম্পরাসম্বন্ধে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কৃতিত্ব পৌঁছিয়াছে। টড্‌প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত নাথদ্বার নামক তীর্থে মথুরা হইতে পলায়িত গোস্বামিগণের অনেকেই আপনাপন বিগ্রহের সহিত অন্নকূট পর্ব্বোপলক্ষে মিলিত হইতেন। ধারাবাহিকরূপে অনেক বৎসর এই বৈষ্ণব সম্মিলন প্রচলিত ছিল। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের সমাদর এই সূত্রে পশ্চিম রাজপুতানায় বিলক্ষণ হইয়াছিল।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত কথার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জয়পুরে দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্মান থাকিলেও রামানুজ এবং বল্লভীসম্প্রদায়েরও যথেষ্ট প্রাবল্য আছে। শত শত কৃষ্ণমন্দিরে ক্রমাগতই ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদির কথা কথিত হইয়া থাকে। যে কথক যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তিনিই সেই সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভূমিকা কথা আরম্ভের সময় ব্যবহার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায়ের কথকের কথাতে এই শ্লোকটি নাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, আমাদের দেশের কথক মহাশয়েরা এই শ্লোকটি না গাইয়া কথার ভূমিকা শেষ করেন না।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব।

ভারতের সভ্যতা প্রাচীন অথবা আধুনিক এই দুই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত সমাজে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ হইতেছে। গ্রীকসভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন, এমন কি বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইতেছেন যে, ভারতের সভ্যতা স্বদেশপ্রসূত নহে, বিশেষতঃ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব হিপক্রেটিসের গ্রন্থ বা মত হইতে গৃহীত, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মৌলিকতা কিছুই নাই। ইউরোপীয় মনীষীরা যাহা বলিতেছেন ও নানা উপায়ে যাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি বেদ-বেদাঙ্গাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, সভ্যতার ফলস্বরূপ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক নহে, তাহার মূলসূত্র ও উপকরণগুলি বেদ-বেদাঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

বেদশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।* মন্ত্রভাগ সংহিতা নামে অভিহিত, এবং অত্যন্ত প্রাচীন। ব্রাহ্মণভাগ বেদসংহিতার ভাষ্যস্বরূপ। ঋগ্বেদসংহিতা কত প্রাচীন, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বেদ পূর্ব্বে একই ছিল।† বোধ-সৌকর্য্যের জন্য পারাশর্য্য ব্যাস বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির সময় একরূপ নির্ণীত হইলেও তৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত মহামুনি ব্যাস কোন্ সময়ে ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বেদ, বিশেষতঃ ঋগ্বেদসংহিতা কতকালের, তাহা বলিতে কেহই পারেন নাই; ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঋগ্বেদের যে সময় নির্ণীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি কোনরূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।

ভগবান্ শাক্যসিংহ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীর সম্মত। তাঁহার পূর্ব্বে পাণিনি ও বেদব্যাখ্যাকার যাস্ক এবং তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বে মহাবৈয়াকরণ শাকটায়ন ইহ সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে, শাকলযজুর্ব্বেদে, যাস্কের নিরুক্তে, পাণিনির সূত্রে এবং পাতঞ্জল মহাভাষ্যে শাকটায়নের

---

* ব্রাহ্মণো মন্ত্রেতরবেদভাগঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী-টীকা।

† একঃ এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ। ভাগবত।

নাম উল্লিখিত আছে। * সুতরাং এই মহাবৈয়াকরণ শাকটায়ন কত প্রাচীন, তাহা লিখিত দলিল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও নানা শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি তাঁহার উণাদিসূত্রে পায়ু (anus), জায়ু (ঔষধ ও বৈদ্য), মায়ু (পিত্ত), আয়ু এবং ভিষক্ (বৈদ্য) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। † শাকটায়নের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ লোকসমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল এবং ঐ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য তিনি ঐ ঐ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বৈদিকমন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনেক পরে কল্পসূত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পসূত্র শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম্মসূত্র ভেদে ত্রিবিধ। বেদের অন্তিমভাগ উপনিষদে কল্পসূত্রের উল্লেখ আছে। ‡ আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞিয় পশুর কোন্ অঙ্গ কে পাইবেন, তাহার নির্দ্দেশ উপলক্ষে শারীরস্থানের অনেক শব্দ পাওয়া যায়। § অবশ্য এস্থলে ইহা বলা নিতান্ত সঙ্গত যে, সমস্ত কল্পসূত্রের উপাদান বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দাক্ষীতনয় পণিবংশোদ্ভব অষ্টাধ্যায়ীপ্রণেতা পাণিনি মহাত্মা শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বে গান্ধারপ্রদেশস্থ শলাতুর নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থান চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ অদ্বিতীয় বৈয়াকরণের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কল্পসূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ‖ অতএব কল্পসূত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং কল্পসূত্রে উল্লিখিত আয়ুর্ব্বেদিক পারিভাষিক সংজ্ঞা খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কল্পসূত্রের উপাদান বেদে বর্ত্তমান ছিল, ইহা বলা অযৌক্তিক নহে। এই কল্পসূত্রগুলি রচিত হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সৌত্রিক কাল ভারতীয় শাস্ত্রে চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বিবিধ বিদ্যার সূত্রপাত ও যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল। যাঁহার যে যে বিষয়ে অভিরুচি ও পারদর্শিত্ব ছিল, তিনি সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা তদানীন্তন লোকদিগের অতিদুর্গম জ্ঞান-পথ যথাসাধ্য সুগম করিয়াছেন এবং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য পরপদ-দলিত লোকেরও ভারতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনার পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন।

এখন এই আপত্তি হইতে পারে যে, বুঝিলাম, আয়ুর্ব্বেদের মূল উপাদানগুলি বেদ-বেদাঙ্গে

---

* যাস্ক নিরুক্ত—নামাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। পাণিনি সূত্র—লঙঃ শাকটায়নস্য ৩।৪।১১১ এবংস্যাল্লুঙ্‌প্রবদ্ভূতঃ শাকটায়নস্য ৮।৩।১৮। বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গে আসীনঃ শকটস্যার্দ্ধং যান্তং নোপলেভে। পা ৩।২।১২৫ সূত্রভাষ্য।

† উণাদিসূত্র ১।১,১।২, ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

‡ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পঃ * * *। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫।

§ ৬।৯।২—১৪ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দ্রষ্টব্য।

‖ পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।

থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল কই? বেদ কোন্ কালে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সময় নির্ণীত হইল না। বেদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যদি আর্য্যশাস্ত্রে কিছু থাকে, তাহা দেখান কর্ত্তব্য। উক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়ার নিমিত্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে যে কয়েকটি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, ঐ জ্যোতিষিক গণনাও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া বেন্টলী, আর্কডেকন প্র্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সভ্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে মহারাজ জয়সিংহ ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনা সংশোধন করিয়া দিতেন, সেই মহারাজের ন্যায় খগোলবিৎ পণ্ডিত এখন ভারতে আর নাই। মহামতি ভাস্করাচার্য্যের পদানুবর্ত্তী হইয়া আশা করিতেছি, আবার ব্রহ্মগুপ্তাদির ন্যায় মনীষিগণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বতন আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিবেন। আদিত্য-দাস-তনয় আবন্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহার গণনায় বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৫৪ পূর্ব্বে ? যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন। বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের পিতামহ। সুতরাং বরাহমিহিরের গণনানুসারে ৪৩৫৪ বৎসরেরও পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান ছিল। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের গণনার সহিত বরাহমিহিরের গণনার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। জ্যোতির্নির্ব্বন্ধ-মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহগণের বিশেষ বিশেষ রাশিতে স্থিতি অনুসারে গণনায় বর্ত্তমান সময়ে ৪৩৬০ বৎসর হয়। এই দুই গণনায় কেবল ৬ বৎসরের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ ব্যতিক্রম অতি সামান্য। * বিষ্ণুপুরাণের গণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মগধরাজ নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর গত হইয়াছে এবং মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণ আরও ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। † তৎপরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ ৩১৫ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং এতদনুসারে ১২১৫ বৎসরের সহিত ৩১৫ + ১৯০৩ যোগ দিলে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল ৩৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে হয়। বিবিধশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিৎ মহামতি কোলব্রুক্ বলেন, খ্রীষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসমুনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন। এই উভয় গণনা মিলাইয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, ব্যাসমুনি অন্যূন ৩৩০০ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব বেদ ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। ফলতঃ মহাত্মা শাক্যসিংহের পূর্ব্বে প্রায় ১০০০ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ভারতে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়েই আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান শিষ্য অগ্নিবেশ ঋষি, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর প্রভৃতি

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ। বৃহৎসংহিতা ১৩।৩।

† যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥
মহাপদ্মস্তুৎপুত্রাশ্চৈকবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩২।

কায়চিকিৎসায় মৌলিক গ্রন্থ এবং ধন্বন্তরির যোগ্যতম শিষ্য সুশ্রুত, গোপুর, পৌষ্কলাবতাদি ঋষিগণ শল্যতন্ত্রের আদিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। চরক অগ্নিবেশতন্ত্রের এবং নাগার্জ্জুন সুশ্রুতগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা মাত্র, তাঁহারা ঐ ঐ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন। *

মানিলাম, বরাহমিহির ও জ্যোতির্নিবন্ধের গণনায় ভ্রম রহিয়াছে। ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাও স্বীকার করিলাম। সেই বেদব্যাসের পিতা, জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক †, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ষট্‌শিষ্যের অন্যতম শিষ্য পরাশর যে আরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এমন কি প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মিয়াছিলেন, উক্ত গণনায় তাহা অবশ্যই সপ্রমাণ হইতেছে। এই পরাশরও অগ্নিবেশের ন্যায় কায়চিকিৎসার প্রণেতা। তাঁহার নাম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, এই সকল প্রমাণে তাহা যথাসম্ভব উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক উপাদানগুলি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া অগ্নিবেশ পরাশর প্রভৃতির গুরু আত্রেয় পুনর্ব্বসু ও সুশ্রুতাদির উপদেষ্টা ধন্বন্তরি, স্বস্বশিষ্যগণকে লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের নগণ্য বিচারশক্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ধন্বন্তরির নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিকসূত্রে বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর নাম পাওয়া যায়। ‡

এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক ব্রাহ্মণভাগও বেদেরই অন্তর্নিবিষ্ট ও তাহারই ভাষ্যস্বরূপ। এই ব্রাহ্মণভাগ নানা বিদ্যার, বিশেষতঃ শরীরতত্ত্বের সুবিস্তীর্ণ গভীর আকরস্বরূপ। মানবজন্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত-তন্ত্রের শারীর স্থানে যত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল তত্ত্বই শতপথ, ঐতরেয়, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। উল্লিখিত এই তিন ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে নানাবিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাই। ভারতীয় পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে এই ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় আয়ুর্ব্বেদ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ইহাতে কি কি আছে তাহা লিপিবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লিখিত শারীরতত্ত্বের সহিত অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত গ্রন্থের শারীরস্থান তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

---

* "History of Hindu Chemistry." *Intro. p p. VIII—XVI.*

† পরাশরাদিমিগহং গর্গেণ বিশদীকৃতম্।
আর্য্যাচার্য্যৈশ্চ রচিতং মিতিশাস্ত্রং প্রচক্ষতে।
আর্য্যভটপ্রণীত দশগীতিকা-পরিশিষ্ট।

‡ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১২ কণ্ডিকা, ৭ম ঋক্ দেখ। শতপথ ব্রাহ্মণ ৪র্থ কাণ্ড, ৩য় অ০, ৪র্থ ব্রা০, ২১ ঋকে অত্রি ও অত্রিগোত্রোৎপন্ন আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিক সূত্র ২৬। ১।

শতপথ ব্রাহ্মণ	চরক ও সুশ্রুত
অথ যৎপত্নী অক্ষস্য সংতাপমুপানক্তি প্রজননমেবৈতৎ ক্রিয়তে, যদা বৈ স্ত্রিয়ৈ চ পুংসশ্চ সংতপ্যতেঽথ রেতঃ সিচ্যতে, তৎ ততঃ প্রজায়তে, পরাঙ্গুপানক্তি পরাগ্ধ্যেব রেতঃ সিচ্যতে। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৫,৩।১৬	চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-তন্ত্র, শারীর স্থান ৩য় অধ্যায়, ২য় শ্লোক। সুশ্রুত-সংহিতা শারীর-স্থান ৩য় অ, ৩য় শ্লোক।
বৎসরে ৩৬০ রাত্রি, পুরুষেরও শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি, বৎসরে ৩৬০ দিন, পুরুষেও ৩৬০ মজ্জা। হৃদয়ই প্রাণ বা প্রাণই হৃদয়; যখন প্রাণ যায়, তখনই প্রাণী দারুবৎ ভূমিতে শয়ন করে অর্থাৎ পতিত হয়।*	দন্ত, উলুখল ও নখ সহিত নরদেহে ৩৬০ খানি অস্থি।—সুশ্রুত ৬০ খানি অস্থি বাদ দিয়া বলিয়াছেন, শল্যতন্ত্রে অস্থির সংখ্যা ৩০০।† হে বৎস সুশ্রুত! দেহীদের হৃদয়ই চেতনা স্থান।‡

স্তোমই ইহার মস্তক, সুতরাং মস্তক ত্রিবিধ উপাদানে—ত্বক, অস্থি ও মস্তিষ্কে গঠিত।§ গ্রীবাঃ পঞ্চদশ। গ্রীবাঃ=seven cervical vertebrae and seven dorsal vertebrae. শতপথ—১২।২।৪।

জত্রু, পর্শু (পর্শুকা) প্রভৃতি শারীর স্থানের পারিভাষিক শব্দ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।

উল্ব (amnion), জরায়ু (uterus) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও ঐ ব্রাহ্মণে দেখা যায়।

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে শারীরতত্ত্বের যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-যুগে—অতি প্রাচীনকালে—ঐরূপ অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। প্রশ্নগুলি এই—মনুষ্য কেন অদন্তকাবস্থায় জন্মে, ঐ দন্ত কেন বাল্যে পড়িয়া যায় এবং কিছুদিন স্থির থাকিয়া কেনই বা উহা আবার শেষাবস্থায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়? বাল্য ও বৃদ্ধকালে সন্তান হয় না কেন এবং মধ্য বয়সে সন্তান হয় কেন?‖ বাহুল্যভয়ে সমস্ত অংশের অনুবাদ দেওয়া হইল না। পাঠক দেখিবেন

---

* ত্রীণি চ বৈ শতানি ষষ্টিশ্চ সংবৎসরস্য রাত্রয়স্ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চ পুরুষস্যাস্থানি ইত্যাদি। শতপথ ১২।৩,২।৩
প্রাণো বৈ হৃদয়ং যাবদ্ধ্যেব প্রাণেন প্রাণিতি তাবৎপশুরেব যদাস্মাৎ প্রাণোঽক্রামতি দার্ব্বেব তর্হি ভূতোঽনর্থ্যঃ শেতে। শতপথ ৩,৮।৩।১৫

† ত্রীণি ষষ্ট্যধিকানি শতান্যস্থাং সহ দন্তোলূখলনখৈঃ। চরক শারীরস্থান ৭।৫
ত্রীণি সমষ্ট্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে, শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অধ্যায়।

‡ হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাম্। সুশ্রুত শারীরস্থান ৪র্থ অ।

§ শিরএষাস্য ত্রিবৃৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং ভবতি ত্বগস্থি মস্তিষ্কং। ৯।

‖ শতপথব্রাহ্মণ ১১।৪।১।৫—৭।
গোপথ ব্রাহ্মণ ১ম প্রপাঠক, ৭ম খণ্ড।

চরক ও সুশ্রুত উল্লিখিত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। * ফলতঃ ব্রাহ্মণযুগে আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্বানুসন্ধান আরব্ধ হইয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুতশাস্ত্রে যথাসম্ভব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অতীব প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর স্থানের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। ফলতঃ অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য চরক, সুশ্রুত ও চরণব্যূহের উক্তি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বা উপবেদ বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় সমস্ত সূক্ত ও তাহার সায়ণ ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। † এই সূক্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে বিদ্যমান আছে। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন অথর্ব্ববেদের ঋষি ঋগ্বেদ হইতেই ঐ সূক্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সুবিস্তীর্ণ আকার দিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদে শত শত ধমনীর কথা আছে। ‡

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কেশবৎ সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক নাড়ী সহস্র প্রকারে ভিন্ন হইয়া শোণিত চালনা করিতেছে, এরূপ বর্ণনা আছে। §

সুশ্রুত মুদ্রিত ও অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণস্বরূপ কতক অংশ উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

---

* সুশ্রুত সূত্রস্থান ১৪শ অং, ৪৩ পৃষ্ঠ।
চরক চিকিৎসা স্থান, বাজীকরণাধ্যায়।

† অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিক্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে॥
গ্রীবাভ্যস্ত উদ্গিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্যং সাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্ণাৎ পার্শ্বাভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহো যকৃত্তে বি বৃহামসি॥
অথর্ব্ববেদ দ্বিতীয় কাণ্ড, ৩।৩৩।১—৭ এবং ১০।৯।১৩—২৪।

১ চুবুকাৎ, ২ গ্রীবা শব্দেন তদবয়বভূতানি চতুর্দ্দশ সূক্ষ্মাণ্যস্থীনি উচ্যন্তে বহুবচননির্দ্দেশাৎ।
৩ উদ্গিহা=nape, ৪ অনূক্য=spine, তথাচ বাজসনেয়কম্—অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশঃ, দ্বাত্রিংশদ্ বা এতস্য করুকরাশি, অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশম্ ইতি [শতপথ ১২।২।৪।১৪]

‡ শতং ধমন্যঃ—৬।৯০।২

§ তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবদণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।—৪।৩।২০

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবল-বভ্রু-কপিশ-কপোত-মেচকাদীনাং বর্ণানামনেকেষামুৎপত্তির্ভবতি। সুশ্রুত প্রমেহ নিদান।

তত্র কেচিদাহুঃ শিরাধমনী স্রোতসামবিভাগঃ শিরা বিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক্, অন্যা এব হি ধমন্যঃ স্রোতাংসি চ শিরাভ্যঃ। শারীর স্থান—৯ অঃ।

তির্য্যগ্ গতানাং তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যতে তাশ্চ অসংখ্যেয়াঃ তাভিরিদং শরীরং সর্ব্বাকীর্ণং বিবদ্ধমাততং চ। তাসাং মুখানি স্রোতাংসি প্রতিবদ্ধানি।
যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ। ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥ ঐ ঐ

অথর্ব্ববেদে জরায়ু শব্দ আছে। (১)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, জরায়ুমধ্যে গর্ভ অধোমুখে অবস্থিত থাকে ও প্রসবের সময় মস্তক অগ্রে বহির্গত হয়। (২)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদরী ও কামলা রোগ উল্লিখিত আছে।—৭।১৫

শিত্র (white leprosy)—ঐং ব্রাঃ ৬।৩৩

অথর্ব্ববেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যাহা আছে, তৎসমস্তই চরক ও সুশ্রুতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (৩)

অথর্ব্ববেদে রসায়ন শাস্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কারণ উহাতে লিখিত আছে যে রুদ্রের মূত্র (হরবীর্য্য পারদ) অমরত্বস্থাপক। (৪)

যজুর্ব্বেদে যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্ক (বৃক্ক), দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, বসা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া বিধি দৃষ্ট হয়। (৫)

ঋগ্বেদে ত্রিধাতু (বায়ু, পিত্ত, কফ), যথাঋতু উৎপন্ন ওষধি ও ভিষক্ শব্দের উল্লেখ আছে।—১।৩৪।৬, ১০।৯৭।১, ২ ও ৬ ঋক্।

অথর্ব্ববেদে ক্ষতজনিত রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য লাক্ষা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। (৬)

অথর্ব্ববেদ পাঠে জানা যায় জ্বরের প্রথম আবির্ভাব বাহ্লীক দেশে হইয়াছিল, তদবধি জ্বর বাহ্লীক দেশেই প্রচলিত ছিল এবং মুঞ্জবান্ ও মহাবৃষ জ্বরের বাসস্থান। (৭)

---

(১) যং জরায়ু পৌরিব।—৬।৪৮।৪

(২) তস্মাৎ পরাংচো গর্ভা ধীয়ন্তে পরাংচঃ সংভবন্তি। তস্মান্ মধ্যে গর্ভা ধৃতাঃ।
তস্মাদমূতোঽর্বাংচো গর্ভাঃ প্রজায়ন্তে প্রজাত্যৈ।—ঐ. ব্রা. ৩।১০।

(৩) ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতা। তস্যা তৃতীয়াবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ। তৎ সংস্থানা তথা রূপা গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥
আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ। স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি॥
শারীর স্থান—৫ম অঃ।

(৪) রুদ্রস্য মূত্রমমৃতস্য নাভিঃ।
ভাষ্য—অমৃতস্য অমরণস্য চিরকালজীবনস্য নাভিঃ বন্ধকং স্থাপকমসি। নহোভন্চ (উঃ ৪।১২৫) ইতি ইঞ্। রসশাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ ঈশ্বরবীর্য্যস্য রসস্য আসেবনেন হি সিদ্ধাঃ অজরামরত্বং লভন্তে ইতি তদভিপ্রায়েণ উক্তং রুদ্রস্য মূত্রমসি ইতি।—সায়ণ ভাষ্য।

(৫) যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৬) "রোহিণ্যসি" ইতি সূক্তেন শস্ত্রাদ্যভিঘাতজনিতরুধিরপ্রবাহনিবৃত্তয়ে অস্থ্যাদিভগ্ননিবৃত্তয়ে চ লাক্ষোদকং কথিতং অভিমন্ত্র্য উষঃকালে ক্ষতপ্রদেশং অবসিঞ্চেৎ।—৪।১২।১—৭।

(৭) ওকো অস্য মুঞ্জবন্তো ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তস্মংস্তাবানসি বাহ্লীকেষু হোচরঃ॥
—৫।২২।৫।

আয়ুর্ব্বেদিক প্রাণিবিভাগ বেদবেদাঙ্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে।* জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে যে প্রাণিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বেদবেদাঙ্গ এবং আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। †

চরক ও সুশ্রুতের শিষ্যোপনয়ন বিধিও বেদানুমোদিত। ‡

ঋগ্বেদে শ্রমবিভাগ স্থিরীকৃত দেখা যায়। তখন যে চিকিৎসক সম্প্রদায় সমাজে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ‖ ফলতঃ শারীরতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক উপাদান বেদবেদাঙ্গে সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। অনুসন্ধিৎসু আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে তাহার সংপ্রসারণ করিয়া লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বেদবেদান্তেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং বলিতে পারি বেদবেদান্ত যত প্রাচীন, আয়ুর্ব্বেদও তত প্রাচীন। বৈদিক যুগের পরে আয়ুর্ব্বেদের সংপ্রসারণ হইয়াছে মাত্র। ভগবান্ শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্বে অগ্নিবেশ তন্ত্র ও সুশ্রুত কোন না কোন আকারে যে বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলেই তাহা সহজে প্রতীত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান গৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ও সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ম অং দ্রষ্টব্য।

† Thus I say: There are beings called the animate, *viz.* those who are produced 1. from eggs (birds &c.), 2. from fœtus (as elephants, &c.), 3. from a fœtus with an enveloping membrane (as cows, buffaloes &c.), 4. from fluids (as worms, &c.), 5. from sweat (as bugs, lice, &c.), 6. by coagulation (as locusts, ants, &c.), 7.from sprouts (as butterflies, wagtails, &c.), by regeneration (men, gods, hell-beings)

আচারাঙ্গ সূত্র—Sixth Lesson. p. 11. Jain Sutras translated by Hermann Jacobi *Part I.*

‡ সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্র ২।১
আশ্বলায়ন ,, ,, ১।২০
পারস্কর ,, ,, ২।৫
গোভিল ,, ,, ২।১০
খাদির ,, ,, ২।৪
হিরণ্যকেশী ,, ,, ১।১
আপস্তম্ব ,, ,, পটল-৪।১০
সুশ্রুত সূত্র স্থান এবং চরক শারীর স্থান দ্রষ্টব্য।

‖ নানানং বা উনো ধিয়ো বিরূপাণি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুষন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

হে সোম নোঽস্মাকং ধিয়ঃ কর্ম্মাণি নানানং নানা জাতীয়কানি বহূনি ভবন্তি। তথাঽন্যেষামপি জনানাং ব্রতানি কর্ম্মাণি বিবিধানি ভবন্তি। তক্ষা ত্বষ্টা রিষ্টং দারুভক্ষণমিচ্ছতি। তথা ভিষক্ বৈদ্যশ্চিকিৎসকো রুতং রোগমিচ্ছতি। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ সুষন্তং সোমাভিষবং কুর্ব্বন্তং যজমানমিচ্ছতি। তথাহং ত্বৎপরিস্রবণমিচ্ছামি। তস্মাৎ হে ইন্দো সোম ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং পরিস্রব পরিতঃ ক্ষর।—সায়ণ ভাষ্য।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে বিশ্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অমিতায়ু ও পালিভাষায় লিখিত মহাবগ্গনামক বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে যে, জীবক বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। বিশেষতঃ মহাবগ্গে স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য ও মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক কৌমারভৃত্যক উক্ত মহাত্মার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। * সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন বলেন, জীবক ও অন্য আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের পুস্তক হইতে ঐ সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত। মহামতি বাগ্‌ভট ঐ বিভাগ অনুসরণ করিয়াই অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্যা অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদের এক অতি প্রসিদ্ধ অঙ্গ। এই অঙ্গের বিবরণ চরক ও সুশ্রুত হইতে পাওয়া যায়। জীবকের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৌমারভৃত্য নামক শাস্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ শাস্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা কৌমারভৃত্যক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। জীবক কৌমারভৃত্যক তক্ষশিলা নগরস্থ কোন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৌমারভৃত্য শাস্ত্রে যে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা মহাবগ্গ পাঠে জানিতে পারিতেছি। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ঐ কুমারভৃত্যা বা কৌমারভৃত্য শাস্ত্রের যথাযথ বিবরণ নাই। জীবক স্বয়ং যে উহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাও মহাবগ্গে বা অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত যে সকল শাস্ত্রদ্বারা জগতের হিত হইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি বহুশাস্ত্রদর্শী মোক্ষমূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুতরাং বৌদ্ধ জীবক আত্রেয় ঋষির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রণীত সংহিতা এবং ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া কৌমারভৃত্যশাস্ত্রে যে পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। চরক ও সুশ্রুতের নাম মহাবগ্গে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত বিবরণ ও বস্তিকর্ম্মাদি যে সকল পারিভাষিক সংজ্ঞা তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠে স্বতই প্রতীত হইয়া উঠে যে উক্ত দুই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশগুলি অবশ্যই জীবকের সময়ে প্রচলিত ছিল। "প্রাচীনতর" এই বিশেষণ দেওয়ার

---

* যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ।
ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু যে প্রোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ।
সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ১ম অঃ।

পার্ব্বতক-জীবক বন্ধক প্রভৃতিভিঃ প্রণীতাঃ কুমারাবাধহেতবঃ স্কন্দগ্রহপ্রভৃতয়ঃ।—ডল্লন টীকা।

For the history of জীবক see মহাবগ্গ vii, 1, pp. 173-193; অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্র I. pp. 163-164; অঙ্গুত্তর নিকায় I. xiv. 6. p. 26 and the Jataka, Book I, pp. 14, 16, 320.

তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান সুশ্রুতে বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী গৌতম সুভূতির * নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকার ডল্লনের লেখানুসারে উহা ন্যূনাধিক দ্বিসহস্রবর্ষীয় নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং বর্ত্তমান চরক সংহিতার অন্তিম ৪১টী অধ্যায় পঞ্চনদে জাত দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সংযোজিত।

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ সুত্তপিটকের পরিত্ত নামক অধ্যায়ে মানবদেহের যে বত্রিশটী উপাদানের কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় চরক সুশ্রুতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী বৌদ্ধগণ ঐ শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলে নূতন তত্ত্ব অধিক কিছু উদ্ভাবিত করেন নাই। জীবক ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ গণ আয়ুর্ব্বেদেরই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ, এবং গজায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ু তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা দেশ বিদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বরাহমিহিরপ্রণীত বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল ৮৮৮ শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহার টীকায় চরকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে চরকসংহিতা প্রচলিত ছিল। মহাকবি কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর অধস্তন নহেন এবং আবন্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহ মিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যে যে বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, তাহা চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহারা উভয়ে চরক এবং সুশ্রুতের নাম উল্লেখ না করিলেও ঐ দুই গ্রন্থ যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঠিত হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী। কনিষ্ক খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তৎপ্রণীত বুদ্ধচরিতে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, যে চিকিৎসাশাস্ত্র অত্রি প্রণয়ন করেন নাই, তাহা পরে তৎপুত্র কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই চিকিৎসা গ্রন্থ অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসুপ্রোক্ত অগ্নিবেশ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং এই অগ্নিবেশ তন্ত্র যে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বঘোষ 'চকার' এই লিটের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনি কলাপ প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণেরা পরোক্ষে অর্থাৎ যাহা নিজে দেখিতে পারেন না, এমন স্থলে লিট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু, অশ্বঘোষের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের আর্য্যশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাদের জ্ঞানরূপ বৃক্ষের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের অসতর্কতা বশতঃ বা অন্যকারণে স্থানে স্থানে তাঁহাদের লেখনী প্রসূত গ্রন্থাদিতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয়, তাহা বিনীতভাবে প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসুর অন্যতম শিষ্য ভেল তদীয় সংহিতায় গান্ধারভূমি ও স্বর্গ-

* সুশ্রুত শারীর স্থানে, অঙ্গুত্তর নিকায় ১।১৪।২, এবং প্রজ্ঞাপারমিতায় সুভূতির নাম উল্লিখিত আছে।

মার্গদ রাজর্ষি নগ্নজিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঞ্জোবরাজপ্রাসাদের সংস্কৃতগ্রন্থের তালিকা লেখক প্রবীণ পণ্ডিত বার্ণেল লিখিয়াছেন, "The repeated mention of গান্ধার and the neighbouring countries suggests that it was composed thereabout, and therefore probably under Greek influences." p 64. এরূপ উক্তি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে উচিত হয় নাই। কারণ শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গান্ধার এবং নগ্নজিতের নাম পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভেলসংহিতায় চন্দ্রভাগা ও পুনর্ব্বসু এই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মহামতি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি যেন ঐ শব্দটি ও তদনুরূপ অন্যান্য শব্দ লক্ষ্য করিয়াই সূত্র লিখিলেন, অবৃদ্ধাভ্যো নদী মানুষেভ্য-স্তন্নামিকাভাঃ। ৪। ১। ১১০। এই সূত্রের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, পুনর্ব্বসুর মাতার নাম চন্দ্রভাগা। চন্দ্রভাগা নামে নদীও সিন্ধু নদীর শাখা। রসসারগ্রন্থকর্ত্তা তদীয় পুস্তকের শেষে লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধদিগের মত জানিয়া রসসার লিখিলাম এবং ভোটদেশী বৌদ্ধেরা এইরূপ জানেন। তদ্দৃষ্টে বার্ণেল্ লিখিলেন—"By Buddhas he probably meant the Mahommedans * * * though studies of this nature were much pursued by the later Buddhas" এরূপ উক্তিও তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। এস্থলে বৌদ্ধ মুসলমান নহেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক বেবর (Weber) পাণিনি সূত্রে শ্রমণ শব্দ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এই শ্রমণ শব্দ বৌদ্ধসন্ন্যাসীবাচক, অথচ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও শ্রমণ শব্দ উল্লিখিত আছে। তাঁহারা উভয়ে (বার্ণেল ও বেবার) পাতঞ্জল মহাভাষ্য খ্রীষ্টের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থ, এই মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের ভ্রম দেখাইতে পারা যায়।

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুর বৈষম্যই সমস্ত রোগের নিদান, এই তত্ত্ব সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই নিদান তত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের humoral pathology র ন্যূনাধিক সাদৃশ্য আছে। এতটা সাদৃশ্য বিনা ঋণ গ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। গ্রীক চিকিৎসক হিপক্রেতিসের উদ্ভাবিত ঐ তত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এইরূপ তাঁহাদের অভিপ্রায়। ফরাসী পণ্ডিত লিএতার্দ হিন্দুজাতির আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এমন কথা বলিয়াছেন, যে যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে হিন্দুদের মধ্যে এই ত্রিধাতু তত্ত্ব হিপক্রেতিসের জন্মের পূর্ব্বতন কালে বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক শাস্ত্র হইতে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এমন কি গ্রীকরাই হিন্দুদের নিকট ঐ তত্ত্ব ঋণ করিয়াছেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এখন আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহি যে হিপক্রেতিসের পূর্ব্বেও ঐ তত্ত্ব হিন্দুদের শাস্ত্রে বিদ্যমান ছিল। অথর্ব্ববেদে এক স্থলে

"বাতীকৃত নাশনং" * এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ শব্দের স্পষ্ট অর্থ বাত প্রকোপ বিনাশকারী। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ ঐ স্থানে সঙ্গত হয় না। ব্লুমফিল্ড্ ও জলি সাহেব ঐ অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অথর্ব্ববেদের সময়ে বাতের প্রকোপে পীড়া হয়, এই তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল স্বীকার করিতে হইবে। অথর্ব্ববেদকে যাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলেন, তাঁহারাও উহাকে হিপক্রেতিসের পরবর্ত্তী বলিতে সাহস করিবেন না। †

আর একটি প্রমাণ দিব। বৌদ্ধদিগের বিনয় পিটকে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন "দোষ জনিত পীড়া হইয়াছে তাহা আরোগ্য করিতে হইবে। ‡ এই দোষ শব্দের আয়ুর্ব্বেদসম্মত অর্থ ত্রিধাতুবৈষম্য। ইহার ইংরাজি অনুবাদ disturbance of the humours রিস ডেবিডস এবং ওলডেনবার্গের মতে বিনয়পিটকের যে অংশে ঐ কথা আছে, সে অংশ বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে রচিত। তাহা হইলে বিনয় পিটকের ঐ অংশ খ্রীঃ পূঃ ৪০০—৩৫০ মধ্যে রচিত হয়। হিপক্রেতিসের জন্মকাল ৪৬০ পূঃ খ্রীঃ; তিনি প্রায় শত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে হিপক্রেতিস জীবিত থাকিতেই বিনয়পিটকের ঐ অংশ রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার জীবৎকালেই যে তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্ব ভারতবর্ষে আনীত ও ভারতবর্ষের জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ যখন আলেকজাণ্ডারের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩২৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণের সহিত ভারতবাসীদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ নাই, তখন বিনয়পিটকের উল্লিখিত ত্রিধাতু তত্ত্ব যে ভারতবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট পাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কাজেই আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু তত্ত্ব যে গ্রীকদিগের নিকট গৃহীত নহে, উহা অন্ততঃ হিপক্রেতিসের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, ইহা না মানিলে চলে না।

ইউরোপীয় মনীষীরা গ্রীক্ সভ্যতার পক্ষপাতী এবং আশৈশব গ্রীক্ ভাবে ওতপ্রোতরূপে অনুপ্রাণিত। তাঁহারা গ্রীক্‌দিগের যে পক্ষপাতী হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা কয়জন আমাদের দেশের শাস্ত্র পড়ি? কে আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করেন? ইউরোপীয়গণই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া যদি ভারতের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা কেবল তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
শ্রীনবকান্ত গুহ কবিভূষণ।

---

* অথর্ব্ব বেদ সংহিতা—VI, 44, 3.

† M. Liétard ; Bulletin de l' Academie de Médicin, Paris, mai 5, 1896, et mai 11, 1897.

‡ বিনয় পিটক—Intro. p. xxiii.

শরৎ-কালী।

(গ্রাম্য কবিতা)

শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন,
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন।
মায়া করি শুনায় গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি,
মা বলিয়া কাঁদছে কত মোর নিকটে বসি।
রাণী কেঁদে কন বিবাহ দেন পাগল পতির ঠাঁই,
রাত্রি দিনে শ্মশান বিনে আর না বুঝে তাঁই।
সে কথা বল্‌তে উগ্র করে মার্‌তে আসে ধেয়ে,
অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচে না বঞ্চিব কি খেয়ে।
শূন্য পুরী রৈতে নারি তার করিব কি,
অশোক বনে ছিলেন যেমন জনকরাজার ঝি।
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা,
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল এও ললাটের লেখা।
বৎসর কত হ'ল গত করছে হরের ঘর,
চল গিরি আন্‌তে গৌরী কৈলাস শিখর।
হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী,
নিদ্রায় দেখেছ কত নিদ্রার ভবানী।
নিশির ঘুমে মন ভ্রমে স্বর্গমর্ত্ত্য দেখে,
স্বপ্ন কালে রাজা হ'লে তাই কতক্ষণ থাকে।
সেই জামতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল,
বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল।
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে,
তাহার, কথার সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে।
তা'র, নাহিক লাজ ফকির সাজ ফিরে সর্ব্বদেশ,

* * * *

পিতার নির্ণয় নাই জেরে বেটা শিব।
কন্যা হ'লে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়,
ধিক্ থাক্ তোরি এমন প্রাণে নাইক লাজের ভয়।
ইচ্ছা যদি থাকে তোর মরছিস্ কেন দুখে,
যা কৈলাসে হরের কাছে থাক্‌বি গিয়ে সুখে।

বৃষে চড়ি দড়াদড়ি ফিরবি নানা দেশ,
দেখবি গৌরী ত্রিপুরারি থাকবি বড় বেশ।
গত বৎসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি,
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামতার বাড়ি।
রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া,
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া।
দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে,
যাহার নিকটে প্রাণ সপেছে মান কর তার সাথে।
সে যে দেব দেব মহাদেব বসে সর্ব্ব ঘটে,
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে।
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্ত্তি অনুপম,
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম।
সেই জামতার নিন্দা কথা কখনও না বলো,
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো।
আমি শম্ভু নামে সেধেছিলাম কত,
দুর্গা সখা শিব জামতা মিলেছে মনোমত।
তবে চল রতি শীঘ্রগতি গৌণ কর কিসে,
তোমার কথায় প্রাণের ব্যথা জ্বারলো যেন বিষে।
আমি হিয়ানলে শোকাজলে দুঃখে ডুবে আছি,
তোমার গৌরী ধন্বতরি তারে আন্‌লে বাঁচি।
গিরি বলে এবার গেলে আস্‌বো বিরূপ হয়ে,
যা হ'ক তা হ'ক যাব কোন্ দ্রব্য লয়ে।
তা শুনে মেনকা রাণী উঠ্‌লেন শীঘ্র করি,
চিনি মণ্ডা মনোহারা দিলেন ভাণ্ড ভরি।
মিছির শর মিছিরির নাড়ু স্বস্তি থরে থর,
এলাচদানা চিনিরপানা ক্ষীর তক্তিসর।
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়।
ভাঙের নাড়ু সিদ্ধি পেলে পঞ্চমুখে খায়।
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার,
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার।
ভাবি মনে গঙ্গাননে করেন দণ্ডবৎ;
গঙ্গা আন্‌তে যেমন চল্‌লেন ভগীরথ।

কোথাকার, কৈলাসপুরী সভা করি বসেছে দেবগণ,
দেব সঙ্গে নারদমুনি আর পঞ্চানন।
বিপদ কালে নারদমুনি তুষ্ট হলেন যাতে,
ছাড়্লেন কোন্দলের ঝুলি মহাদেবের মাথে।
শ্বশুরে জামতায় যখন দরশন হ'ল,
হুতাশন মধ্যে যেন ঘৃত ঢেলে দিল।
বিষ নাল ভাঙ্গিলে যেমন ব্যথা পান ফণী,
অমনি, গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব চূড়ামণি।
বল্ছে বাণী শূলপাণি উষ্ণ করে মনে,
জেরে, দেবের মুখ দেখিতে পাষাণ আস্ছেন কেনে।
তখন বল্ছে গিরি কপট করি কি বলিব আর,
গত নিশি দেব দৃষ্টি হয়েছে মেনকার।
অন্নপানি না খায় রাণী ভাবছে সর্ব্বক্ষণ,
জান্তে এলাম কোন্ দেবতা কর্ছে বিড়ম্বন।
রোগ ঔষধের কর্ত্তা বটে রক্ষা করেন জীব,
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব।
তখন, সম্ভাষ সম্ভাষ বলি বল্লেন মহাশয়,
দেব সভাতে প্রণাম লয়ে বস্লেন হিমালয়।
গুটি পাঁচ সাত সিদ্ধি বড়ি মহাদেবকে দিলেন,
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন।
নিজপুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল,
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল।
নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ ঝি,
শিব নিন্দা কর্ছ কত তার বলিব কি।
কও গা বাবা কত কথা তা পাবনি পাছে,
সত্য করে বল বাবা মা কেমনে আছে।
তুমি বল নিঠুর কঠোর, শম্ভু বলে শিলে,
ছার মেনকার বাক্য শুনে তোমায় নিতে এলে.
তা শুনিয়া গৌরীমাতা কাঁদিয়া অস্থির,
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি যেন পড়্ছে আঁখি নীর:
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে।

যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা,
শ্বশুরে জামতায় তাহে ভোজনে বসিলা।
বাপকে বসিতে দিলা রত্নসিংহাসন,
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙ্গা কুশাসন।
শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি।
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই,
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজা নাই।
দুর্গা বলে আমি ক'লে পাছে দ্বন্দ্ব হবে,
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ্ মেঙ্গেছে কবে।
তারা, নানা দান পুণ্যবান দেব কার্য্য করে,
এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাং নাই তাদের ঘরে।
নানা রসে ভুলে শেষে বল্‌ছেন ত্রিলোচন,
মর্ত্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ।
গুটি পাঁচ সাত বিল্বপত্র এই আমি পাই,
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই।
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী,
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগৎ জননী।
উস্কি কোঁটা সিন্দুর ছটা মুক্তা বান্ধা কেশে,
সোণার ঝাঁপা কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে।
গলায় সুচন্দ্র হার নিশ্চন্দ্র তার উপরে,
চন্দ্র যদি অস্ত যান কি করে সে চন্দরে।
চল্‌লেন বাপের বাড়ী দেব ভগবতী,
সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
জয়া বিজয়া চল্‌লেন দিয়া দরশন,
গুপ্তবেশে চল্‌লো শেষে দেব পঞ্চানন।
সারি সারি শঙ্খ বাজে উলু ঝাঁকে ঝাঁক,
* * *
উমা এলে বাণী ভাগ্যবান
* * *
মর্ত্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান
পূজিয়া অভয়পদ পায় পরিত্রাণ।

ধুপ দীপ নৈবেদ্য আদি সমেত গঙ্গাজল,
দেবগণে সাবধানে গাইছে মঙ্গল।
উমা কোলে রাণী বলে চুম্ব দিয়া মুখে,
কহ তারিণী হরের ঘরে ছিলে কেমন সুখে।
পঞ্চ রাজার ধন যেমন অমূল্য রতন,
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

শব্দ সমালোচনা।

আলিফ

[নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পা=পার্সী, আ=আরবী, তু=তুর্কী, সং=সংস্কৃত, হি=হিন্দী, উ=উর্দ্দু, বাং=বাঙ্গালা এবং ইং=ইংরাজি।

আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলির সমালোচনা করিব। পার্সী বর্ণমালা অনুসারে শব্দগুলি সাজান হইতেছে। আমাদের এই প্রবন্ধে এমনও অনেকগুলি পার্সী শব্দ মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে, যে গুলি বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নহে বটে, কিন্তু যেগুলি সমার্থবোধক সংস্কৃত শব্দের সহিত অভিন্ন, কেবল ভিন্ন ভাষার অক্ষরে বানান করা মাত্র, যথা—অস্‌প=অশ্ব, উশতর=উষ্ট্র, অঙ্গুশত্=অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, ইত্যাদি।

আব (পা)—ইহার প্রকৃত অর্থ জল—কিন্তু চমক্ প্রভৃতি অর্থেও ইহার ব্যবহার আছে, যথা—হীরক সম্বন্ধে আব বলিলে উজ্জ্বলতা বুঝায়। তরবারি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া=জল বায়ু; এখানে আব অর্থে জল=অপ্ (সং)।

আবদার এবং আবদারি (পা)=উজ্জ্বল অথবা উজ্জ্বলতা। "এই মুক্তাটির চমৎকার আবদারি।" বাঙ্গালী জহুরীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে। ছেলেরা যে আবদার করিয়া থাকে, সে আবদার কথার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার এই আবদার কথাটী হিন্দী আবদা=তীব্র ইচ্ছা, হইতে উৎপন্ন।

আব, আবু (আ)=পিতা। আবু হোসেন, আবু বকর প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আবু=পিতা বা পিতৃস্থানীয় বা সম্মানার্হ।

আবাদ (পা)=যেখানে লোকজন বসবাস করিতেছে। আমাদের দেশে যে জমিতে চাষ বাস হইতেছে সেই জমিকে আবাদ জমি বলে। কিন্তু উর্দ্দুতে আবাদ অর্থে বসতিযুক্ত। অমুক বাদশাহ অমুক সহর আবাদ করিলেন অনেক সহরের সঙ্গে আবাদ শব্দ সংযুক্তও

থাকে যথা—সাজেহানাবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, ফৈজাবাদ, শিকোহাবাদ (যাহা দারাশিকোহ কর্ত্তৃক স্থাপিত)। "এমন মানব জনম রৈল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।"

রামপ্রসাদ।

আবখোরা (পা)=জলপান করিবার বাসন্।

অবর্ (পা)=অভ্রক (সং)=অভ্র (বাং)।

আবরূ (পা)=ইজ্জত, সম্মান, সুনাম। বাঙ্গালাতেও প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, স্ত্রীলোকঘটিত সম্মান সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ অধিক।

অভ্র (পা)=ভ্র (সং)।

আবকার (পা)=যাহারা মদিরা বিক্রয় করে। আমাদের দেশে আবকারী শব্দে মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়কে বুঝায়।

আবনুস (আ), (ইহা এবনিয়স্ শব্দ হইতে উৎপন্ন—ইংরাজীতে এবনি কহে)=কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ=আবলুস (বাং)।

আতালিক (তু)=রীতিনীতি শিক্ষাদাতা।

আতস (পা)=অগ্নি। আতসবাজী শব্দে অগ্নিসংশ্লিষ্ট ক্রীড়াকে বুঝায়।

আসার (অ)=চিহ্ন, পুরাতন নিশানা। আমাদের দেশে প্রাচীরের গাঁথনি যদি ভবিষ্যতে বাড়াইতে হয়, এজন্য 'আসার' রাখিয়া দেয়।

ইজারা (আ)=ঠেকা। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থ।

ইজারা (আ)=জেরা (বাং) জারি করা।

ইজলাস (আ)=বৈঠক=এজলাস (বাং)=কাছারির বৈঠক।

ইজমাল (আ)=একত্রিত করা। বাঙ্গালায় এজমালি সম্পত্তি=সে সম্পত্তি পাঁচজনে একত্রে ভোগ করে।

অচি (তু)=বড় ভাই। বাঙ্গালায় "অলি অচি"=অভিভাবক।

আজনবী (আ)=বিদেশী মনুষ্য। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় যাহা কিছু অদ্ভুত তাহাকেই আজনবী বলে।

ইজহার (আ)=প্রকাশ করিয়া বলা=এজেহার (বাং)।

আচার (পা)=অম্লরসাত্মক চর্ব্বচোষ্য খাদ্য=আচার (বাং)।

আহ্‌মক্ (আ)=নেহায়ৎ বেওকুফ=আহাম্মুক (বাং)=বুদ্ধিহীন।

অহ্‌মাল (আ)=বোঝ সমূহ। (হমল্=বোঝ=গর্ভ, যেহেতু গর্ভও একটা বোঝ) বাঙ্গালায় এই কথা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।

আহো আল (আ)=বর্ত্তমান অবস্থাসমূহ। হাল শব্দের বহুবচন। বাঙ্গালায়ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। "লোকটার আহো আল কেমন বল ত?"

আখ্‌বার (আ)=খবর সমূহ, সুতরাং খবরের কাগজ।

ইখ্‌তিয়ার (আ)=স্বীকার করিয়া লওয়া, মানিয়া লওয়া। অধিকার অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়=এক্‌তার।

আখির (আ)=দুসরা, যাহা পরে আছে। বাঙ্গালাতে আখির মানে শেষ। "আমার আখেরের কি উপায় কল্লে?" "লোকটা আখের খোয়ালে।"

আদব্‌ (আ)=উত্তম রীতিনীতি। আদব যাহার নাই সে বেআদব (বাং)।

আদমী (আ)=মনুষ্য; কারণ সকল মনুষ্যই প্রথম পেগম্বর আদম্‌ হইতে উৎপন্ন।

আদম শুমারী (পা)=মনুষ্য গণনা=Census.

আজান (আ)=নমাজ করিবার সময়কার শব্দ।

আরাম (পা)=চায়েন, সুখ।

আরায়েশ (পা)=সৌন্দর্য্য। আমাদের দেশে আরাশের কাজ মানে যে কাজে চুণকামের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অধিক সৌন্দর্য্য বিধান করা হইয়াছে।

উর্দ্দু (পা)=বাদশাহী লস্কর বা যেখানে লস্কর থাকে। আকবর বাদশাহের সময়ে লস্কর সম্পৃক্ত বাজারে যে কথাবার্ত্তা প্রচলিত ছিল, তাহাতে হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত থাকাতে আকবর শাহ এ মিশ্রিত ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক হয়েন এবং সভাসদগণকে এ ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ দেন। এইরূপে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং উর্দ্দু বাজার হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম উর্দ্দু হইল।

আসামী (আ)=নাম সমূহ। বাঙ্গালায় যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, সেই আসামী। কি প্রকারে হইল বুঝা যায় না।

আস্‌বাব (আ)=কারণ সমূহ, বস্তু সমূহ। (এ দেশে ও বাঙ্গালাতে ক্রমে ক্রমে) =জিনিষপত্র।

অস্‌প্‌ (পা)=অশ্ব (সং)।

উস্তাদ (পা)=শিক্ষক।

উস্তাকার (পা)=শিক্ষক। বাঙ্গালায় ওস্তাদ=যাহার চালাকি বেশী। বাঙ্গালায় ওস্তাগর কথা আছে, অর্থ উচ্চারণের কারিকর।

অস্তর (পা)=যে কাপড় জামা প্রভৃতির ভিতরের দিকে লাগান হয়।

আস্তীন (পা)=কোর্‌তা জামা প্রভৃতির হাত।

ইস্‌লাম (আ)=মুসলমান হওয়া।

আসোয়ার (আ)=সওয়ার সমূহ। বাঙ্গালা দেশে খালি সওয়ার।

আস্‌মানী (পা)=নীলরঙ। যেহেতু আস্‌মান বা আকাশের রঙ নীল।

ইসারা (আ)=ইঙ্গিত।

আসাম (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

উস্তর্‌ (পা)=উট।

ইস্তেহার (আ) (সোহরত=প্রচার শব্দ হইতে উৎপন্ন)=বিজ্ঞাপন। বাঙ্গালায় এস্তেহার।

আশ্‌রফী (পা)=স্বর্ণমুদ্রা। আশরফ্‌ নামক বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত হয়, ওজন দশমাসা। এইজন্য ইহার নাম আশ্‌রফি।

আশনা (পা)=দোস্ত, মেলাপি, বন্ধু। বাঙ্গালায় আসনা=বন্ধু। কোন স্ত্রীপুরুষে অসামাজিক প্রণয় ঘটিলে আমরা বলিয়া থাকি, অমুকের সহিত অমুকের আস্‌নাই হইয়াছে।

ইস্তবল্‌ (আ)=ঘোড়া রাখিবার স্থান=আস্তাবল (বাং)।

আসল্‌ (আ)=মূল। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহা নকল নয় ঠিক তাহাকে বলে।

ইত্তিলা (আ)=খবর দেওয়া=এত্তেলা (বাং)।

আলী (আ)=বহু উচ্চ। বাঙ্গালায় অমুকের ভারি আলী মেজাজ=উঁচু মেজাজ।

আলিম্‌ (আ)=বিদ্বান্‌।

উলমা (আ)=বিদ্বান্‌। উভয় শব্দই ইল্‌ম্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইল্‌ম্‌ (আ)=বিদ্যা সমস্‌-উল-উলমা

আরমাল (আ)=গ্রাম ও পরগণা।

আফৎ (আ)=আপদ।

আফ্‌তাব (পা)=সূর্য্য। "আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুর।"

আফ্‌শোষ্‌ (পা)=দুঃখ প্রকাশক আহা বলা=আপশোস (বাং)।

আপস্‌ (উ)=পরস্পর=আপোস (বাং)। "আপোসে মিটাইয়া ফেল।"

ইব্‌ন্‌, বিন্‌ (আ)=পুত্র। "জাহাঙ্গীর ইব্‌ন্‌ আকবর।" "মহম্মদ বিন্‌ কাসিম।" "ইব্‌ন্‌ বতোতা।"

আফিউন্‌ (আ)=আফিম্‌ (উ)=অহিফেন (সং)=আপিং (বাং)।

আসান (উ)=সহজ।

আশা (আ)=দম্ভ। "আশা শোঁটা।"

অক্‌সর্‌ (আ)=বহুত জেয়াদা=সচরাচর। বাঙ্গালা আকসার মানেও সচরাচর।

আল্লা (আ)=খোদাতালা=ঈশ্বর।

আলবত্তা (আ)=বেহ্‌শক্কী (উ)=নিঃসন্দেহ (বাং)।

আলাহিদা (উ)=জুদা=ভিন্ন।

আম্‌ (আ)=অম্বা (সং)=মা (বাং)।

আমানৎ (আ)=কাহারও নিকট কোন বস্তু রাখিয়া দেওয়া।

আমীর (আ)=বড়লোক।

আমেজ (পা)=মিলিত। "হাওয়াটাতে আতরের গন্ধের আমেজ আসছে" অর্থাৎ আতরের গন্ধে মিলিত।

আমিন্ (আ)=ঈশ্বর এইরূপই যেন করেন=স্বস্তি (সং)=Amen (ইং)। আমাদের দেশে সত্যনারায়ণের কথা সমাপ্তির পর আমিন আমিন শব্দ উচ্চারণ করা হয়; উহা স্বস্তিবচন মাত্র।

আমীন (আ)=যাহার নিকট কোন বস্তু আমানত রাখা হয়। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি ..., তাহাকে আমীন বলে।

...ার (পা)=দাড়িম্ব।

...লোয়ান (আ)=রঙসমূহ। অতএব যাহাতে রঙসমূহ ফলান আছে, তাহাই ...লোয়ান।

আম্ব (পা)=আম্র (সং)।

আন্দাজ (পা)=অনুমান; ডৌল।

অন্দর (পা)=ভিতর। অন্দর মহল=ভিতরের মহল।

আঙ্গুশত (পা)=অঙ্গুলী (বাং)

"নহর্ জন্ জন্ হর্ মরদ্ মরদ্
খোদা পঞ্জ অঙ্গুশত্ না একসাঁ করদ্।

প্রত্যেক স্ত্রী স্ত্রীলোকের মত হয় না এবং প্রত্যেক পুরুষ পুরুষের মত হয় না; ঈশ্বর পাঁচ অঙ্গুলি একপ্রকার করেন নাই।

আঙ্গুর (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ ফল।

আওয়াজ (পা)=মুখের শব্দ সুতরাং শব্দ।

আঃ (আ)=হায়। আহা (পা)=কোন জিনিষ উত্তম বোধ হইলে আহা শব্দ প্রয়োগ করা যায়। "আহা মরি সুন্দরী"। দুঃখ প্রকাশ করিতে হইলেও বাঙ্গালায় আহা শব্দের প্রয়োগ হয়।

আহিস্তা (পা)=ধীরে=আস্তে (বাং)।

আয়েন্দা (পা)=আগামী।

আইন (পা)=রাজব্যবস্থা, কায়দা, নিয়ম।

আওলাদ (আ)=পুত্র, বংশ।

উমরা (আ)=আমীর সমূহ=ধনী সকল। আমরা সচরাচর 'আমীর ওমরা' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আসান (পা)=সহজ। "মুসকিলে আসান পীর গোরাচাঁদ।"

আসালতন্ (আ)=আছালতন, (বাং)=আসল হওয়া, আপনি উপস্থিত হওয়া,—personally—যথা বাদীকে আছালতন জবাব দেওয়া চাহি, উকিলের মারফৎ দিলে চলিবে না।

ইকরার (আ)=(আ)=হাঁ বলা, স্বীকার করা=একরার (বাং)।

আরব আ)=স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

আফ্‌গান (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ জাতি।

আকবর (আ)=বহুত বড়া অর্থাৎ খুব উচ্চ। "আকবর বাদশাহ।"

আতলাস্‌ (আ)=Atlas (ইং)=রেশমী শাদা কাপড়। আরবদিগের অভ্যুদয়কালে শাদা রেশমী কাপড়ের উপর পৃথিবীর মানচিত্র বুনিয়া রাখা হইত।

আমদনী (পা)=আমদানী (বাং)=আয়।

ইমাম্‌ (আ)=পেশওয়া অর্থাৎ যিনি অগ্রে অগ্রে গমন করেন। ঈশ্বরের ইমাম্‌ হজরত আলী প্রভৃতি।

ইমান (আ,=অন্তরের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। ইমানদার অর্থে ধার্ম্মিক। মুসলমান শব্দ ইমান হইতে উৎপন্ন। বেইমান=যাহার ইমান নাই=অধার্ম্মিক, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি।

ইনাম (আ)=পুরস্কার।

ইনসাফ্‌ (আ)=বিচার। মুন্সেফ=যিনি সুবিচার করেন।

আয়িনা (পা)=মুখ দেখিবার কাচ=দর্পণ (সং)=আয়না (বাং)।

ইন্তজার (আ)=প্রতীক্ষা করা। বাঙ্গালায় এস্তেজারি।

ইন্তজাম (আ)=বন্দোবস্ত।

উমিদ (পা)=আশা। উমিদওয়ারী=(পা)=কর্ম্মপ্রার্থী=উমেদার (বাং)।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এক আলিফ্‌ এতে অ, আ, ই, উ এই কয়েকটি উচ্চারণ হইয়া থাকে। রেফ্‌ এর মত একটি চিহ্ন আছে, সেইটি মাথায় থাকিলে 'আ' হইবে; ঐ চিহ্নের নাম জবর্‌। ঐরূপ একটি চিহ্ন নীচে থাকিলে 'ই' হইবে; উহার নাম 'জের'। ইংরাজী 'কমা'র মত একটি চিহ্ন মাথায় থাকিলে 'উ' হইবে; এই চিহ্নটির নাম 'পেশ'।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর *)

অদ্য 'পত্রিকার' পাঠকবৃন্দকে আরো কতকগুলি ছড়া উপহার দিতেছি। আর কিছু লাভ না হউক, এরূপ ছড়ার প্রকাশের দ্বারা অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহের সুবিধা ত হইতেছে।

চট্টলী ভাষার অপূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। ছড়াগুলিতে তাহার পূর্ণ নিদর্শন বজায় রাখিতে গেলে, ছড়াগুলি দেশীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্যই হইবে। এই কারণে, আমরা স্থানে স্থানে কিছু কিছু রূপান্তর করিলাম। নিম্নে চট্টলী ভাষার আরো কয়েকটি নিয়ম লিখিত হইল।

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্তস্থিত 'আ' (বা 'য়া') প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা,—'ভিজি যাওর্' = 'ভিজিআ যাওর্'; 'তোয়াই মরিম' = 'তোয়াইআ মরিম।'

২। প্রাচীন সাহিত্যের মত নাম পুরুষে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা,—'(বাছা) লক্ষ বছর জীবো (জীয়িবে)।'

৩। তদ্রূপ, কর্ত্তৃকারকে প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—'দেয়াএ আন্তে ঝড়'; 'জামাইএ ন খায়।'

৪। সম্বোধনে প্রায়ই 'ও' হয়। যথা—ও বুড়ি ও বুড়ি কুটনী। এই 'ও'র উচ্চারণ আবার অনেকস্থলে 'অ' র মত হয়। যেমন, অডি বেডি = ও বেটি বেটি। (অডি = অ বেডির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

৫। আমরা, তোমরা, তাহারা,—ইহাদের ষষ্ঠীর বহুবচনে যথাক্রমে আমরার, তোমরার এবং তাহারার হয়। সেইরূপ, তোদের = তোরার, তাদের = তাবার, যাদের = যারার ইত্যাদি।

৬। অনুরোধ বা আদেশ-বাচক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রায়ই 'না' ব্যবহৃত হয়। যেমন,—কুট না = কুট, আইওনা = আইও। ইত্যাদি। পুনরুক্তি স্থলেই ইহার প্রয়োগ বেশী হয়।

৭। মধ্যম পুরুষে তুমর্থক 'তে'র পরিবর্ত্তে 'তা' হয়। যথা—'মাউ কহিএ দা দিতা' = 'মাউ দা দিতে কহিএ'।

নিম্নে এই প্রবন্ধান্তর্গত নূতন শব্দগুলির অর্থ প্রদত্ত হইল। কোন কোন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।

আহ্লা—অন্ধ্যাধার।

কাউআ—('কাকাতুয়া' শব্দ জাত ?) কাক; কানি—ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড; কিলাই = কি লাগি—কি জন্য; কুঙুরী—('কুমারী' শব্দ জাত ?) মোরগী; বড় মোরগ = 'রাতা' কুড়া; কড়ই = যে মোরগীর ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে, কিন্তু এখনো পাড়ে নাই; কৈতর = কবুতর; কোড়ে বা কোরে—দিকে বা নিকটে।

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৯ম ভাগ ২য় সংখ্যা।

খর—টক।

ঘবলম্—প্রবেশ করম্ (করি)।

চইল-চালনী—যে স্ত্রীলোক চাউল চালে। 'চালনী'র অপরার্থ,—যদ্দ্বারা চাউল চালা যায়; বংশনির্ম্মিত এক প্রকার জিনিষ।

চেরাগ—প্রদীপ।

ছাউআ=ছাগোটা=ছাগোআ=ছাগুআ=ছাউআ—ছানাটি।

টুগুর বা টুউর—মাছ বিশেষ।

ডাউর=ডাবুর (?)—মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বোতল।

তও=তবুও; তৈক্যা=তকিআ—টুপি।

থির—স্থির।

দুপুর্‌গ্যা=দুপুরিআ; দুপুর—দ্বিপ্রহর। দেয়া=দেবা—মেঘ।

পাঙ্গৈলে=পাকিলে; পাড়া—মরিচ পিসিবার শিলা; পাহালা=পাখালা—প্রক্ষালন করা; পিরা—গৃহের অংশ বিশেষ।

পেয়লা—এক প্রকার টক ফল বিশেষ; পোঅরি=পোখরি—পুকুর।

ফলৈ—মাছ বিশেষ।

বইট্যা—পাকানো সুতা, যদ্দ্বারা কাঁথা প্রভৃতি সিলা যায়। বাইঅন—বেগুন; বাটা—ভাগ; বোচ্‌কা—গাঁটুরি।

ভুড়ি—বোচ্‌কা বা গাঁটুরি।

মেহেতারা—মৎস্যাশী পক্ষী বিশেষ।

লৈক্যা ইঁচা—এক প্রকার ইঁচা মাছ বিশেষ।

সুর্কা—ঝোল।

হাম্বুরি—হামাগুরি; হাঁরি কুঙুরী—পক্ষী বিশেষ।

(৭৯)

নাচনি গিয়ে কাচনি পাড়া।
দেয়াএ আস্তে ঝড়।
কেয়া রে নাচনি, ভিজি যাওব্,
ফুলর ছাতি ধর্।
ফুলর ছাতি, বেতর বান (বাঁধ,
নাচনিরে ঘরত্ আন্।

(৮০)

মণি, পুকুরত্ন যাইস্ তুই।
বুঁট্যা ময়নাএ ধরি নিব তোরাই মরিম্ মুই।

(৮১)

আস্তক্ লক্ষ্মী বস্তক্ ঘরে।
খাট বিছাইদিম্ থরে থরে।
খাটর নীচে বাখর ছা।
যে ন মাতে তারে খা।

(৮২)

সুধা ন খায় হুধা (শুধু) ভাত,
পোয়াল্যা ন দে দই।
পিছ পিরা দি' হরিণ ধাইল,
সুধার মারে লই।

(৮৩)

চুলো চুলো চুলো মালা।
রাম জীবনার হালা (শালা)।
চুরা চুকে বালা।
চুরাত্ কেয়া ধান?
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা?
নাক কাটি পেলা।
নাকত্ কেয়া লৌ?
বাঘা মণির বৌ।

(৮৪)

হাম্বুরি আইএ হাম্বুরি যায়,
কালা তুলসীর তলে।
ঠাকুর বৌএ নিকলি চায়,
কপালে রতন জ্বলে।

(৮৫)

হাঁড়ি চুন্ চুন্ পাতিলা চুন্ চুন্,
ডেয়া ফেলে চোরে।
কৈলকাতার্ত্তুন্ কি বৌ আন্‌লুম্,
সদা পরাণ পুড়ে॥

(৮৬)

ঠাকুর পোজরির্ টুগুর মাছ উ আ,
মোচরি ভাঙ্গস্ কেঁটা।
তেলর্ত্তুন্ তুলি ঝোলত্ দিলুম,
বাছা মণির বাটা।
বাছার বাটা কৈ ?
ছিক্কা ছিঁড়ি বিলাইএ খাইয়ে,
বাছার বলাই লই॥

(৮৭)

বড়্ পোজরির চাক্কা ইচা,
ডাউর ভরণ তেল।
সোণা বাবু বিহা করি,
চাকরীতে গেল॥
আইস আইস সোণা বাবু,
রৌদে পুড়ের গা।
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও,
চাকরে বিচোক্ গা।

(৮৮)

হাতত্ চুম্ব ন দিও,
কড়ি ছাড়া হইবো।
পা অত্ চুম্ব ন দিও,
বিদেশেত যাইবো।
ললাটেত দিও চুম্ব,
লক্ষ বছর জীবো॥

(৮৯)

মিত্রালী মা বাপ রে, আঙারো বাড়ীত্ আইও।
উঠানেত শঙ্খনদী, পা পাহালিয়া যাইও॥
হাত্তিমাতে কাদির বোচ্‌কা পা মুছিয়া যাইও।
বাড়ীর পিচ্ছে মানকচু পাতা, মাথাত্ তৈক্যা দিও।
সোণায় চুলন পাড়ি দিয়ম্ পড়িয়া ঘুম যাইও॥

(৯০)

অরঙ্গ ডরঙ্গ শোলকর পাতা।
বন্ধুর বউঅরে ন কৈও কথা॥
আদ্ধা গরুআ বান্ধা দিম্।
যবুনারে বিভা দিম্॥
উঠ উঠ যবুনা।
ছ কুড়ি বাইঅন কুট না॥
জামাইএ ন খায় ফলৈ মাছ,
আঁশে আঁশে কেঁটা।
কন্তার মারে কহ গৈ,
কাটৌক্ কৈতর বাছা॥

(৯১)

মাউ কহিএ দা দিতা।
দা কি লাই।
খুঁট্যা কাট্‌তাম্।
খুঁট্যা কি লাই ?
ঘর বাইন্‌তাম্।
ঘর কি লাই ?
বৌ আন্‌তাম্।
বৌঅর নাম নক্‌কুনি।
পোষা হইএ এক্‌কুনি॥

(৯২)

অডি বেডি ভৈন বি বেডি।
তোর লাই বুলি তিন দিন হাঁটি॥
ঘোড়ার ঠেঙ্গে বাড়া বান্ধি।
হাতির ঠেঙ্গে চইল চালি॥
চইল-চালনী ঘরত্ নাই।
খাজানা দিতাম মনত্ নাই॥

(৯৩)

ও বুড়ি ও বুড়ি কুতা কাট।
কাইল বেহানে অলি হাট॥
অলি হাটত্ যাবি নী।
চড়্‌কা বান্ধা দিবি নি॥
চড়্‌কা মিল হিয়ালে।
বুড়ী কান্দেব্ বিয়ালে॥

(৯৪)

মর্দ্দিনী রে মর্দ্দিনী।
খই ভাজি দে খাম্।
খইঅত কোয়া ধান্।
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা।
নাক কাটি পেলা।
নাকত্ কোয়া লৌ।
ফুলমণির বৌ।

(৯৫)

অলি আয় রে আয়্।
বার্গ্যা বাঁশর চুলন্ রে বাছা,
কেরাক্ বেতর বান (বাঁধ)।
শুয়া বাছা চুলের্ রে মোর পূর্ণমাসীর চান।

(৯৬)

ঘুম যারে ঘুমর বাছা ঘুম যারে তুই
তোর মা গেইয়ে পইরত্ পড়ি ঘুম যা।
সোনার দিয়ম্ চুলন রে বাছা রূপায় দিয়ম্ দড়ি।
চাইর কোড়ে দিয়ম্ বাছার চাইর বান্দী দাসী।
আরো একজন দিয়ম্ বাছার পাঙখা-করণী।

(৯৭)

তা থৈয়া থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী।
হাতত্ তালি দিয়া নাচের্ আওার যাদু বাছামণি।

(৯৮)

টাওনি ভাইঅর টুউনি।*
হারগউআ গাছর বুউনি।
সাত কাউআ আইএ যায়।
পাড়ার মাঝে খুৎ খায়।
কহ রে কাউআ ভাঙ্গি চুরি।
কাবুতে আছে কাবুতে নাই?

(৯৯)

দুধা রে দুধা, কিরে ভাই দুধা। †
দুধ কেরা ন দেয়র্?
বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে?
মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম?
চোঙরা।
গাছে গাছে ভোঙরা।
হাত (সাত) গাছ বইটা।
গাছ বাহি উট্‌ঠে।

(১০০)

শীত করের্ বান করের্ কয়ই ভাজি দে।
তোর করইএ মোর করইএ ভুড়ি বান্ধি দে।
ভুড়ির ভিতর চেরাক জ্বলের খালত্ পেলাই দে।
খালর মাঝে লৈল্যা ইঁচা সুর্কা রান্ধি দে।
সুর্কা খাইয়ে বিলাইএ।
বউঅরে ধরি কিলাইএ।
কোড়ে পলাইম্ কোড়ে পলাইম্,
সিন্দুর গাছের তলে।
সিন্দুর গাছে দোহাই দিএ আইআ বাড়ির তলে।
আইআ বাড়িত লতা পাতা বদ্দর বাড়িত্ তেল।
তেল পড়াইতাম্ গেলুম্ রে উন্দুর শুয়া গেল্।
বাঘ মারম্ ধুস্ ধাম্ উন্দুর মারম্ শুয়া।
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ।
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকর কেশ।
আর কত দূর গেলে দেইবি (দেখিবি) তোয়ার মা
বাপর দেশ।

(১০১)

জিঁ জিঁ ঝিয়লা।
বুড়ীর বাড়ীত পেয়লা।
পেয়লা খাইতাম্ গেলাম্ রে।
কেঁটা ফুটি মৈলাম্ রে।
দুআ বউএ ফুতা কাটে।

শ্রীআব্দুল করিম।

---

* "টাওনি ভাইঅর টুউনি" নামক খেলাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

† "দুধা খেলা" নামক খেলাতেই একটু বয়স্ক ছেলেরা ইহার আবৃত্তি করে।

বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা।

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র।

। নমোনম আদি ব্রহ্ম নিরুপম
পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযুগী পরম সুন্দর॥

শেষ—৫৭ পৃঃ খণ্ডিত—

কেবল যমের দূত সঙ্গে জত রজপুত
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বোন এড়াইয়া নানা দেশ ছাড়াইয়া
উপনীত হইল বর্দ্ধমান॥

মন্তব্য—তারিখ লেখকের নাম ইত্যাদি নাই। অন্নদামঙ্গল সমস্ত আছে। বিদ্যা-সুন্দরের আরম্ভ মাত্র আছে॥

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল মোক্তার, জামালপুর ময়মনসিংহ।

২। আশ্রয়নির্ণয়—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

১ম পৃষ্ঠা নাই। ২য় পৃষ্ঠায় আরম্ভ—

সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
আশ্রয় নির্ণয় এহি পঞ্চ প্রকার॥
এহিত কহিল সর্ব্ব আশ্রয় লক্ষণ।
প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধি করি নিবেদন॥

অন্যত্র—ভক্তি বলি কারে। শ্রীগুরুচরণ। ভক্তির অন্ত কি। সদা সেবা। সেবা দুই প্রকার। কি কি দুই প্রকার। সাধকরূপে সেবা। আর সিদ্ধিরূপে সেবা। তথাহি রসামৃত সিন্ধু।

সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধিরূপেন চাএহি
স্তস্তাব নিষ্পূণা কার্য্য ব্রজলোকানু সারত॥

প্রেম বলি কারে। শ্রীমতি রাধিকারে।
প্রেমের অন্ত কি। আসক্তি॥ ইত্যাদি॥

বিষয়—সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব॥

শেষ—

গুরু আজ্ঞা দিঢ় করি কর সাধু সঙ্গ।
তবে সে উদিত হবে প্রেমের তরঙ্গ॥
সাধু সঙ্গক বিনে হয় দিঢ় মতি।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় কুঞ্জে হয় স্থিতি॥
শ্রীগুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবপদে করিআ বিশ্বাষে।
আশ্রয় নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাসে।

আশ্রয় আনক্ষর (?) উদ্দিপন ভজন তর্ব-নিরোপন সমাপ্ত। ইতি শন ১২৩৭ বাঙ্গালা সনের অদ্রেষ (আদর্শ?) লিখা গ্রন্থ দেখিয়া লিখা গেল। সন ১২৪৩ বাঙ্গালা তারিখ ৮ই চৈত্র রোজ সমবার বেলা ১ প্রহর থাকিতে লিখা সম্পূর্ণ। শ্রীনবকিশোর শর্ম্মণঃ সাকিম জালালপুর পরগণে রায়দম॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

আরম্ভ—

শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্বদেবগণ।
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥

ভণিতা—

নবদ্বীপ বসতি, নবেন্দ্র ভূপতিপতি
গোষ্ঠীপতি পতি যার বলে।

তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম
মুখটী বিখ্যাত মহীতলে ॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—

খড়দ কুলের সার বশিষ্ঠ তুলনা যার
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর শিব শিবা অবতার—
ব্যবহারে হেন অনুমানী ॥
তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গা প্রসাদ হীন
দাবা যার হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তাবে ভাষা গান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী ॥

* * * *

নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গা প্রসাদ তার
কথাগুলি ভাবিতে লাগিল ॥

শেষ—

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গা গুণ গান।
অথাষ্ট মঙ্গলা গীত অমৃত সমান ॥

তাঃ ১২৩৯ সাল। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তক অর্থাৎ শ্রীভগীরথ গঙ্গা আরাধনা এবং গঙ্গার আগমন ও সগর সন্তানের উদ্ধার। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশযেব কর্ত্তৃক রচিত। ইদানীং শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্তের দ্বারায় প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন দীং সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৩৭ সাল ॥

মন্তব্য। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে অনেক অধিক আছে। দুঃখেব বিষয় আধুনিক প্রকাশকেরা প্রাচীন কবির আদর্শ পুস্তকের সন তারিখ দেন না। সুতরাং আলোচনা কঠিন হইয়া উঠে। বোধ হয় এ পুঁথিখানি কোন ছাপান পুস্তক হইতে নকল করা।

৪। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য—পূর্ব্ব পুঁথির সঙ্গে মিল আছে। "১২৫৭ সালে জযমণি দেব্যার ছাপান পুঁথির দৃষ্টে লিখিত"।

৫। গঙ্গার মাহাত্ম্য—কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আবম্ভ—

গঙ্গার মাহিত্য কথা শুন সর্ব্বজন।
যে কথা শুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গাব কথা শুন সাধু ভাই।
শুনিলে সে সব কথা আর জন্ম নাঞী ॥

ভণিতা ও শেষ—

বিশ্বামিত্র মুনি গেল রাম লক্ষণ লইয়া।
তপবন মহামুনি গেলেন চলিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে রচে হইয়া সাবহিত।
গঙ্গার কথা কহিলাম ভগীরথের কীর্ত্তিত ॥
ইতি গঙ্গার মাহিত্য সমাপ্ত। * * *
শ্রীজয়শঙ্কর পাল সাকীন কুরুশা পরগণে পুখরিয়া। এহি পোস্তক সন ১২৫৭ সাল ভাদ্র মাসের ৭ তারিখ বেলা আন্দাজ এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল ইতি।

শ্লোক সংখ্যা। প্রায় ৪০০ শ্লোক।

মন্তব্য—প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যথা—"গায়ন্তি গীত" "পৃথিবীত" "ভূমিত" ইত্যাদি। কৃত্তিবাসের প্রায় ৫।৬ ভণিতা আছে।

৬। গোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয়—নাম নাই।

আরম্ভ—৩য় পৃষ্ঠা—

গোপিকার অঙ্গে দিলা আপনার বেশ।
ব্রজের নন্দন সঙ্গে নাহি ভাব লেশ॥
যাহার স্বরূপ কৃষ্ণ আপনে বিহরে।
সেইমত গোপীর কন্যা কৃষ্ণত বিহরে।

[illegible]সনা দেহ সমাধান।
[illegible]ন্দ সঙ্গে হইবা বিদ্যমান॥
[illegible]না দূর কর সেবার কারণ।
ব্রজেন্দ্র নন্দের সঙ্গে পাইবা দরশন॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃত নিগুঢ় রস নির্ণয় গ্রন্থ সমাপ্ত॥

মন্তব্য—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা, তারিখ, লেখকের নাম ধাম কিছুই নাই। গোবিন্দ শব্দের উৎপত্তির কারণ, "চৈতন্য নামের উৎপত্তি দ্বিখভানুসুতা যেহি সেহি গদাধর" ইত্যাদি বিষয় লইয়া পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় গ্রাম্য।

৭। গানের খাতা—নাম নাই।

মন্তব্য—ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন গান আছে। লেখা বড় অস্পষ্ট "ত্রিলোচন"—"দ্বিজগোপাল"—"রামপ্রসাদ"—"দ্বিজ মৃত্যুঞ্জয়"—"নরচন্দ্র"—শ্রীগোপাল—[illegible]গৌরমোহন—দ্বিজ মোহন—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ—গোসাই শুকময়—ইত্যাদি ভণিতা যুক্ত গান আছে। ৫০ বৎসরের প্রাচীন অনুমান।

৮। চণ্ডী—কবিকঙ্কণ।

আরম্ভ—

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম জারে বাখানে
অন্যে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি,
তার পদে লক্ষ প্রণাম॥

শেষ ৪৯ পৃঃ খণ্ডিত—

নিশিদিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নৌতুন মঙ্গল অভিলাষে॥

মন্তব্য—

প্রায় ৯০০ শ্লোক আছে মাত্র। তারিখ নাই।

৯। দাতাকর্ণের সংবাদ—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি তবে পূর্ব্ব কথা কয়।
শ্রীমহাভারত কথা শুন জন্মেজয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাপ তাপ দূরে যায় শুনে পুণ্যবান॥

ভণিতা—

অনুমতি পায়া কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ মঙ্গল।

শেষ—

কর্ণের সমান দাতা কেহ নাহি হয়।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র কয়॥
হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন।
এহি খানে রহিলেক গোবিন্দ কীর্ত্তন॥
তাঃ শকাব্দ ১৭৪০ শক। সাকিন জালালপুর।

১০। নৈষধ পুস্তক—রামনারায়ণ ঘোষ।

আরম্ভ—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
ইহলোকে সোখ ভোগ পরলোকে তরি॥

এক দিনে বোনবাসে রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাদুঃখ ভাবে রাজা চিত্ত নাহি স্থির॥
ভণিতা—
(১) জয়মণি কহন্তি কথা শোন জন্মঞ্জয়।
বনপর্ব্ব ইতিহাস কৈল উপচয়॥
রামনারায়ণ কহে সেহি অনুসারী।
বলিব নাচাড়ী এক দীর্ঘ ছন্দ করি॥
(২) শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন কহে কবি নারায়ণ
শেষ তাঃ—
সহিত মৃত্তিকা দেহ করি নিজ জ্ঞান।
নানা যোনি ভ্রমি পায় নানা অপমান॥
মৃত্যু আসি উপস্থিত হইব যখন।
সকল অসার সার ব্রহ্ম সোনাতন॥

১১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ—
গন্ধাধিবাস—
সত্বরে পবন করয়ে গমন
যথা আছে দেবগণ,
বাট্টা ভরি গুয়া পান সমক্ষীর বিদ্যমান
নিমন্ত্রিয়া আইল দেবগণ॥
ভণিতা—
(১) নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ।
জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
পদ্মা পুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেবে তাকে পাঁচালী রচিছে॥
শেষ—
১৮৯ পৃঃ খণ্ডিত—
অট্টাকুটী নাগ লইয়া উজানী চলিল ধাইয়া
লঘু কবি নারায়ণ দেবে বলে॥

১২। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ—ঐ
ভণিতা—ঐ ও অন্যান্য যথা—
(২) সুকবি নারায়ণ দেবের অমর পাঁচালী
দেবের আনন্দে এক বলিব নাচাড়ী॥
(৩) দেখিয়া সাগর মুখ বিদরিয়া যায় বুক
নারায়ণ দেবের সুবচন॥
অন্যান্য লোকের ভণিতাও আছে, যথা—
(১) বিপ্র জানকীনাথ পদ্মার দাশ।
বিশ হরি অবতার করিলা প্রকাশ।
(২) পদ্মাবতীর সনে বাদ কর অকারণে
নাচাড়ী জগন্নাথে গায়।
(৩) শৌত্র হয়া পিতৃবধে সদা থাকে বিশমদে
নাচাড়ী রচিল চন্দ্রপতি।
শেষ—
কার নাম জ্ঞানী কার নাম না জ্ঞানী।
সমাকে কল্যাণ করুণ জয় ব্রহ্মাণী।
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ সুতে।
পদ্মপুরাণ গীত সম্পূর্ণ এহি হৈতে॥
* * * * *
সম্পূর্ণ হইল গীত চল ঘরে যাই।
হরি হরি বল ভাই ভাঙ্গিল দোহাই॥
সন ১১৮৩ মাহে শ্রাবণ ৬ রোজ বৃহস্পতিবার পৌণে দুই প্রহর কালে শুক্লা ত্রিতিয়া কর্কট রাশৌ চন্দ্রে সমাপ্ত॥
মন্তব্য—
পুস্তক বৃহৎ। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৬
ভণিতায় জানা যায় নারায়ণদেবের পি
নাম নরসিংহ ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ। দুই খানা পুঁথিতেই একরূপ ভণিতা। দীনেশ বাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কিন্তু ইঁহাকে কায়স্থ বংশোদ্ভব বলিয়াছেন। কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ উদ্ধার করিতে পারি নাই। গায়েন

হাতে অন্যান্য কবিদিগের পদ সন্নিবিষ্ট
বিষাছেন, তাহা ভণিতা দৃষ্টেই বুঝা যায়।
মনসিংহের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।
দুর্গাপ্রসন্ন নিয়োগী, মোক্তার,

পুরাণ—বৈদ্য জগন্নাথ।

রে অয় আরে শিবের নন্দন।
পাপ অয় আরে দুঃখ বিমোচন॥
দর্শনে বদনে শশধর।
খুসার অমলগ্রে অ আরে বহে চন্দ্রধার॥
চ শ্রীদেবীদাস সুচরিত গান।
নবেকে পদ্মা করুকা কল্যাণ॥
ণিতা—
১) বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
মধুর কোমল বাণী করিল প্রকাশ॥
) বোলে বৈদ্য জগন্নাথ সরস শুদ্ধমতি।
রচিল নাচাড়ী জেন পয়ারের গতি॥

—

স বাহনে চলে নবগ্রহগণ।
ম্বরাকিম্বরী যায় আর ভূতগণ॥
ক একে চলিল সব দেবগণ।
ার চরণ শিবে বন্দি করিল রচন॥
মনসার দাস।
প্রকাশ॥
পূর্ণ। সকাব্দা
৭৯ সাল
শুক্লা
কুরুষা
ন নারা-

শিবের বিবাহ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। তাহার পর হইতে বৈদ্য জগন্নাথের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে নারায়ণ দেব মনোহর জানকীনাথ ইত্যাদি ভণিতা আছে। যথা,—

(১) কহে গায়েন চন্দ্রবতি বিষহরির বর।
লোহার ঘরে ঊষা বিলাপ করিলা বিস্তর॥
(২) কহে দ্বিজ মনোহরে চণ্ডীর চরণে।
চণ্ডী বিনে শিবের আর না লয় মনে॥
(৩) পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাশ।
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ॥

গ্রন্থ বৃহৎ। প্রায়, ৮০০০ শ্লোক আছে।
ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৪—১৫। প্রহ্লাদচরিত্র—দ্বিজ কংসারি।

আরম্ভ—
প্রণোমোহ নারায়ণ গোবিন্দ চরণ।
জার নাম লইলে পাপ খণ্ডে ততক্ষণ।
পুরাণ ভাগবতে সেহি প্রভু কৃপাময়।
যাহার প্রসাদে মহা সর্ব্ব তীর্থ হয়।

ভণিতা—
(১) দ্বিজ কংসারি বোলে স্বকৃত পদ বন্দে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলো পাঁচালী প্রবন্দে।
(২) দ্বিজ কংসারি ভণে ভজ হরির চরণে
অনাসে তরিবা আপদ॥

১৪। শেষ—
এহি মতে প্রহ্লাদকে রাজ্য দিলা হরি।
অন্তধ্যান হৈযা প্রভু গেলা নিজ পুরী॥
দ্বিজ কংসারী বলে স্বকৃত—

ইহার পর খণ্ডিত। শেষ পাতা নাই। সন তারিখ নাই। মধ্যে এক পৃষ্ঠায় ১১৫৯

১৫। দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ চরিত্রের আধুনিক পুঁথি। বোধ হয় উক্ত পুঁথি কীটদষ্ট হওয়াতে এই খানি নকল করা হইয়াছে। ইহাতে শেষ ভণিতা ও সন তারিখ আছে, যথা—

দ্বিজ কংসারী বোলে সকৃত পদ বন্দে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলে পাচালী প্রবন্ধে॥
* * * *
যেবা পড়ে যেবা শুনে এসব কথন।
অন্তকালে চলি যায় বৈকণ্ঠ ভুবন॥
রাজা হইয়া প্রহ্লাদ বসিলা সিংহাসনে।
তবে নারায়ণ গেলা বৈকণ্ঠ ভুবনে॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত। সন ১২৫৭ সাল। শ্লোক সংখ্যা—৫০০ শ্লোক।

ঠিকানা—শ্রীঈশান চন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৬। ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য—নাম নাই। আরম্ভ—

নম ব্রহ্মপুত্র নম ব্রহ্ম অবতার।
নমো শব্দ পঞ্চরায় করো নমস্কার॥

শেষ—

কামনা করিয়া যেবা (?) স্নান করে।
অন্তকালে চলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

মন্তব্য—তা ১২৫৭ শ্লোক সংখ্যা ২০০। শেষ পত্রে স্থানে স্থানে ফাঁক আছে। লিপিকার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভণিতা পাওয়া যায় নাই। ভাষা অমার্জ্জিত।

১৭। বাণযুদ্ধ—বিপ্র পরশুরাম।

আরম্ভ—

পৃথিবীতে বলিরাজা ধর্ম্মশীল মহাতেজা
তাহাকে ছলিল ভগবান।
একশত পুত্র থুইয়া গোবিন্দ চরণ পাইয়া
গেলা বলি পাতাল॥

ভণিতা—

বন্দী করি অনিরুদ্ধ থুইল কারাগারে।
বিপ্র পরশুরাম গায় গোপালের বরে॥

শেষ—

ধ্যানে না পায় যারে ব্রহ্মাদি [illegible]
আমি মূঢ় কি জানি কৃষ্ণের গুণ [illegible]
শুনিয়া প্রণাম করে উষা রূপবতী।
আনন্দ রহিলা দুহে আপন বসতি॥

ইতি শ্রীভাগবতে
দশমস্কন্ধে বাণযুদ্ধ উষা-অনিরুদ্ধ হর[illegible]
পুস্তক সমাপ্ত। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ শক
শ্লোক সংখ্যা—২০০।

১৮। মন্তব্য :—

আজ পর্য্যন্ত পরশুরামের কোন জীবনী দেখি নাই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রাচীন পুঁথির তালিকা দেখিলে দেখা যায়, পরশুরামকৃত অনেকগুলি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথা—

১। কালীয় দমন—দ্বিজ পরশুরাম ১২৪৩—
"শ্রীকৃষ্ণচরণে দ্বিজ পরশুরাম ভণে"

২। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম ১২৩
"দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার"
১৩০৪—৩০৬ পৃ[illegible]

৩। প্রহ্লাদ চরিত্র—বি[illegible]
"গোপালের কৃপায়[illegible]

৪। গুরু[illegible]
সাল। এই[illegible]
কৃষ্ণভক্ত [illegible]
তাঁহার গৃ[illegible]
৩০০ শত[illegible]

১৮। বিবেকের যুদ্ধ—
গঙ্গাদাস সেন।

—

[illegible]শি কহিল কথা শুনহ রাজন।
[illegible]বেকের যুদ্ধ কহি অপূর্ব্ব কথন॥

—

[illegible]ধিষ্ঠানন্দন বিবেকের সঙ্গে অর্জ্জুনের
[illegible]ন্ত।

[illegible]ও শেষ—

[illegible]ষ্ণীবর সেন সুত গঙ্গাদাসে কয়।
[illegible]বেকের যুদ্ধ কথা বিংশতি অধ্যায়॥

—তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ৫০০।

১৯। ভারত সাবিত্র।

—

[illegible]রুর চরণে অখণ্ড দণ্ডবত।
[illegible] বিনে কেবা প্রভুজানে তোমার তত্ত্ব॥

—

[illegible]ব্যাসে কহিয়াছে জানিয়া আনন্দ।
[illegible]বত সাবিত্র রচে পয়ার প্রবন্ধে॥
[illegible]সংক্ষেপে দুর্য্যোধন নিধন পর্য্যন্ত
[illegible]দশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। তাঃ ১২৫৭।
ক সংখ্যা ২০০।

[illegible]। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী—
দ্বিজ কালীপ্রসাদ।

[illegible] ইতিহাস কলুষ হইবে নাশ
মঙ্গল চণ্ডীর বিবরণ।

শেষ—

[illegible] চরণে মোন সদা করি নিজোজন
বিরচিল দ্বিজ কালীপ্রসাদে।
[illegible]থ ১২৬৭ সাল।

২১। মনসামঙ্গল—গোপালচন্দ্র
মজুমদার।

আরম্ভ—

প্রণমামি গণাধীশ গিরিজা নন্দন।
গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন দূর কর গজানন॥

* * *

ভণিতা—

পুখরিয়া দেশ ধাম দ্বিজ আত্মারাম (নাম?)
মজুমদার খ্যাত সর্ব্বস্থান।
গোপাল তনয় তাঁর অভিমত মনসার
রচন করিল নবগান॥

মন্তব্য—

৯৫ পৃঃ খণ্ডিত—

সিংহল গমন কথা শুনি লাগে ত্রাস।
পক্ষীরে কুঞ্জর ধরি করয়ে গরাস॥

ছন্দ নানাপ্রকার আছে। ভাষা মার্জ্জিত ও আধুনিক। কবি ৬০।৭০ বৎসরের বেশী প্রাচীন নয়।

মানবীর রূপ যুতা চলিলা শিবসুতা
মোহিতে সারদার মন।
সঙ্গেতে সুসঙ্গিনি নবীন নিতম্বিনি
চলিল সব সখিগণ॥
করিয়া শুভক্ষণে দোলায় আরোহণে
আপনি জান বিষহরি।
সঙ্গেতে ভারিগণ লইয়া নানাধন
চলিল সভে সুর নারি॥ ইত্যাদি

এই জামালপুরেই ৪।৫ খানা সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাইবে। জামালপুরে ব্রজপুরে তাঁহার বাস। সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

২২। মণিহরণ।

আরম্ভ—

সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিয়া কৈল কন্যা সমর্পণ॥

শেষ—

এড়াইল সে সব দুঃখ দেব চক্রপাণি।
পাপীষ্ঠ সত্রাজিতে দোষিল পুত্রেরে।

মন্তব্য—

১৫ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। সন তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ২৫০।

২৩। মহামুগদ পাঁচালী—
পুরুষোত্তম দাস।

আরম্ভ—

আদিপর্ব্বে সমার জন্ম দ্রোপদির বিহা।
সভাতে পাণ্ডব গেল রাজ্য হারাইয়া॥
* * *
ভারতের অষ্টম পোথা দ্রৌণ পর্ব্বয়।
ইতিহাস ক্রমে কথা পুরুষোমে কয়॥

ভণিতা ও শেষ—

অর্জ্জুনের মায়ামোহ সব হইল পাত।
আপনে দ্বারিকা কৃষ্ণ পার্থ হস্তিনাত॥
গোবিন্দ চরণে কহে পরুষোত্তম দাসে।
এহিরূপে পার্থকে সান্ত্বিলা হৃষীকেশে॥
এহিরূপে সাঙ্গ হৈল পাণ্ডব পাঁচালী।
মায়ামুহ বেথা ভাই বল হরি হরি॥

মন্তব্য—

অভিমন্যু শোকে অভিভূত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা করিবার জন্য মহামুগদেব প্রকৃত ভক্তি দেখান। ঘটনাটি দাতাকর্ণের অবিকল অনুকরণ। তবে তাহা হইতে অনেক বাহুল্য কথা আছে। তারিখ ১৬৮৭ শক।

২৪। মহাভারত সভাপর্ব্ব—
সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ দেবের দেবতা।
প্রণমোহ ব্যাসদেব জাহার কবিতা॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
ইহকালে সুখলাভ পরকালে তরি।

শেষ—

পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃত সমান
জেবা পড়ে জেবা শুনে সব

ভণিতা—

জরাসন্ধের বধ হৈল ব্রত ঘরে
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ার

তারিখ ১২১৮ সাল—৩৫০ শ্লোক

২৫। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব—
সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

বিরাটপর্ব্ব জদি হৈল সমাধান।
জন্মজয় জিজ্ঞাসিল জয়মুনির স্থান॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা শুনিলে পাপ ক্ষয়
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

শেষ—

এতেকে উদ্যোগ পর্ব্ব হইল সমাপন
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।

তারিখ ১২৫৬। ৯০০ শ্লোক

২৬। মহাভারত বনপর্ব্ব
কাশীরাম দাস।

ছাপান পুস্তক। কীট দষ্ট অনেক দিনের। কত দিনের তাহ উপায় নাই। শেষের দু পৃষ্ঠা নাই পৃষ্ঠা সূচীপত্র সমেত।

২৭। মহাভারত দ্রোণ
সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ সংসারের স
জাহা বিনে ত্রিভুবনে গতি না

আদি নিরঞ্জনে বন্দো ধর্ম্মাধর্ম্ম সার।
সদব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় নাহিক আকার॥

[illegible]—

[illegible]তে পারে না বুঝে বর্ব্বরে।
[illegible] কথা লোক বুঝাবারে॥

[illegible]

[illegible] কথা দ্রোণাচার্য্য বধে।
[illegible] কথা পয়ার প্রবন্ধে॥
[illegible] কহিল কথা অন্ধরাজা স্থানে।
দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা সাঙ্গ এহি খানে॥

[illegible]—১১৮৮ সাল।

ঠিকানা—শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত আদিপৎ গ্রাম, [illegible]পুর ডাকঘর, ময়মনসিংহ।

২। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

[illegible]মপর্ব্ব কথা শুনি মুনি জন্মজয়।
[illegible]থকে পুছয়ে মুনি বৈশম্পায়নয়॥

[illegible]পর্ব্ব মহাপোথা নানা রসময়।
[illegible]য় দিবার যুদ্ধ কহিল সঞ্জয়॥

[illegible]—এইখানে ৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ৭০০

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, [illegible] জামালপুর।

৩। মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নকুল সহদেব আর কর্ণ মহাবল॥

ভণিতা—

সঞ্জয় কহে পদবন্দে শুনিলে হরে শোক।

মন্তব্য—৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। তারিখ নাই।

৩০। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ পুস্তক—গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—

বাসুদেব এথা নাহি সহায় আমার।
জ্ঞাতিবধ পাপে মোর নাহিক নিস্তার॥

ভণিতা—

পিতামহ নৃপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
জাহার কীর্ত্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানাশাস্ত্র বিশারদ গুণে নাহি অন্ত।
গঙ্গাদাস সেনে কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার॥

শেষ—

পৃষ্ঠা ১৮৬ ছিন্ন কীটদষ্ট। পাঠ উদ্ধার করা যায় না। পুস্তক ভাল অবস্থায় আছে। হয় ত ষষ্ঠীদাসের অন্য ভণিতা পাওয়া যাইবে। প্রায় ৪০০০ শ্লোক। তারিখ ১১৩৭ সাল।

মন্তব্য—

গঙ্গাদাস অনেক পুঁথি লিখিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রবন্ধ পাই নাই।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

১। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল—
হরিচরণ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীসীতা অদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ॥

বন্দে রাধাং প্রেমমূর্ত্তির্যস্যা কৃষ্ণেণ চেতনা।
বুদ্ধ্যাচ বচসা তস্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, মনেত করিয়া সদ্য
যে লেখায় পরশমণি মোকে।
কৃষ্ণের জীবন প্রাণ, প্রেম মুক্তি যার নাম,
আজ্ঞা মাগি তাহার শ্রীমুখে॥

শেষ—

মনের মানসে মনঃ হরি হরি বল।
একমাত্র হরিনাম পথের সম্বল॥
না কর অলস কেহ লভে হরিনাম।
জানিহ নিতান্ত এই সুখ মোক্ষধাম্॥
অতএব ভাই সবে হরি হরি বল।
এত দূরে সমাপ্তি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল॥ ইতি।

পুস্তকমিদং শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামিণঃ স্বাক্ষরঞ্চ শকাব্দা ১৭১৬ সন ১২০১ সাল তারিখ ৯ বৈশাখ॥*॥*॥

লেখকের পরিচয়—

শান্তিপুর অদ্বৈতপাঠ যে বিখ্যাত।
সেই প্রভুর কুলেতে হইয়াছি জাত॥
বলরাম মিশ্রের হয় দুই পরিবার।
দশ পুত্র তাহাতে হইলা অবতার॥
মথুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভুর ঔরসে।
তিন পুত্র জনমিলা সময় বিশেষে॥
রাঘবেন্দ্র ঘনেশ্যাম রামেশ্বর নাম।
[illegible] প্রভুর অতি গুণধাম॥
তৎপুত্র হই আমি নাম শ্রীগোপাল
এই মম পরিচয় দিলাম সকল॥

গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ৪১, দুই পৃষ্ঠা তন্মধ্যে একখানি পাতা নাই।

হরিচরণ দাস অদ্বৈত প্রভুর পুত্র তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি কাংশ সময় শান্তিপুরেই বাস করি আলোচ্যগ্রন্থের কুত্রাপি তাঁহার বংশের পাওয়া যায় নাই। আমি শুনিয়াছি, চরণের স্বহস্ত লিখিত অদ্বৈত মঙ্গল পুরের বড় গোস্বামিদিগের ভবনে শান্তিপুরের বড় গোস্বামী মহাশয় বাড়ীর একজন প্রভুর নিকট হইতে এই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছি।

২। উপাসনা রহস্য।

পত্র সংখ্যা ২০, দুই পৃষ্ঠায় লিখিত

পুঁথিখানি জরাজীর্ণ, লেখকের রচয়িতার নাম নাই, কেবল মলাটে লিখিত আছে,—"সেবকঞ্চ শ্রীকা শর্ম্মণঃ প্রণামা নিবেদঞ্চ—" পৃষ্ঠার কোণে সন '১১৮৫' সাল পাওয়া যায়।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

(১) আশ্রয় নির্ণয় লিখ্যতে॥

আশ্রয় পঞ্চমত প্রকারঃ।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, রসা
প্রেমাশ্রয় এই পঞ্চমত॥ ৫॥

তথাহি রসভক্তি চন্দ্রিকায়াং॥

বস্তু সাধন এই কহিল তোমারে।
অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
* * মুঞ্জুরি পরিচয়।
এই কহিল নিশ্চয়॥
মুখাশ্রুত উপাস্ত উপা-

রাস্বামিনাং স্তবনি টিকা
ওরচরণে মোন তিষ্ঠতি॥"
বৈষ্ণবধর্ম্মের নানা বিষয়
ত হইয়াছে, ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।

নিগম গ্রন্থ—গোবিন্দদাস।

ধাকৃষ্ণ নম নম॥
গম লিখিতে॥
চৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতারে।
র গুণে সব জীব কৈল পারে॥
শ্রীচৈতন্ত চূড়ামণি।
পদ্মাবতিসুত নিত্যানন্দ মুনি।

গোবিন্দ দাস হৃদয়ে আনন্দ।
অঙ্কুর হন চারিযুগের মুল॥
* *
পদরেণু সেবা কবে আসা।
গোবিন্দ দাস তার ধূলির প্রত্যাসা॥

* * *
বন্দিব সে দয়ার শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হইতে পাইযাছি জ্ঞান অর্জ্জন॥
শেষ—
কহএ গোবিন্দ দাস ভজ আবে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাই॥

* * *
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতাবে॥
কলিযুগে প্রেমধন দিলা সভাকারে।
পুঁথিব পত্র সংখ্যা ৮, শ্লোক সংখ্যা ২১৭।

৫। রাগমালা—রোত্তম দাস।

এ পুঁথিখানিব প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত পাঠোদ্ধার করা যায় না।
আরম্ভ—
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
অথ বর্ণ নির্ণয়॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ ১ * * * ২ * * গুণ ৩ রসগুণ ৪ স্পর্শগুণ ৫। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতিতে বৈসে।
শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসায় রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণ পূর্ব্ব-রাগের উদয়। * * * দুই। হঠাৎ শ্রবণ ১ অকস্মাৎ দর্শন ১ দুই দুই পূর্ব্ব রাগমূল।
শেষ—

৬। রসভক্তি চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

রসের বর্ণন করি পঞ্চ পরকার।
নামরস মন্ত্ররস ভাবরস আর॥
প্রেমরস * * * পঞ্চ যে কহিল।
এই ক্রমে রসভক্তি চন্দ্রিকা রচিল॥

শেষ—

রসভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ!
দীন হীন জন এই নরোত্তম দাস॥

'ইতি রসভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণ। হরিবোল হরিঃ॥ রোজ সোমবার সন ১১৭৫ দ্বিপ্রহর বেলা। যদ্দৃষ্টং তৎলিখিতং শ্রীরাইমোহন সরকার সাকীন বসন্তপুর পরগনে লস্করপুর।' বসন্তপুর রাজসাহী জেলায়। পত্র সংখ্যা ১০, শ্লোক সংখ্যা ১৫০।

৭। সত্যপীর—ফকিরদাস।

আরম্ভ—

করজোড়ে বোন্দিব মুক্তি সিদ্ধ গণপতি।
জগতে হরশিত হন পঞ্চানন পার্ব্বতী॥
প্রণমিহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সীতা।
সপ্তমাতা বোন্দিয়া বোন্দিব পঞ্চপিতা॥

শেষ—

সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর সিদ্ধির ঠাকুর।
সভাকার বাসনা সিদ্ধ করেন ঠাকুর॥
পীর পদকমলে ফকিরদাস ভনে।
শ্রীগুরু প্রেমেতে হরি বল সভাজনে॥

ইতি সত্যপীর গ্রন্থ সমাপ্তি[illegible]

'ইতি শ্রীশিব রহস্যাগমে হরগৌরি স[illegible] দে আগম প্রসঙ্গে ভগবততত্ত্ব লিলা সমাপ্তঃ।'

পত্র সংখ্যা ১২, শ্লোক সংখ্যা [illegible] ৮০১ শত। লেখকের নাম কিংব[illegible] তারিখ কিছুই নাই। আমরা জ্ঞা[illegible] পদাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ[illegible] তাঁহার কোন কার্য্যাদি পাঠ করি নাই [illegible] রহস্য প্রণেতা জ্ঞানদাস ও পদকর্ত্তা জ্ঞা[illegible] একই ব্যক্তি কিনা তাহা বলা সুক[illegible] শঙ্করের মুখ দিয়া জ্ঞানদাস রাধাকৃ[illegible] ব্যক্ত করিয়াছেন।

৯। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস

আরম্ভ—

জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দঃ[illegible]
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈঞা মন।
গৌরচন্দ্র অবতারে কৈল যে কার[illegible]

শেষ—

শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণ [illegible]
সুখে গৌরভক্ত সব তাহা আচরি[illegible]

১০। বৈষ্ণববন্দনা, দৈবকীনন্দন [illegible]

আরম্ভ—

বৃন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দো [illegible]
প্রাণ গোরা চান্দ মোর ধন গে[illegible]
সচির দুলাল গোরা অখিলের প্রা[illegible]
মিনতি করিয়া কর ধরিয়া [illegible]